২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

বিশেষ সংখ্যা

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ■ ২০ তম সংখ্যা

৩০ এপ্রিল, ২০০৩ ঈসাব্দ

‘এখন তুমি আমার স্থলে বস আর আমি যাই’

এক সুবর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং এক সুপ্রভাতের উন্মেষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব লন্ডনে মজলিসে ইনতেখাবে খেলাফত-এ যোগদান করেন। ঐতিহাসিক ফযল মসজিদের সামনে দু'জন আফ্রিকান আহমদীর সাথে তাঁকে দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চম খেলাফতের প্রথম আনুষ্ঠানিক আর্ন্তজাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের আহ্‌মদীরাও এমটিএ-র মাধ্যমে সরাসরি অংশ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ছবিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় মসজিদে বয়াত অনুষ্ঠান শেষে দোয়ার দৃশ্য।

কুল্লুমান আলায়হা ফান

(এ জগতের সবকিছুই নশ্বর)

মানুষ মরণশীল সবকিছুই নশ্বর। অবিনশ্বর হলো কেবল আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের মুখ-ভাতি।

আমাদের প্রাণ প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বিগত ১৯শে এপ্রিল, ২০০৩ আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তাঁর প্রকৃত স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তাআলার সন্নিধানে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ... রাজেউন)। আমরা তাঁর মৃত্যু শোকে গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্যে দোয়া করি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ থেকে উচ্চ মোকাম সমূহে স্থান দান করুন। আমরা তাঁর পরিবারের কাছে জানাই আমাদের গভীর মর্মবেদনা। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে সাবরে জামীল দান করুন।

এ ক্ষণজন্মা পুরুষ একটি দীর্ঘ সময় জামাতের বিভিন্ন পদে থেকে অসাধারণ সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা এজন্যে তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র বিশ্বব্যাপী জেহাদ, আলমী বয়াত, এমটিএ, ওয়াক্‌ফে নও, মরিয়ম সাদী ফান্ড প্রভৃতি তাহরীকই যে কেবল তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে যথেষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে বিষয়টি সর্বদা আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করে তাহলো তাঁর বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের প্রতি একান্ত অনুরাগ। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের ব্যাপারে সবিশেষ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। যখনই বাংলাদেশের কথা উঠতো তখনই তাঁর হৃদয়ে নানা স্মৃতি দোলা দিত আর অনেক ঘটনা তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠতো। আমাদের লোকদের দুঃখ -দুর্দশা দূর করতে তিনি যেন পাগল পারা হয়ে যেতেন। তাঁর অকুণ্ঠ অনুদানে বাংলাদেশের বহু লোক দূরারোগ্য রোগমুক্ত হয়েছে, বাড়ী-ঘর করতে পেরেছে এবং অন্যান্য অভাব-অনটন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আল্লাহতাআলা তাঁকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন।

ঐশী জামাত নেতৃত্ব বিহীন থাকতে পারে না। তাই **খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়তের** পদ্ধতিতে বিগত ২২শে এপ্রিল রাত ১১.৪০মিঃ (লন্ডন সময়) তাঁর স্থলে মজলিসে ইনতেখাবে খেলাফত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে (আইঃ) খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস নির্বাচিত করে (আল্ হামদুলিল্লাহ্)। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই তিনি উপস্থিত সকলের নিকট থেকে বয়াত গ্রহণ করেন এবং এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে দোয়ার জন্যে তাহ্‌রীক করে বলেন বর্তমান সময়ে আমাদের যা সবচে' বেশি প্রয়োজন তা হলো দোয়া, দোয়া এবং দোয়া। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

বর্তমান হুযূর (আইঃ)-এর নির্বাচনে ঐকান্তিকভাবে আমরা আনন্দিত এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর তাঁর প্রতিটি আদেশ পালনের একনিষ্ঠ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হচ্ছি। তাঁর দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবন এবং সফলতার সাথে যাতে তিনি তাঁর দায়িত্বাবলী পালন করতে পারেন সেজন্যে মহান আল্লাহ্‌র নিকট আমরা দোয়া করছি এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবো। আমরা বাঙ্গালী আহমদীরা সর্বদিক থেকে দুর্বল। তাঁর কৃপার পাখা যেন তিনি আমাদের ওপরে সব সময় বিস্তার করে রাখেন সেজন্যে আমরা তাঁর নিকট প্রত্যাশা রাখবো।

মোবাশ্‌শেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা

১৭ বৈশাখ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ২৭ সফর ১৪২৪ হিঃ কাঃ
৩০ শাহাদত ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩০ এপ্রিল ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

দুরূদের আশিস ও কল্যাণ

হে আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর আশিস পাঠাও, যেরূপ আশিস ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসাময়, মহামর্যাদাবান।

হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর কল্যাণ পাঠাও, যেরূপ কল্যাণ ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের ওপর পাঠিয়েছিলে। নিশ্চয় তুমি অতি প্রশংসাময়,মহামর্যাদাবান।

উল্লেখিত দুরূদ পাঠ করে আমরা কি এটাই প্রমাণ করি যে, ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরকে যে আশিস ও কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে, আমাদের নবী ও তাঁর বংশধরদের আজও তা প্রদান করা হয় নি?

আমাদের নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) সকল নবীর নেতা এবং বোধগম্য কারণেই এ বিশ্বাস জন্মাবার কথা যে, তাঁকেই আল্লাহ্ সবচেয়ে অধিক আশিস ও কল্যাণ দান করে থাকবেন।

নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে দুরূপ পাঠ করা ফরয। আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমের সূরা আহযাবের ৫৭ আয়াতে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনিও নবী (সঃ)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করেন, ফিরিশ্‌তারাও পাঠ করেন এবং সকল মু'মিনকেও পাঠ করতে আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু-এর এ আদেশের প্রেক্ষিতেই নামাযে আমরা যে তাশাহ্‌হুদ ও দুরূদ শরীফ পাঠ করি তা রচিত হয়েছে এবং স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় থেকে তাঁর নির্দেশমত মু'মিন সমাজ কর্তৃক এটা পঠিত হয়ে আসছে। হুযূর (সঃ) নিজেও এ দুরূদ পাঠ করতেন। এটা পাঠ করা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হয় না। নামাযে দুরূদ পাঠের গুরুত্বের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে কোন বিতন্ডা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

একমাত্র আহমদী জামাতই জোর দিয়ে বলতে পারে যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আল্ বা আধ্যাত্মিক সন্তানগণ পরিপূর্ণভাবে দুরূদে প্রতিশ্রুত আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণ লাভ করেছে। আমরা যে দুরূদ পাঠ করি তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানগণ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-ও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের ন্যায় আশিস ও কল্যাণ প্রদানের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করা হয়ে থাকে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈল (আঃ)। ইসহাকের বংশে বহু নবী আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীমের (আঃ) বংশের এক অংশ আশিস ও কল্যাণমন্ডিত হয়েছিলো। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ)-এর বংশের অপর এক ধারা ইসমাঈলের বংশে নবী - বরং এক বিশেষ নবী আসার জন্যে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) উভয়েই দোয়া করেছিলেন (সূরা বাকারা ১৩০ আয়াত)। তাঁদের দোয়া পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইসমাঈলী বংশের আবির্ভাবের মাধ্যমে। হযরত নবী করীম (সঃ) স্বয়ং বলেছেন- আনা দা'ওয়াতু ইব্‌রাহীমা অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফল (জামেউস সগীরের বরাতে ইবনে আসাকির)।

(অবশিষ্টাংশ ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আহযাব - ৩৩	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩-৪
অমৃত বাণী ঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে	ঃ অনুবাদ ঃ প্রফেসর শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	৪-৫
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জুমুআর খুতবা	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	৭-১৫
যিনি চলে গেলেন	ঃ	১৬
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর প্রথম জুমুআর খুতবা	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	১৭-২০
নতুন খিলাফত প্রতিষ্ঠা ঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত	ঃ	২১
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-কে শেষ বিদায়	ঃ	২২
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সান্নিধ্যে	ঃ	২৩-২৪
একটি মর্মবিদারী গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি	ঃ	২৫-২৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত	ঃ অনুবাদ -নির্বাহী সম্পাদক	২৭
হযরত খলীফাতুল খামেস-এর প্রথম বাণী	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	২৮
খিলাফত আল মিনহাজিন নবুওয়ত	ঃ	২৯
খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর ইন্তেকাল ও পঞ্চম খলীফার নির্বাচন	ঃ সংকলন - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৩০-৩১
চতুর্থ খেলাফতের একুশ বছরের বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা	ঃ সংকলন - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	৩২-৩৪
ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	৩৫-৩৬
মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	৩৬-৩৭
সমস্ত বিশ্বের ওপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীনের আশীষ ও কল্যাণ	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৩৮-৩৯
ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	৪০-৪১
মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	৪২
বিশেষ জ্ঞাতব্য ও সংবাদ	ঃ	৪৩-৪৪

প্রচ্ছদ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর পাগড়ী ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোট পরিহিত।

আপনাদের ও আমার শুভ পরিণতির জন্যে দোয়া করুন! - হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

কুরআন করীমের একটি দোয়া ও শুভ সংবাদের তোহ্ফা ঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)- ২২ ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখের খুতবায় বলেন ঃ "এমন সময় আমি আপনাদের দৃষ্টি কুরআন শরীফের একটি শুভ সংবাদের দিকে আকর্ষণ করছি যা আমি নিজের জন্যে সর্বদা অবশ্য-কর্তব্য নির্ধারণ করেছি। আমি সদা-সর্বদা, কেবল আমার নিজের জন্য নয়,বরং আমার পরবর্তী বংশধরদের জন্য, এর পরবর্তীদের জন্য দোয়া করে আসছি। আমি মনে করি, আপনারাও এ দোয়া করুন। আমার জন্যেও এ দোয়াই করেন। যাকে বলে শুভ পরিণতি (আনজাম বাখায়র)-এর দোয়া। মানুষের কোন নিশ্চয়তা নেই, কে কখন চলে যাবে, কারো স্ত্রী আগে মারা যায়, কারো স্বামী আগে মারা যায়। মৃত্যুতো অবধারিত। কোন কোন শিশু সন্তান বাল্যকালেই মারা যায়। আর যখন আমরা 'লায়লাতুল কদর'-এর অপেক্ষায় আছি, এমন সময় আমি আপনাদেরকে একটি তোহ্ফা (উপহার) পেশ করছি এ হচ্ছে কুরআনের এ আয়াতের শুভ সংবাদ -

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَٰدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

অনুবাদ ঃ "হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে" (সূরা ফজর - ২৮-৩১)।

এ আয়াতে অতি সূক্ষ্ম একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। রূহকে না স্ত্রীলিঙ্গ বলা হয়েছে, না পুংলিঙ্গ। সুতরাং মানুষ অযথা জান্নাত সম্পর্কে এ ধরনের কল্পনা করে রেখেছে যে, সেখানে নারী থাকবে পুরুষ থাকবে। অথচ এ আয়াতে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে- ইয়া আইয়্যাতুহান নফ্সিল মুতমাইন্না! হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! ইরজিয়ী ইলা রব্বিকি রাযিয়াতাম মারযিইয়্যাহ্- তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও, এমন অবস্থায় যখন তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব তুমি ফাদখুলী ফী ইবাদী- আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। এখানে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াদ্খুলী জান্নাতী এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

আমার আবেদন এই যে, নিজেদের জন্য, নিজ সন্তানদের জন্য, পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের জন্য, যারা পরবর্তীতে আসছেন তাদের জন্য এ দোয়া করবেন। আমার জন্যও এ দোয়া করবেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদিগকে নিজ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এবং নিজ জান্নাতে প্রবিষ্ট করুন।' (১৫ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের পাক্ষিক আহমদী থেকে)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ইন্তিকাল ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস-এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে প্রতিবেদন সহ পাক্ষিক আহমদীর এ বিশেষ সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হলো। অনিবার্য কারণে দেরীতে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত। আমরা আশা করি মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান ২৭শে মে তারিখে খিলাফত দিবসে এ সংখ্যাকে কাজে লাগাবেন। - *নির্বাহী সম্পাদক*

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আহযাব - ৩৩

উৎকৃষ্টতম আদর্শ মুহাম্মদ (সঃ)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মাঝে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে, তার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে" (সূরা আল্ আহযাব ঃ ২২ আয়াত)।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সঃ)-এর জীবনে অন্তহীন পরীক্ষার মাঝে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কঠোর পরীক্ষা ছিল খন্দকের যুদ্ধ। এ কঠোরতম পরীক্ষা হ'তে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে, তাঁর নৈতিক স্তর ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে গেল। মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়, তার মাহাত্ম্য বা নীচতা, তখনই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় যখন সে মহাবিপদে বা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয় অথবা যখন সে নিজের শত্রুকে স্বীয় পদতলে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখে কৃতকার্যতা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ইতিহাস এ কথার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য-প্রমাণে ভরপুর যে, মহানবী (সঃ) স্বীয় সংকট মুহূর্তে যেমন মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও হুনায়নের যুদ্ধে তাঁর সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিকে যেমন ব্যাপকভাবে আলোকপাত করে, তেমনি মক্কা বিজয় তাঁর চরিত্রের অন্য বিশিষ্ট দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোকসম্পাত করে। সম্পদে-বিপদে, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সংকট ও বিপদ তাঁকে হতাশ বা মুহ্যমান করে নি, আবার কৃতকার্য ও বিজয় তাকে গর্বিত করে নি। হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তিনি প্রায় একাকী রণাঙ্গণে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব প্রায় মিটে যাবার মত হ'ল তখনও তিনি নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় শত্রব্যূহে একা প্রবেশ করলেন, আর তাঁর পবিত্র মুখে বীরত্বভরে উচ্চারিত হ'ল- 'আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী, আমি মিথ্যা বলছি না। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র'। আর যেদিন মক্কা বিজয়ের সাথে সারা আরব ভূমি তাঁর পদতলে প্রণত হ'ল, তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি গর্বিত ও উদ্ধত হলেন না। তিনি শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করলেন।

মহানবী (সঃ)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য এটাই যে, যারা তাঁর নিত্য সাথী ছিলেন এবং তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, তারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর দাবীর সাথে সাথে তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন, মহানবী (সঃ)-এর স্ত্রী হযরত খদীজা (রাঃ), তাঁর জীবনব্যাপী বন্ধু হযরত আবূ বকর (রাঃ), তাঁর চাচাত ভাই কিশোর হযরত আলী (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ (রাঃ)। মহানবী (সঃ) ছিলেন উচ্চতম মানবতার প্রতীক। তিনি (সঃ) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনি সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁর জীবন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত ইতিহাসের মত পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম (পিতামাতাহীন) বালক হিসাবে জীবন শুরু করেন এবং সমগ্র জাতীর ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন, শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃত উদাহরণ, ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক। মাঝ বয়সে তিনি হলেন তাদের সকলের কাছে 'আল্ আমীন' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি অধিক-বয়স্কা ও অল্প-বয়স্কার পাণি গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলেই শপথপূর্বক তাঁর বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, পবিত্রতা ও মহত্বের সাক্ষ্য দান করলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল. বন্ধু হিসাবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল। একটি অধঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন গুরুদায়িত্বের বোঝা যখন তার কাঁধে চাপল এবং এ কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হলেন, তখন তিনি মোটেই দমলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য-স্থৈর্য ও মর্যাদার সাথে তা বরণ করে নিলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করেছেন, আবার বড় বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালনাও করেছেন। তিনি পরাজয় বরণ করেছেন, বিজয়ীও হয়েছেন। তিনি আইন প্রণয়ন করেছেন, আবার বিচারকের কাজও করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রনীতিবিদ, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা।

"রাষ্ট্রপতি ও ধর্মাধিপতিরূপে তিনি ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপ। কিন্তু তিনি পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড়ং কিছুই তাঁর ছিল না। তিনি সীজার ছিলেন বটে, সীজারের রাজদন্ড তাঁর ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, নিয়মিত দেহ-রক্ষী ছাড়া, নিয়মিত রাজত্ব ও রাজ প্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলার অধিকার থাকে যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে শাসন করেছেন, তবে সে অধিকার একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ)-এরই রয়েছে। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল যন্ত্র ও ব্যবস্থা তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করতেন, চামড়ার মাদুরে শয়ন করতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর কিংবা বার্লি-রুটি মাত্র পানিসহ খেতেন। সারাদিনব্যাপী নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পর, রাত্রির প্রহরগুলো তিনি দোয়া ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন। এমনকি, দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী দোয়া করতে করতে তাঁর পায়ের পাতা ফুলে যেত। বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের ভিতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন অথচ নিজে সামান্য পরিবর্তিত হন নি' (মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মাদিজম ঃ বসওয়ার্থ স্মীথ)।

হাদীস শরীফ

মুহাম্মদ (সঃ)-এর উত্তম চরিত্র

❑ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত রসূল করীম (সঃ) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদিগের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন" (মুসনাদ, দারেমী)।

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত রসূল করীম (সঃ) কখনও কাউকে প্রহার করেন নি- না কোন মহিলাকে, না কোন খাদেমকে, যদিও তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যদি তিনি কখনও কারও দ্বারা কষ্ট পেতেন তবুও তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র বর্ণিত পবিত্র স্থানসমূহকে অপবিত্র করা হ'ত তখন তিনি আল্লাহ্‌তাআলার জন্যে এর প্রতিশোধ নিতেন" (মুসলিম)।

❑ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "রসূল করীম (সঃ) স্বয়ং নিজ হস্তে উটদিগকে খাবার খাওয়াতেন; ঘরের টুকিটাকি কাজ করতেন, জুতো ঠিক করতেন, কাপড় রিফু করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, গোলামদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙ্গানোর সময় গোলামরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য করতেন। বাজার হতে জিনিসপত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়াকে তিনি হেয় মনে করতেন না। ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে একইভাবে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন। সর্ব প্রথম সালাম দিতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না যদিও বা সেই নিমন্ত্রণ শুধু মাত্র খেজুরের হ'ত। তিনি দুঃখীদের পরিত্রাণ দান করতেন। তিনি কোমল চরিত্রের (হৃদয়ের) অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহার উত্তম ছিল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তিনি হাসতেন; কিন্তু উচ্চঃস্বরে নয়। তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না। তিনি বিনয়ী ছিলেন; কিন্তু নীচমনা ছিলেন না। দানশীল ছিলেন, কিন্তু অপচয়ী ছিলেন না। তিনি কখনও পেট পুরে খেতেন না পাছে আলস্য অনুভব করেন এবং কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে হস্ত প্রসারিত করেন নি" (মিশকাত)।

❑ হযরত আবূ মূসা আল্ আশ্আরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) আমাদিগকে একটি মোটা সূতার চাদর ও কয়েকটি বস্ত্র দেখিয়ে বললেন, "আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) এ বস্ত্রগুলো পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন" (বুখারী)।

সংগ্রহ ও অনুবাদ ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঃ যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দৃষ্টিতে

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ মর্যাদার নবী! তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই 'তওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ব) যা দুনিয়া থেকে গুম হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সঃ) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী এবং সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আওওয়ালীন ও আখেরীনদের উপর উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণ বা ফয়েযসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মা'রেফতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ট্রেজারী তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, সে চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি সেই নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। যিন্দা খোদার পরিচয় পেয়েছি সেই কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি তার সৌভাগ্য লাভ করেছি সেই মহান নবীরই মাধ্যমে। সেই হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার ওপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মাঝে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি" (হকীকাতুল ওহী) - পৃষ্ঠা ১১৫, ১১৬)।

"এখন আসমানের নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসূলের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি মানবগণের মোহর, নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদাতাআলাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে এবং এ জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কুরআন শরীফ যার মাঝে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইল্‌ম ও মা'রেফত বা প্রকৃতজ্ঞান এবং খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায়, এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতাসমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা, অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে বা মকামে পৌছে যায়" (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃষ্ঠা ৫৩৫, পাদটীকা)।

"আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, খোদাতাআলার সবচাইতে বড় নবী এবং সবচাইতে অধিক ভালবাসার পাত্র হচ্ছেন জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। কেননা, অন্যান্য নবীগণের উম্মতেরা সবাই অন্ধকারে পড়ে আছে এবং তাদের কাছে বাকি আছে শুধু অতীতের কেচ্ছা-কাহিনী। কিন্তু এ উম্মত হামেশাই খোদাতাআলার কাছ থেকে তাজা-তাজা নিদর্শন পেয়ে থাকে। এ কারণেই এ উম্মতের মাঝে এমন বহু সংখ্যক আ'রেফ ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁরা খোদাতাআলার প্রতি এরূপ উঁচু স্তরের দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা যেন খোদাকে দেখতে পান। কিন্তু খোদাতাআলা সম্পর্কে এরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস অন্য আর কোন জাতির ভাগ্যে জুটে ওঠে না। অতএব, আমাদের আত্মা থেকে এ সাক্ষ্য উত্থিত হয় যে, সত্য এবং সঠিক ধর্ম একমাত্র ইসলাম। ...

আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শনসমূহ কোন কেচ্ছা-কাহিনীর কথা নয়, বরং আমরাও নিজেরা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে, অনুবর্তিতা করে, অনুরূপ নিদর্শন লাভ করে থাকি। সুতরাং এভাবেই আমরা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের কল্যাণে হাক্কুল ইয়াকীন বা দৃঢ়-বিশ্বাসের স্তর পর্যন্ত পৌছে যাই। কত উন্নত সেই পূর্ণ পারফেক্ট, সেই পবিত্র নবী (সঃ)-এর মর্যাদা ও মহিমা যাঁর নবুওয়াত হামেশাই সত্যান্বেষীর কাছে তাজা নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকে! এবং আমরা অনবরত নিদর্শন দেখার কল্যাণে এমন এক উচ্চ স্তরে পৌছে যাই, সেখান থেকে আমরা যেন স্বচক্ষে খোদাতাআলাকে দেখতে পাই। অতএব, ধর্ম উহাকেই বলা যায়,

এবং সত্য নবী তিনিই হতে পারেন, যাঁর সত্যতার ভরা বসন্ত সর্বদা দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কেবল কেচ্ছা-কাহিনী যার মাঝে হাজার রকমের কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার ওপরে নির্ভর করাটা কোন জ্ঞানী মানুষের কাজ নয়। পৃথিবীতে শত শত লোককে খোদা বানানো হয়েছে, এবং শত শত পুরাণ কাহিনীর ভিত্তিতে তাদের মানাও হচ্ছে। কিন্তু আসল কথা তো এটাই যে, সত্য কারামত (অলৌকিক কার্য) কেবল তিনিই দেখাতে পারেন যাঁর কারামতের সাগর কখনই শুকিয়ে যায় না। এবং সেই ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের নেতা ও প্রভু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। খোদাতাআলা প্রত্যেক যুগে সেই কামেল ও পবিত্র-পুরুষের নিদর্শন দেখাবার জন্য কোন না কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। এবং এ যুগে মসীহ্ মাওউদ নাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখো! আসমান থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে চলেছে, এবং থেকে থেকেই বিভিন্ন প্রকারের অসামান্য ঘটনাবলী সংঘটিত হয়ে চলেছে। এবং প্রত্যেক সত্যান্বেষী ব্যক্তি আমার কাছ থেকে নিদর্শনাবলী দেখতে পারে, তা সেই ব্যক্তি খৃষ্টান, ইহুদী, আর আর্যই হোক না কেন। এবং এ সমস্ত কল্যাণ হচ্ছে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের।"

"মুহাম্মদ (সঃ) উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ, মুহাম্মদ (সঃ) আকাশ ও পৃথিবী আলোকিতকারী। আমি খোদাতাআলার ভয়ে তাঁকে খোদা তো বলতে পারি না, কিন্তু খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্ত্যবাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পণ।"

(কেতাবুল বারিয়াহ্, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫-১৫৭, পাদটীকা)।

"আমি দৃঢ় ইয়াকীন ও দাবীর সঙ্গে বলছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে কামালতে নবুওয়ত (নবুওয়তের পরিপূর্ণতা) শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি ঝুটা এবং প্রতারক যে তাঁর (সঃ) খেলাপে বা বিরুদ্ধে এবং বাইরে কোন সিলসিলা কায়েম করে বা অন্য কোন ধারা স্থাপন করে। এবং তাঁর (সঃ) নবুওয়ত থেকে আলাদা হয়ে কোন সত্যতা উপস্থাপন করে এবং নবুওয়তের ঝরণা-প্রবাহকে পরিত্যাগ করে। আমি পরিষ্কারভাবে বলছি, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত, তাঁর (সঃ) পরে, অন্য কাউকে স্বতন্ত্র নবী বলে বিশ্বাস করে, এবং তাঁর খতমে নবুওয়তকে ভেঙ্গে ফেলে। এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে জন্য, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এমন কোন নবী আর আসতে পারবে না যার উপরে নবুওয়তে মুহাম্মদীয়ার মোহর থাকবে না। আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানেরা এ ভ্রান্তির মাঝে পড়ে আছে যে, তারা খতমে নবুওয়ত ভেঙ্গে ফেলে আসমান থেকে এক ইসরাঈলী নবীকে আনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু আমি বলছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তি এবং তাঁর চিরন্তন নবুওয়তের এ এক সামান্য নিদর্শন যে, তেরশ' বছর পরেও তাঁর (সঃ) শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বা তা'লীম-তরবিয়তের ফলশ্রুতিতে তাঁর উম্মতের মাঝ থেকেই মসীহে মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমন ঘটেছে তারই নবুওয়তের মোহর ধারণ করে। এ আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস যদি কুফরী হয়, তাহলে আমি সেই কুফরীকে প্রিয় মনে করি। কিন্তু সেই সকল লোক যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, যাদেরকে নুবওয়তের নূর থেকে কোন অংশই দেয়া হয় নি, তারা *বিষয়টিকে অনুধাবন করতেই পারে না এবং* একেই কুফরী আখ্যা দান করে থাকে। অথচ, এটাই সেই সত্য, যদ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণতা ও চিরজীবী হওয়া প্রমাণিত হয়" (আল্ হাকাম, ১০ই জুন, ১৯০৫ পৃষ্ঠা ২)।

তাঁর (সঃ) বরকতময় নামগুলোর মাঝে রহস্য এই, মুহাম্মদ ও আহ্মদ যে দু'টি নাম, তার মাঝে দু'টি চরম উৎকর্ষতা রয়েছে। 'মুহাম্মদ' নামের মাঝে রয়েছে জালাল ও কিব্‌রিয়া অর্থাৎ মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্ব। এ নামের অর্থই হচ্ছে, অতি উচ্চ স্তরের প্রশংসায় প্রশংসিত। এর মাঝে এক প্রকার মাশুকানা রঙ বা প্রিয়জন হওয়ার রঙ রয়েছে। কেননা, প্রশংসা তো করা হয়, যেজন মাশুক তারই। অতএব, এর মাঝে জালালী রঙ বা মহিমা, গৌরব ও প্রতাপের গুণ থাকা অপরিহার্য। কিন্তু, 'আহমদ' নামের মধ্যে রয়েছে আশেকানা রঙ বা প্রেমিক বা প্রেমিকার গুণ। কেননা, আশেক-এর কাজ হচ্ছে প্রশংসা করা। যে আপন মাহবুব ও মাশুকের বন্ধু ও দয়িতের প্রশংসা থাকে। এজন্যই, মুহাম্মদ নাম যেমন আপন মর্যাদার খাতিরে মহিমা, গৌরব, প্রতাপ ও মহত্বের বা জালাল ও কিবরিয়ার প্রত্যাশী, তেমনি, 'আহমদ' নামও আপন আশেকানা মর্যাদার কারণে গরীবি ও নম্রতার আধারস্বরূপ। এর মাঝে একটা রহস্য এটাই ছিল যে, তাঁর (সঃ) জিন্দেগীকে দু'ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। এক হচ্ছে তাঁর (সঃ) মক্কার জীবন। এর মেয়াদ কাল ছিল তের বছর, এবং দ্বিতীয় জিন্দেগী হচ্ছে তাঁর মদীনার জীবন। এর মেয়াদ কাল দশ বছর। মক্কী জিন্দেগীতে তাঁর (সঃ) আহ্মদ নামের গুণাবলীর তাজাল্লী প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি (সঃ) দিন রাত খোদাতাআলার সমীপে আকুলভাবে কান্নাকাটি করছেন, সাহায্য চেয়েছেন এবং সর্বক্ষণ প্রার্থনার মধ্যে থেকেছেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁর (সঃ) সেই জীবনের দিনগুলি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয় তাহলে সে দেখতে পারে যে, তিনি (সঃ) তাঁর মক্কী জীবনে যত আকুল প্রার্থনা ও কান্নাকাটির মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন ততটা কখনোই কোন আশেক বা প্রেমিক তার প্রিয়তম দয়িতের সন্ধানে করে নি, কেউ করতে পারবেও না। কিন্তু তাঁর (সঃ) এ আকুল চিত্তের রোনাজারি তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল দুনিয়ার অবস্থা জানার পর তারই জন্য। আল্লাহ্‌র ইবাদতের নাম ও নিশানা তখন মুছে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা ও প্রকৃতির মাঝে স্থির আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি ঈমানের কারণে যে আস্বাদ *ও আনন্দ তিনি লাভ করেছিলেন, সেই আস্বাদ ও* ভালবাসার সেই আনন্দ দিয়ে তিনি স্বভাবতই দুনিয়াবাসীকেও বিমোহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুনিয়াবাসীর অবস্থা তিনি যখন দেখতেন, তখন তাদের অযোগ্যতা ও তাদের স্বভাবের অবস্থা তাঁকে দারুণ মুশ্‌কিলের মাঝে ফেলতো, মুসীবতের সম্মুখীন করতো। তিনি দুনিয়ার এ অবস্থা দেখে কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে যেতেন। তিনি এজন্য এতো বেশি কষ্ট পেতেন যে, তাঁর প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হতো। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ

'সম্ভবতঃ, তুমি তোমার প্রাণকেই বিনাশ করে ফেলবে এজন্যে যে, তারা মু'মিন (বিশ্বাসী) হচ্ছে না' (২৬ঃ৪)।

এ ছিল তাঁর (সঃ) অতি ব্যাকুল প্রার্থনার জীবন, এবং তাঁর 'আহমদ' নামের প্রকাশ। কিন্তু যে সময় এক অতি মহান আযিমুশ্‌শান লক্ষ্যের প্রতি তাঁর চিত্ত নিমগ্ন থাকতো, যার প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর মদীনার জিন্দেগীতে এবং এ তাঁর 'মুহাম্মদ' নামের তাজাল্লী প্রকাশিত হওয়ার সময়ে, তা জানা যায় এ আয়াত থেকে ঃ' এবং তারা বিজয় প্রার্থনা করলো, ফলতঃ (সত্যের) প্রত্যেক স্বৈরাচারী শত্রু পরাভূত হলো' [মলফূযাত, ৫২, ৫ পৃষ্ঠা ঃ ১৭৮, ১৭৯]।

(প্রফেসর শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত **'রসূলে আজম মুহাম্মদ মুস্তফা** (সঃ)-এর জ্যোতির্ময় গৌরব' পুস্তক থেকে)

আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'নূর' সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ২৫ অক্টোবর, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দিয়েছেন ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِیْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ۝

অনুবাদ ঃ "সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের ওপর যা আমরা নাযেল করেছি এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছেন" (সূরা তাগবূন ঃ ৯)।

আজকের খুতবাতেও 'নূর' সম্পর্কে আলোচনা হবে এবং এ বিষয়ে আজই আলোচনা শেষ হবে। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ অন্য কোন সিফত নিয়ে আলোচনা হবে।

হযরত সাহ্‌ল বিন মা'য নিজ পিতা হতে রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষের আয়াত - সমূহ পড়েছে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নূর এবং নূর হবে। আর যে ব্যক্তি এ সূরা পুরোটি পড়েছে তার জন্য আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা-ই আছে সবকিছুর সমান নূর হবে" (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন ঃ

"মানুষ যেমন প্রদীপ এবং আলোর প্রয়োজন বোধ করে, চন্দ্র ও সূর্যের প্রয়োজন বোধ করে তেমনই ধর্মীয় দিক-নির্দেশনার জন্য আল্লাহ্‌র বাণী, ঐশী কিতাব এবং নবী-রসূলের প্রয়োজন তার অবশ্যই আছে।"

[বদর পত্রিকা কাদিয়ান, (যামীমা) ১৮ই জানুয়ারী, ১৯১২)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি একজন পবিত্র প্রকৃতির এবং

পূর্ণতাপ্রাপ্ত (কামেল) মহামানবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, এমন সম্পর্ক যেমন শরীরের অঙ্গ, তাহলে প্রকৃতির বিধান এই যে, সে ব্যক্তি তাঁর থেকে (অর্থাৎ সেই মহামানব থেকে) আলো লাভ করবে। মূলতঃ মুক্তির দর্শন এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে যে ব্যক্তি পবিত্র ও পাকাপোক্ত সম্পর্ক স্থাপন করে সে এক অবিনশ্বর নূরের বিকাশক হয়ে যায়।"

(চশমায়ে মা'রেফত; রূহানী খাযায়েন নং ২৩ পৃঃ ৪১৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন ঃ

"পৃথিবীর প্রকৃত নূর তিনিই ছিলেন, যিনি পৃথিবীর মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাদেরকে এমনভাবে আলো দান করেছেন যে রাত্রিকে দিন বানিয়ে দিয়েছেন।

... অন্ধ সৃষ্টির পূজারীরা সেই মহামান্য রসূলকে চিনতে পারে নি যিনি সমবেদনার হাজার হাজার নিদর্শন দেখিয়েছেন। তবে, এখন আমি দেখছি যে, পবিত্র এ রসূলের পরিচিতি লাভের সময় এসে গেছে। চাইলে তোমরা আমার কথাগুলো লিখে রাখতে পার; আজকের পর থেকে মৃতের পূজা দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগুতে থাকবে অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ কি কখনও আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে? তুচ্ছ এক বিন্দু পানি কি কখনও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারে? নশ্বর আদম সন্তান কি ঐশী নির্দেশের অবমাননা করতে পারে?

হে শ্রোতাবৃন্দ! শ্রবণ কর, হে চিন্তাবিদরা চিন্তা কর, স্মরণ রাখ যে, সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। প্রকৃত সত্যের জ্যোতিঃ সমুজ্জ্বল হবেই হবে" (তবলীগে রেসালত ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড; পৃঃ ৯)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

"আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর নামে মিথ্যা বলা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে আমার মহামান্য ইমাম ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক জীবন, তাঁর (সঃ) মহা প্রতাপশালী ও পূর্ণতম শ্রেষ্ঠতম হবার প্রমাণ এই দিয়েছেন যে, আমি তাঁর (সঃ) পূর্ণ আনুগত্য করেছি এবং আমার ওপর তাঁর (সঃ) ভালবাসার কারণে ঐশী নিদর্শনাবলী নাযেল হতে দেখেছি এবং আমার হৃদয় ঈমান ও বিশ্বাসের নূরে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যা আমি উপলব্ধি করেছি। এতবেশি পরিমাণ অদৃশ্য বা গায়েবী নিদর্শন আমি দেখেছি যে, এর খোলাখুলি ও সুস্পষ্ট নূরের আলোকে আমি আমার খোদাকে দেখেছি" (তিরিয়াকুল কুলূব, পৃষ্ঠা ১০, ১১)।

হযরত আকদস (আঃ)-এর ওপর নাযেল হওয়া একটি ইলহামের অনুবাদ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বিধান করবেন। ... আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দীর্ঘায়ু প্রদত্ত হয়েছে, নূর, আল্লাহ্ সমুজ্জ্বল করেছেন বা আলোকিত করেছেন" (তায্‌কিরাহ্ পৃষ্ঠা ৮০৪)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَّ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا
لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ খুতবা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ কর্তৃক
১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা আল্ আন্আমের ৬৬-৬৭ তম আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا
وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝
وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ
بِوَكِيْلٍ ۝

অতঃপর হুযূর বলেন, এ আয়াতসমূহের তরজমা হচ্ছে ঃ "তুমি তাদেরকে বলে দাও, 'তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের মাথার উপর দিয়ে অথবা তোমাদের পদতল দিয়েও শাস্তি পাঠাতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে এবং তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের আক্রমণের স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম। লক্ষ্য কর, কীরূপে আমরা এ দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি, যাতে এরা বুঝতে পারে। কিন্তু তোমার জাতি এ (অর্থাৎ মুহাম্মদ সঃ-এর পয়গাম ও আহ্বান)-কে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ এটা নির্ঘাৎ সত্য, তুমি বল, 'আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই'। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত, এবং অচিরেই তারা (এর বাস্তবতা) জানতে পারবে।"

এগুলো হচ্ছে সে সকল আয়াত, যা সাম্প্রতিককালে আমাদের এ দেশটির (পাকিস্তান) ওপরে হুবহু প্রযোজ্য। এবং এ জাতি যে তাদের যুগ-ইমামকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যিনি ছিলেন হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্য ও সাচ্চা প্রতিনিধি, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার দরুন তারা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অস্বীকার করে কার্যতঃ

তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। যদিও তারা মুখে তা স্বীকার করুক বা না করুক, এ বাস্তব ঘটনা তারা কখনও খন্ডন করতে পারে না। হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যদি হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত হয়ে থাকেন, যেমন আমরা দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, অবিকল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাহলে তাঁকে অস্বীকার করায় প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত (সঃ)-এর বাণী ও নির্দেশকেই অস্বীকার করা হয়। আর এ অস্বীকারের ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলা যেসব শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তা-ই তিনি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, **কুল হুয়াল কাদিরু আলা আইইয়াব্আসা আলায়কুম আযাবাম মিন ফাওকিকুম আও মিন তাহ্তি আর্জুলিকুম**- তাদের বলে দাও, আল্লাহ্তাআলা তোমাদের মাথার ওপর দিয়ে আযাব আনয়নে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ দিয়েও আযাব প্রকাশে সর্বসক্ষম, **আও ইয়ালবিসাকুম শেয়াআওওয়া ইউযীকা বা'যাকুম বা'সা বা'যিন'**- অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত করতে এবং তোমাদেরকে একে অন্যের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করাতেও। **'উনযুর কায়ফা নুসার্রিফুল আয়াতি লাআল্লাহুম ইয়াফ্কাহূন'** - দেখ, কীরূপে আমরা (অর্থাৎ আল্লাহ্) এ দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে এরা বুঝতে পারে। **ওয়া কায্যাবা বিহী ক্বওমুকা ওয়া হুয়াল হাক্কু**- আর তোমার জাতি একে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ এ নির্ঘাৎ সত্য। **কুল লাস্তু আলায়কুম বি-ওয়াকীল**- বলে দাও, আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই। আল্লাহ্র তক্দীর যা ফয়সালা করতে চায়, তা-ই ঘটবে এবং তাতে কোনও হস্তক্ষেপ করার অধিকার বা ক্ষমতা আমার নেই। সেই তক্দীরের হাত থেকে আমি বা অন্য কেউ-ই রক্ষা করতে পারে না। **লাস্তু আলায়কুম বি-ওয়াকীল** - তোমাদের কর্মফলের জন্য তোমরা নিজেরাই দায়বদ্ধ। তোমরা তোমাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করবে, সেজন্যে তখন আমাকে দায়ী করতে পারবে না।" কিন্তু পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতির মত এ জাতিটিরও স্বভাব দাঁড়িয়েছে যে, নিজেদের পাপাচারের কুফলকে তারা অন্যের উপর চাপাবার চেষ্টা চালায়। নিজেদের কার্যকলাপের দায়ভার নিজেরা গ্রহণ ও বহন করার পরিবর্তে অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়।

বিগত জুমুআর খুতবায় আমি খোলাসা করে ঘোষণা করেছিলাম যে, সেই দেশের আইন ও সংবিধান, যা রদ্দি হয়ে গেছে, তা হয়তো তারা নিজেরা ছিঁড়ে ফেলে দেবে, নয়তো তাদের অনাচারজনিত সঙ্কটের দ্রুতবর্ধিষ্ণু পানি যদি ওটাকে নিমজ্জিত করতে না পারে, তাহলে এ আইন ও সংবিধান স্বয়ং এতো নোংরা ও ময়লা

এ খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেমাহুল্লাহ্তাআলা) ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে প্রদান করেন। খুতবার প্রথমাংশে হুযূর পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জামাতের সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। খুতবার দ্বিতীয়াংশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি ইলহাম ও কাশ্ফে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা আজ খেলাফতে খামেসার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। পাঠকদের জন্য এ অংশটি ঈমানবর্ধক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

-নির্বাহী সম্পাদক

যে ওটাই এ দেশটিকে নিমজ্জিত করতে পারে। এটা (আমার পক্ষ থেকে) একটি সতর্কবাণীস্বরূপ ছিল এবং সম্পূর্ণ সঠিক সতর্কবাণী ছিল। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হুবহু সে কথাটিই সমস্ত জাতির সকল মহল থেকে উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মোল্লারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী সারা দেশব্যাপী এ বলে হই-চই শুরু করেছে যে, মির্যা তাহের আহমদ পাকিস্তানের সাংবিধানিক এ সঙ্কটে নিজের যোগসাজশ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এ গোটা সঙ্কটটি কাদিয়ানীদের সৃষ্ট। এ লোকগুলো কতো যে আহাম্মক! একটু ভেবে দেখুক, বলছে কী তারা! এ সঙ্কটটিতে কারা কারা লিপ্ত ছিল? এক নেওয়াজ শরীফ। দুই, রাষ্ট্রপতি লেঘারী। তিন, সাজ্জাদ সাহেব, যিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং যিনি দাবী করে বলছেন, এখনও তিনি আছেন, তেমনি সুপ্রীমকোর্টের অন্যান্য সকল বিচারপতি এবং অন্যান্য প্রাদেশিক বিচার-বিভাগের প্রধান বিচারপতিগণ-এরা সবাই বর্তমান সাংবিধানিক সংকটে জড়িত। যদি দাবী করা হয় যে, সংকট কাদিয়ানীরা সৃষ্টি করেছে, তাহলে উল্লেখিত সবার বিরুদ্ধেই মকদ্দমা হওয়া উচিত। আদালতের কাঠগড়ায় এদের প্রত্যেকের দাঁড়ান উচিত। এবং এদের প্রত্যেককে এ প্রশ্ন করা উচিত, যেমন- "কি জনাব নেওয়াজ শরীফ সাহেব! কাদিয়ানীরা যখন আপনাকে জড়িত করেছিল তখন আপনি জড়িত হলেন কেন? কিছু তো বিবেক-বুদ্ধি খাটানো উচিত ছিল আপনার। কাদিয়ানীরা আপনাকে উস্কানি দিচ্ছিল, আর আপনি তাতে ফেঁসে গেলেন! ছি ছি ওমনি গিয়ে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন এবং সুপ্রীম কোর্টের সেই সংকটে ঝাঁপিয়ে পড়লেন?" তেমনি বিচারপতি সাজ্জাদ শাহ্‌কে প্রশ্ন করা উচিত, "প্রধান বিচারপতি বনে বেড়ান অথচ আল্লাহ্ কি আপনাকে এতটুকু আক্কেল-বুদ্ধি দেন নি, যাতে আপনি কাদিয়ানীদের কথায় এ সংকটে জড়িয়ে না পড়তেন?" তারপর, বাকী সব বিচারপতিদের এমনি করে ধরা উচিত ছিল। আর ফারুক লেঘারী সাহেবকে বিশেষভাবে ধরা উচিত। কেননা লেঘারী সাহেব হুবহু এ কথা বলেছেন, সাম্প্রতিক সঙ্কট কাদিয়ানীরা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বস্তুত এর প্রথম ও প্রধান ভূমিকাপালনকারী তো হচ্ছেন লেঘারী সাহেব (রাষ্ট্রপতি) স্বয়ং। সমস্ত উত্তেজনা তাঁরই চারদিকে ঘুরপাঁক খাচ্ছে। কাযী হোসেন আহমদ (পাকিস্তানের জামাত ইসলামীর আমীর) এবং লেঘারী সাহেব দু'জনেই পরস্পর মিলে গেলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে জোড়া বানিয়ে দিলেন। কাজেই এ দু'জনকে জিজ্ঞেস তো করা হোক, "কাদিয়ানীরা যখন আপনাদের বলেছিল, তখন আপনারা অস্বীকার করলেন না কেন? কাদিয়ানীদের কথায় লাগাম ছাড়াই দৌড় দিলেন?" এই হচ্ছে তাদের নির্বুদ্ধিতার হাল-হকীকত। প্রকৃতপক্ষে মৌলবীরা হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে, পাকিস্তানের এ আইন ও সংবিধান ভেঙ্গে পড়েছে। যদি কার্যতও ভেঙ্গে যায়, তাহলে আহমদীদের সংক্রান্ত সংশোধনীমূলক দফাটিও সেই সাথে বেরিয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে। তাই হঠাৎ জেগে উঠে তারা ভাবছে, এ সব কী ঘটছে! সুতরাং তারা সবাই এ ব্যাপারটিতে একজোট হয়ে ঘোষণা করছে যে তারা ঐক্যবদ্ধ হবে এবং এটা (অর্থাৎ তাদের তথাকথিত এ ঐক্য) প্রকারান্তরে রাজনৈতিক নেতাদের এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যেন এ মর্মে হুমকি বা সতর্কবাণী হয়, "দেখুন! আপনারা আহ্‌মদীদের সংক্রান্ত দফাটিতে হাত দেবেন না। নইলে, আমরা ফাসাদ ও দাঙ্গা বাঁধাবো।" আর এ বোকারা এ কথাটি ভুলে গেল যে, আসলে ষড়যন্ত্র তো কাযী হুসেন আহমদ ও লেঘারী সাহেবের সৃষ্ট। যদি এ ব্যাপারে ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তাহলে নেতৃত্ব এদের হাতে আসবে এবং সমস্ত মৌলবী বেকুব বনে যাবে। সব মোল্লা মিলিত হয়ে লাফানোর ফলে উল্লেখিত দু'জনই উপরে ভেসে ওঠবে, লাভবান হচ্ছে। অদ্ভুত ধরনের এ জাতি, যাদের সম্মুখে ঘটমান বিষয়গুলোও তাদের চোখে ধরা পড়ে না, দেখেও তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না! বস্তুত সব দিকেই নির্বুদ্ধিতার ছড়াছড়ি।

আমার ঘোষণাটিতে যে কথাগুলো ছিল তার একটি তো আগেই বলে এসেছি, বাকীটুকু হচ্ছে ঃ **"আহমদীদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণা করার আইনটি যদি বাতিল না হয় তাহলে দেশ বাতিল হয়ে যাবে অথবা এই আইন দেশকে ডোবাবে। যদি অদ্রূপ না হয়, তাহলে পাকিস্তানে পাপাচার ও অনাচারের কলুষিত পানি শেষমেষ সুপ্রীম কোর্টেরও ভরাডুবি ঘটাবে।"** এই ছিল আমার ঘোষণাটি। এর মোকাবেলায় সেখানকারই নিম্নরূপ একটি ঘোষণাও শ্রবণ করুন। সরদার ইব্রাহীম বলেন ঃ "জাস্টিস সাজ্জাদ, ফারুক লেঘারীকেও নিয়ে ডুবেছেন।" একথাটি আমি আমার বক্তব্যটিতে পাঠ করে এসেছি। আরও অনেকের বক্তব্যে সঙ্গে নিয়ে ডোবার' কথাটি এসেছে। আর যারা হই-চই করছে তারা ঘোষণা করছে ঃ " আসল কথা প্রকাশ পেয়েছে, বিচার বিভাগ, সংসদ এবং রাষ্ট্রপতিকে একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করার কাজটি সংঘটিত হয়েছে কাদিয়ানীদের যোগসাজসে"। তাদের একথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, বিচারপতিগণ ও সাংসদগণ এবং রাষ্ট্রপতি এ সবাই এতো আহাম্মক যে, কাদিয়ানীদের কথা শুনে এরা একে অন্যের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অতএব যারা বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে ধর, তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাও। রাষ্ট্রদ্রোহী তো তারা, যারা আমাদের কথায় পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। লন্ডনে বসে থেকে আমি কি ক'রে বিদ্রোহী হলাম? যারা পাকিস্তানে অবস্থান করে একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের গ্রেফতার কর।

মৌলানা আমজাদ বলেছেন, "আইন বাতিল করবার ষড়যন্ত্র চলছে। মির্যা তাহের আহমদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মকদ্দমা করে তাকে এখানে ফিরিয়ে আনা হোক।" আমাকে যখন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন দেখা যাবে কী হয়, কিন্তু ওখানে যারা আছেন তাদেরকে তো আগে পাকড়াও করুন। তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মোকদ্দমা রুজু করুন। তারপর আরও শুনুন। বলা হয়েছে ঃ "সাংবিধানিক সংকট কাদিয়ানীরা সৃষ্টি করেছে। লেঘারী ও মাওলানা নুরানীর পরস্পর সাক্ষাতে ঐকমত্য রয়েছে।" তার মানে এ ঐকমত্যে লেঘারী সাহেব শামিল রয়েছেন। কী অদ্ভুত ধরনের তাঁর ব্যক্তিত্ব! তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের ঝড় বইয়ে দিলেন! অবশেষে এই বিবাদ তাকে ডোবালো। সেই সঙ্গে কাযী হোসেন আহমদকেও ডুবিয়ে দিলো। আর অবশেষে তারা সবাই মিলে এই বয়ান জারী করলেন, সাংবিধানিক যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল ওটা ছিল কাদিয়ানীদেরই ষড়যন্ত্র।

জাস্টিস রফিক তারার সাহেব বলেছেন, "সাম্প্রতিক সাংবিধানিক সঙ্কটের পেছনে ছিল কাদিয়ানীরা। এই খেলার ব্যর্থতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে মির্যা তাহের আহমদ এবং তাঁর জামাতের। মুরীদানের মাঝেও ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে।" সুবহানাল্লাহ্! সীমাতিরিক্ত আহাম্মকসুলভ এই উক্তিটি! রফিক তারার সাহেব ছিলেন বিচারপতি। তারই মেধার এই দৈন্যদশা! তিনি বলছেন, "সবচেয়ে বেশি ক্ষতি মির্যা তাহের এবং তার জামাতের হয়েছে।" যদি কাদিয়ানী জামাতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তারা পাকিস্তানের সাংবিধানিক সঙ্কটের ষড়যন্ত্রে কি ক'রে লিপ্ত হলো? কিন্তু তিনি বোঝাতে চান, সঙ্কট সৃষ্টিতে আমার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য ক্ষতি হয়েছে। অথচ ক্ষতির জন্য তো গোটা দেশবাসী কান্নাকাটি করছে, কেননা এই সঙ্কটে দেশের ক্ষতি

হয়েছে। আর আমি সেই দেশটির স্বপক্ষে দোয়ার জন্য ঘোষণা করেছিলাম, সমগ্র আহমদীয়া জামাত যেন দোয়া করে, যাতে দেশের ক্ষতি না হয়। বরং ক্ষতি হলে সেই বেহুদা আইন ও সংবিধানের ক্ষতি হোক, যে আইন ও সংবিধান দেশটিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তারপর রাজা জাফরুল হাসান সাহেবের বিবৃতি হচ্ছে ঃ "আইনকে বাতিল করার জন্য ষড়যন্ত্র তুঙ্গে উঠেছে। মির্যা তাহেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রজু করা হোক। সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়, কাদিয়ানীরা দেশটিকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"

তারপর দেশের বিরুদ্ধে মির্যা তাহেরকে বিদ্রোহী ঘোষণার উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হোক।" কাদিয়ানীদের তৎপরতার নোটিশ নিয়ে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।" এ বিবৃতিটি হচ্ছে আতাউল্লাহ্ শাহ্ বোখারীর পুত্র কর্তৃক জারীকৃত। এগুলো হচ্ছে সেই সব অভিযোগ যা আমার বা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হচ্ছে। এখন সে দেশটির যে হাল-অবস্থা সে দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সুতরাং রফিক বাজওয়া সাহেব বলেছেন ঃ

"আইন ও সংবিধান বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অতএব সংবিধানে সংশোধনীগুলোকে বাতিল করা হোক। বস্তুত ১৯৭৩-এর সংবধিানটিই হচ্ছে উত্তম।"

এ কথাটিইতো আমি বলেছিলাম, ১৯৭৩-এর সংবিধানে যে সব সংশোধনী পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়েছে সে সবগুলো বাতিল করা হোক। তবেই তোমাদের রক্ষা পাবার কোন উপায় সম্ভবপর হতে পারে। উল্লেখিত বিবৃতিদাতা (রফিক বাজওয়া) আহমদীয়া জামাতের ঘোর বিরোধী বলেই পরিচিত। যিনি প্রকাশ্যে অনেক বিরোধিতা করেছেন স্বয়ং তিনিও এখন ঘোষণা করছেন, "সংশোধনীগুলোকে বাতিল করা হোক। ১৯৭৩-এর সংবিধানই হচ্ছে উত্তম"। ৭৩-এর সংবিধান কি কখনও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে? এ বিষয়ে আরও অনেক বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদের বক্তব্য ও অভিমত রয়েছে। যেমন ডঃ বাসেত সাহেব বলেন ঃ "দেশটিতে এখন কোন আইন (সংবিধান) মজুদ নেই। যদি ধরে নেয়া হয় যে, ১৯৭৩-এর আইন মজুদ রয়েছে, তাহলে এটাও বর্তমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খায় না। প্রকৃতপক্ষে নতুন আইনের আবশ্যক।" যদি আমি বলি, নতুন আইনের আবশ্যক, তখন বলা হয়, ইনি রাষ্ট্রদ্রোহী। অথচ সে কথাটি গোটা দেশবাসী বলছে, তথাপি কোন একটিও মোকদ্দমা রুজু করা হচ্ছে না। পুনরায় রফিক বাজওয়া সাহেবের বিবৃতি হচ্ছে ঃ "দেশের বর্তমান আইন স্ব-বিরোধপূর্ণ এবং এতে রয়েছে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব। ১৯৭৩-এর আইনটি ছিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইন; কিন্তু পরবর্তীকালের শাসকগণ নিজেদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ও দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে এতে বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করেন, যদ্দরুন সংবিধানটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়।"

অবিকল উক্ত কথাই আমিও বলছি, কিন্তু দেখুন! তারা বলছে, তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ। আমার বক্তব্যের কোথাও লেশমাত্রও কোন বিদ্রোহের ঘোষণা নেই। কিন্তু খোলাখুলিভাবে যারা বিদ্রোহের ঘোষণা করছে, তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না! সুতরাং মাওলানা ফযলুর রহমান বলেছেন ঃ "একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে, এখন জাতির মাঝ থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আসা আন্দোলনকে (অন্যকথায়, বিদ্রোহাত্মক তৎপরতাকে) সুসংহত ও সংগঠিত করে দেশের সাংবিধানিক এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে এই সংবিধানকে যেন সমূলে উৎপাটিত করা হয়।" আমি তো বলেছিলাম, কোনকিছু ক্ষতি করলে তা এ আইন দেশের ক্ষতি করছে। কেননা এই আইন যেহেতু ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর, সেহেতু ক্ষতি সাধিত হলে তা এই আইনের দরুনই হবে। পক্ষান্তরে তারা বলছেন, সারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (বাস্তবায়িত করা) অবধারিত হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানে বসে একজন মোল্লা এই বিবৃতি দিচ্ছে। কারও সাহস নেই যে তাকে রোধ করে। জরিনা ভুট্টো সাহেবা লিখেছেন ঃ "সংবিধান পাল্টানো ব্যতিরেকে দেশ এখন সঙ্কট-মুক্ত হতে পারে না।"

মাসিক 'খবরনোমায়ী'- এর সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বহু প্রস্তাব ও পরামর্শ উপস্থাপনের পর যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে হুবহু সে সব সিদ্ধান্তই পেশ করা হয়েছে যা আমি বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গ্রহণ করেছি। কেবল 'হুবহু' বলাই সঠিক হবে না, বরং তাথেকে অনেক বেশি তারা বেড়ে গেছেন এবং দেশের ভেতরে অবস্থান করে তারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। এতে ঘোষণার মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের বর্তমান সংবিধানকে রদ্দি কাগজের টুকরো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্যদের মত একই ভাষায় বক্তব্য রয়েছে- যেমন, "এই সঙ্কট অমুককেও ডুবিয়েছে, তমুককেও ডুবিয়েছে। সুপ্রীম কোর্টকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতিকেও। তাছাড়া কারও কোন আইনানুগ অবস্থান অবশিষ্ট থেকে যায় নি।" প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কিছুই কি আমরা এখানে বসে এই জাতি দ্বারা কার্যকর করিয়েছি? যদি সমগ্র জাতি এরূপ উম্মাদে পরিণত হয়ে থাকে যে, এখানে বসা অবস্থায় আমার কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী তারা সঙ্কটের পর সঙ্কটের শিকার হয়ে পড়ছে, তাহলে সমগ্র জাতিকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু আমি তা করতে বলি না। বরং মোল্লারা এ কথা বলছে। আমার মতে বর্তমান চলমান পরিস্থিতির উপর সুস্থ-সঠিক সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা কোনও অপরাধ নয়। সে দিক থেকে সমগ্র জাতি সম্পূর্ণ যথার্থ মূল্যায়নই করছে। অতএব, এটা কোন প্রকার বিদ্রোহ নয়।

সাবেক আইনমন্ত্রী এম, মাসুদ সাহেব বলেছেন ঃ "১৯৭৩-এর সংবিধান দেশের সকল প্রয়োজনকেই পূরণ করে। এই সংবিধানে সংশোধনীসমূহ আনয়ন করে এর চেহারা বিকৃত করে ফেলা হয়েছে।"

আবার সেই মোল্লা ফযলুর রহমান সাহেব বলছেন ঃ "দেশ আইনবিহীন অবস্থায় হয়ে পড়েছে। সংবিধান বহির্ভূত সকল পদক্ষেপই গৃহীত হয়েছে।" এখন দেখুন, যে দেশ আইন শুন্য হয়ে পড়েছে এর আইন সম্পর্কে আমি যদি সমালোচনা করি তাহলে তা এদের দৃষ্টিতে বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হয়! অতঃপর তিনি বলেছেন, "যেহেতু সংবিধান বহির্ভূত সকল পদক্ষেপই গৃহীত হয়েছে এবং দেশ এখন আইন শূন্য হয়ে পড়েছে, সেহেতু দেশের বিরুদ্ধে এখন বিদ্রোহ কার্যকর করা উচিত।" সারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীকে তো কেউ গ্রেফতার করে না!!

কমোডোর তারেক মজীদ সাহেব লিখেছেন ঃ "এখন আইনের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে। এত সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই সংবিধান এখন এমন হয়ে পড়েছে যেমন রদ্দি কোন কাগজের টুকরা। এমন হয়ে পড়েছে, যেমন রদ্দি কোন 'কাগজের টুকরা' হয়ে থাকে"। কাগজের কোন টুকরা ওরূপ কোন কথা আমি কখনও বলেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না। কিন্তু যদি বলেও থাকি বলে ধরে নেয়া হয়

তাহলে এখন এ দেশের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরাও বলছেন যে, রদ্দি কাগজের টুকরার সমানও এখন সেখানকার সংবিধানের মূল্য নেই। ইউকে-এর সুলতান সোহ্‌রাওর্দী সাহেব লিখেছেন ঃ

"সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাজ্জাদ আলী শাহ্ সম্পর্কে কোয়েটা বেঞ্চের ফয়সালা ঘোষণার পর এ কথা বলা যে, সংবিধান এখনও বহাল ও অক্ষুণ্ন আছে, তা মুনাফিকী ছাড়া কিছু নয়।" অতএব গোটা জাতি এখন মিথ্যাচার, কপটতা ও স্ববিরোধের শিকার হয়ে পড়েছে।

অতএব যে আইন ও সংবিধান এখন দেশের উপর চাপিয়ে রাখার উপযুক্তই নয় সে আইন ও সংবিধান অপসারণেই এখন দেশের মুক্তি।

এ তো ছিল আইন সংবিধান সম্পর্কে বক্তব্য। এখন আমি এ জাতিকে পুনরায় সতর্ক করতে চাই, হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে কুরআন করীমের উল্লেখিত আয়াতসমূহে যা বলা হয়েছে, অবিকল তা-ই আপনাদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হচ্ছে এবং আরও হবে। যদি কোন কিছু আপনাদের রক্ষা করতে পারে, তা আপনাদের পরস্পরের মাঝে চলমান কপটতা ও বিবাদ-বিসম্বাদ নয়, বরং একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মিলিত দোয়াই আপনাদের রক্ষা করতে সক্ষম। যারা রক্ষাকারী তাদেরকে আপনারা নিজেদের শত্রু বলে ধরে নিয়েছেন! যাদের দোয়া আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়, তাদেরকে আপনারা নিজেদের শত্রু ভেবে বসে আছেন! বস্তুত আপনারা দোয়ার বিষয়-বস্তু সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেবল চিল্লা চিৎকার করা এবং একে অন্যকে গালমন্দ করা, একে অন্যকে আঘাত করা - এ সবই আপনাদের নিত্যকার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য এ দেশটি থেকে হতভাগা মোল্লাকে বহিষ্কৃত করুন। এরা আপনাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। এরাই সব রকম সঙ্কটের উদ্ভব ঘটায়। ভবিষ্যতে যদি আরও কোন সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহলে এ মোল্লারাই তা সৃষ্টির কারণ হবে। অতএব, আপনারা প্রকৃত শত্রুকে সনাক্ত করুন এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটান। যদি কোন উপায়ে মোল্লাতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারেন, তাহলে এ দেশ বিশ্বের একটি মহান দেশে পরিণত হবে। এটা এরূপ এক বাস্তব সত্য, যা কেউ খন্ডন করতে সক্ষম নয়। এটা এক অখন্ডনীয় সত্যের অভিব্যক্তি। আপনারা এখন এর বিরুদ্ধে যত ইচ্ছা হই চই ও চিৎকার করুন না কেন, তবু

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)।

আপনারা নিজেদের হৃদয়-পটে লিখে নিন যে, এ দেশ থেকে যদি মোল্লার সৃষ্ট বিপর্যয় দূর করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহে পাকিস্তানের ওপর রহমত-ধারা বর্ষিত হবে, যার ফলে এটি এক মহান দেশে পরিণত হতে পারে। অতএব আমাদের এই হচ্ছে কামনা এবং এই দোয়া। আপনারা আমার এ ঘোষণা সম্পর্কে যেভাবে ইচ্ছা যতো বিকৃত আকারে বলতে বা কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকুন না কেন তা সবই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। কেননা সর্বশক্তিমানের উপর আমাদের অটল-অবিচল বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে, আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য-সহায়তা আমাদের সাথে আছে এবং তিনি আমাদের অন্তরের আহাযারী ও আকুতি-মিনতিকে শ্রবণ করে থাকেন। আর যদি তিনি তোমাদের অশ্লীল প্রলাপকে শোনেনও, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শুনে থাকেন। তোমাদের অশ্লীল প্রলাপ তোমাদের বিরুদ্ধে পাল্টে দেয়ার জন্য শ্রবণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের খোদা সদা দন্ডায়মান রয়েছেন এবং সর্বদা থাকবেন। এ তকদীরকে পরিবর্তন করার কারও সাধ্য নেই।

এখন আমি সাবেক ধারাবাহিক বিষয়-বস্তুর অবতারণার আগে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করতে চাই। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত আল্ ফযলেও প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন জামাতের পক্ষ থেকে এবং তাঁর ইন্তেকালের ওপর সদর আঞ্জুমানের গৃহীত শোক প্রস্তাবের আকারেও বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। সেসব বিস্তারিত বিবরণে যেতে চাই না, যা আগেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি জানাতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইল্‌হাম (ঐশীবাণী) ছিল, যা হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের (রাঃ) উপর প্রয়োগ করা হয়। তবে আমি একমাত্র ব্যক্তি- হয়তো বা আরও কেউ থাকতে পারেন- তবে সূচনা থেকেই আমি এ দৃঢ়-বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, সংশ্লিষ্ট ইলহামসমূহ প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুত্র সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা এক বাস্তব সত্য, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী যেমন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সময়ে এভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে করা হয়, কিন্তু (তাঁর স্থলে) তাঁর পুত্রকে বুঝায়। যে সব ইলহাম, আমি সবিস্তারে বর্ণনা করবো, সেগুলোর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে সব ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ইলহাম হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পুত্রের ক্ষেত্রে ও আকারেই বাস্তবায়িত হওয়া নির্ধারিত ছিল। এ বিষয়টি আমি বহুবার হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের কাছে বর্ণনা করি। কিন্তু ওটা আমাদের দু'জনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, তাঁর যেহেতু অত্যন্ত বিনয়ের স্বভাব ছিল, শুরুতে তিনি আমার অভিমত গ্রহণে সংকোচ বোধ করেন। অর্থাৎ শোনার পর নীরব থাকতেন। আমি সে সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে থাকি। আমি বলি যে, এ ইলহামগুলোতে আপনাকে বোঝায় না তা কখনও হতেই পারে না। অবশেষে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন। কমপক্ষে তিনিও যে ইলহামসমূহের আওতায় পড়েন বা আছেন সেজন্য তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। এখন সে ইলহামগুলো শ্রবণ করুন। ১৯০৭ সনের ঘটনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ লিখেছেন ঃ "শরীফ আহমদ সম্পর্কে তার অসুস্থ থাকাকালে (আমার প্রতি) এ ইলহাম অবতীর্ণ হলো ঃ "আম্মারাহুল্লাহুতাআলা আলা খিলাফিত্‌তাওয়াক্কো।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সুদীর্ঘ আয়ু দান করেছেন বা করবেন 'আলা খিলাফিত্‌তাওয়াক্কো'- অপ্রত্যাশিতভাবে। যার

অর্থ হচ্ছে, সাধারণভাবে মানুষের যা আয়ুষ্কাল হয়ে থাকে তার চেয়ে অতিরিক্ত। এর দ্বারা এটা বুঝায়, এরূপ অবস্থার উদ্ভব হতে থাকবে যার দরুন আগেই মারা যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলা এর পর অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে বার বার বাঁচিয়ে রাখবেন। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর সম্পর্কে আরও বলেন, সে ইলহামটি এভাবেও নাযেল হয়েছে ঃ **"আম্মারাহুল্লাহুতাআলা আলা খিলাফিত্‌তাওয়াক্কো"** (প্রথম ইলহামটিতে "আম্মারা" শব্দটির প্রথম অক্ষরটি হচ্ছে 'আইন,' যার অর্থ আয়ুবৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়টিতে এ শব্দটির প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'আলিফ' যার অর্থ হচ্ছে, তাকে ইমারত দান করলেন- অনুবাদক)। অর্থাৎ - আল্লাহ্ তাকে ইমারতের অধিকারী করবেন বা আমীর বানাবেন এবং তাঁর এই আমীর হওয়া অপ্রত্যাশিত হবে অর্থাৎ এতো দীর্ঘকাল যাবৎ এ ব্যক্তিকে আমীর বানানো হবে যে, তা অপ্রত্যাশিত ছিল। এ সকল ইলহামের যে সব তরজমা 'তাযকিরা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে তরজমা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করেন নি। কেননা, যারাই তা করেছেন, তারা তা

সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব

প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী তরজমা করেছিলেন। ওরূপ তরজমা আসলে হতে পারে না। ওটাকে আমি বাস্তবতা বিরোধী বলে মনে করি। আমার মনে হয়, ওলামা এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তিতায় সেই তরজমাটি করেছেন যাতে এ ভবিষ্যদ্বাণীটিকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের ওপর প্রয়োগ করা হয়। তাযকিরার টীকায় ঐশী বাণীটির তরজমা করা হয়েছে ঃ "উস্‌কো ইয়ানি মির্যা শরীফ আহমদ কো খোদাতাআলা উম্মীদসে বাড়্ কার্ আমীর করেগা"- (তাকে অর্থাৎ মির্যা শরীফ আহমদকে আশাতীতভাবে ধনী করবেন) অর্থাৎ ধন-সম্পদ দান করবেন। কিন্তু 'আম্মারাহুল্লাহ'-এর অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহ্ ধনী বানাবেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাকে ইমারতের অধিকারী অর্থাৎ আমীর বানবেন। বস্তুত আরেকটি ইলহামের দ্বারা অবিকল তা-ই প্রমাণিত হয়।

সুতরাং বলা হয়েছে, وُہ بادشاہ آیا

"উওহ্ বাদশাহ্ আয়া" - (সেই বাদশা এসেছে)। এ ইলহামটির ব্যাখ্যায় তিনি (আঃ) বলেন যে, **"তার সম্পর্কে আরেকটি ইলহামে তাকে 'কাযী' বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী করা হবে।"** যেহেতু অন্যান্য ইল্‌হামের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নিজেরই পেশকৃত ব্যাখ্যা তায্‌কিরার টীকায় লিপিবদ্ধ তরজমাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, সেজন্য আমি যখন ওলামার কাছে এ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যানু-সন্ধানের জন্য অনুরোধ জানালাম, তখন মৌলবী দোস্ত মুহাম্মদ সাহেব, যিনি মাশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনি লিখেছেন, "এ সব তরজমা নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তরজমা নয়। সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) ১৯৩৫ সালে 'তায্‌কিরা'র প্রকাশনার সময়ে যে নোট লিখেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন, "সেই সমস্ত তরজমা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে করেছিলেন সে সবটাই গ্রন্থাংশের (বা মূলপাঠের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা পাদ-টীকার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পাদ-টীকায় লিপিবদ্ধ তরজমা পরবর্তীতে ওলামা করেছেন।" কাজেই এই যে আমার মনে সন্দেহ ছিল, বরং একীন ছিল যে, তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কৃত তরজমা হতেই পারে না- এ প্রসঙ্গে আমি রাবওয়া থেকে অনুসন্ধান করিয়েছি আমার মনে বদ্ধমূল ধারণাটিই সঠিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে যে-তরজমাটি ওলামা করেছিলেন তা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে দেখা যায়, হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের আয়ুষ্কাল তো সুদীর্ঘ ছিল না। তাঁর ভ্রাতাদের চেয়ে কম বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ স্বল্প আয়ুষ্কালটিকেও অপ্রত্যাশিত (-'খিলাফে তাওয়াক্কো') বলা আকাঙ্ক্ষার বহির্প্রকাশ তো হতে পারে, কিন্তু ঘটনার অভিব্যক্তি নয়। তাছাড়া, তাঁর ওপর 'ইমারত' কখনও ন্যস্ত করা হয় নি। আমার স্মরণ পড়ে না। হয়তো বা কখনও তাঁকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল, তা সন্দেহাতীত নয়। তিনি সাধারণতঃ আমীর হিসেবে নিযুক্ত হতেন না। সেজন্যই আমি উল্লেখিত দু'টি ইল্‌হামকে হযরত মির্যা মনসূর আহমদ সাহেব সম্পর্কেই মনে করতাম। কেননা তাঁর দীর্ঘায়ু এর সাক্ষ্য বহন করে। এতো উপর্যোপরি তাঁর হার্ট এট্যাক হয়েছে যে, প্রত্যেকবারই ডাক্তারগণ বলেছেন, তাঁর আর বেঁচে থাকার আশা নেই। তার পরই আবার আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে আরোগ্য করে দিতেন। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখতেন, তাঁর সঙ্গে এ সব কী ঘটছে! যা থেকে আরোগ্য হয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব ওরূপ রোগ-ব্যাধিতে তিনি প্রায়শঃ আক্রান্ত হতে থাকেন। প্রত্যেকবার তার পরের দিনই কেবল স্বাভাবিক আহারই গ্রহণ করতে শুরু করেন নি, বরং তিনি তাঁর অভ্যাসমত, ডাক্তার তাঁর পক্ষে যে-সব গুরুপাক সুখাদ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন- যেমন, মাখন বা ঘি দিয়ে তৈরী খাদ্য- সেগু[illegible]ন্যই রাতে রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভো[illegible]লায় ভাল হওয়া মাত্র বলতেন, "আম[illegible]কে মাখ[illegible] পরাটা খেতে দাও।" আর সত্যিসত্যি তা আনিয়ে খেতেন। সেজন্য তাঁর ক্ষেত্রে উক্ত ইল্‌হামসমূহ আবশ্যকীয়ভাবে তেমনই প্রযোজ্য হয়, যেমন বলা হয়েছিল ঃ 'আলা খিলাফেত্‌তাওয়াক্কো' - অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘায়ু এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বার বার আয়ুপ্রাপ্তি এ দু'টি বিষয় তাঁর সত্তায় একশ' ভাগ হুবহু সত্য সাব্যস্ত হয়। তারপর (আলিফযুক্ত) 'আম্মারাহুল্লাহু আলা খিলাফিত্ তাওয়াক্কো"- অর্থাৎ 'ইমারত' এ ধরনের দান করা হবে যা প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। আমি তাঁর 'ইমারত' (-আমীর হিসেবে নিযুক্ত হওয়া) সম্পর্কে অঙ্ক কষে দেখেছি, আপনারা এর বিবরণ শুনে বিস্মিত হবেন। সুতরাং যদিও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের (রাহঃ) খিলাফত -কাল থেকে আমীর হিসেবে তাঁর নিযুক্তি-ধারা শুরু হয়। তবুও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) বায়ান্ন বছরব্যাপী খিলাফত-কালে অন্য কাউকেই এতো দীর্ঘকাল ব্যাপী আমীর নিযুক্ত করা হয় নি, যতো কিনা খলীফা সালেস এবং আমার খিলাফতকালে তাঁকে আমীর নিযুক্ত করা

হয়। সুতরাং পঁয়তাল্লিশ বার তিনি আমীর নিযুক্ত হন এবং এই হিজরত-কালে চৌদ্দ বছর ব্যাপী এক নাগাড়ে 'আমীর মোকামী' হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। এই হচ্ছে 'খিলাফে তাওয়াক্কো' (-অপ্রত্যাশিত)। চিন্তাই করা যায় না, খলীফার মজুদ থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি এতো দীর্ঘকাল ব্যাপী আমীর নিযুক্ত থাকতে পারেন। সেই 'ইমারত মোকামী, যা খলীফার নিজের ক্ষমতাভুক্ত হয়ে থাকে এবং কেন্দ্রে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকাকালে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধারণভাবে এতদ্‌সংক্রান্ত দায়িত্ব 'সদর উমূমী' পালন করে থাকেন। খলীফার উপস্থিতিতে বস্তুত আমীর-মোকামী স্বয়ং খলীফাই হয়ে থাকেন। সুতরাং তিনি কার্যতঃ আমারই স্থলে বসে পড়েন, অর্থাৎ যে ক্ষমতাসনে আমি উপবিষ্ট হতাম, তাতে আমার নির্দেশনুযায়ী তিনি সমাসীন হন। এবং সকল বিষয় অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সুসম্পাদন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) **"উওহ্ বাদশাহ্ আয়া"** - ইল্‌হামটি সম্পর্কে বলে ঃ "অন্য কেউ বললেন, **"সে তো অতঃপর 'কাযী' নিযুক্ত হতে যাচ্ছে' উক্ত ইল্‌হামের সঙ্গে এ কথাগুলোও শোনা গেল। 'কাযী' বলতে 'হাকাম' (সুবিচারক মীমাংসাকারী)-কেও বুঝায়। কাযী সে-ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে সত্যকে সমর্থন করে এবং অন্য সব কিছুকে তথা মিথ্যাকে রদ (প্রত্যাখ্যান) করে।"** এ বিশেষত্বটিও সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের মাঝে অসাধারণরূপে বিদ্যমান ছিল। অসমীচীন কথাকে রদ করার ক্ষেত্রে আমি তাঁর মত অন্য কাউকে দেখিই নি বলা চলে। অনেকে তদ্রূপ হবেন হয়তো, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক রদ্‌কারী অন্য কাউকে আমি দেখি নি। খিলাফতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও প্রেমিক ছিলেন তিনি, এবং আমি যে তাঁর সম্মুখে একজন ক্ষুদ্র বালক ছিলাম, এমনকি বাল্যকালে তাঁর হাতে মারও খেয়েছি তথাপি, এতো নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন যেন তার অন্য কোন দৃষ্টান্তই অবশিষ্ট ছিল না। ভাইদের বা অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে যদি কেউ কখনও আমার সম্পর্কে যৎসামান্যও কোন অসমীচীন কথা বলেছে, তাকে এতো কঠোর ভাষায় উত্তর দিয়েছেন, যেমন 'রদ করার' কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, সেই রদ করার কাজটি তিনি এমন কঠোরভাবে সম্পাদন করেছেন যে, বহুবারই আমি তা শুনেছি ও দেখেছি। এক্ষেত্রে না কোন ভাইয়ের পরোয়া করেছেন, না কোন নিকটাত্মীয়ের। কখনও যদি তাঁর কাছে কারও ব্যাপারে এতটুকুও ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সে খিলাফতের বিষয়ে ভ্রান্ত কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে, ওটাকে তিনি কঠোরভাবে রদ করেছেন।

উক্ত বিশেষত্বমূলক অবস্থানটি আরও একটি ইল্‌হামের কথাও স্মরণ করাচ্ছে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবকে কাশ্‌ফে দেখেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলেন,

اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔

আব্ তু হামারী জাগাহ্ বায়ঠ্ আওর হাম চল্‌তে হ্যাঁয় অর্থ ঃ **"এখন তুমি আমার স্থলে বস আর আমি যাই"** । এখন, এ তো সুস্পষ্ট যে, উক্ত বিষয়টি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে নি। তাদের দৃষ্টিতেও পূর্ণতা লাভ করে নি, যারা একথা স্বীকার করতে চান না যে, কখনও কখনও পিতা সম্পর্কিত ইল্‌হাম (আসলে) পুত্র সম্পর্কেই (প্রযোজ্য) হয়ে থাকে। বস্তুত এ বিষয়টি হুবহু হযরত মির্যা মনসূর আহমদের বেলায়

"এখন তুমি আমার স্থলে বস আর আমি যাই"

বাস্তবায়িত হয়েছে। যে "ইমারত মোকামী"-এর আসনে খলীফা হিসাবে আমি উপবিষ্ট হতাম, বলা বাহুল্য, আমি এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত (প্রতিনিধি) এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব জীবিত নেই, যদি কেউ জীবিত মজুদ থেকে থাকেন, তাহলে একমাত্র তাঁর এই পুত্রই আছেন, যাঁর উপর ইল্‌হামটি হুবহু প্রযোজ্য হয়- "এখন তুমি আমার স্থলে বস, আর আমি যাই"। অতএব, এই যাবতীয় ইল্‌হাম এবং এগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যা ঘটনাবলীও বাস্তব আকারে তুলে ধরছে, তা খন্ডন করা যায় না। নিশ্চিৎ তাঁর একটি মাকাম ও পদ-মর্যাদা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ইল্‌হামসমূহের মাধ্যমে যে মাকাম তৈরী হয়েছে, উদ্ভাসিত হয়েছে এবং পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তাঁর সত্তা ও ব্যক্তিত্ব এক কল্যাণময় সত্তা ছিল এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইল্‌হাম মূলে তাঁর অন্যতম রূহানী পুত্র হবার মর্যাদাও তিনি লাভ করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যা কিছু তাঁর পুত্র (হযরত মির্যা শরীফ আহমদ) সম্পর্কে (কাশ্‌ফে) প্রত্যক্ষ করেন, তা তাঁর (মির্যা মনসূর আহমদ) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। **যখন আমি তাঁর পুত্র মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে নাযেরে আ'লা ও আমীর মোকামী নিযুক্তি করি তখন উক্ত ইল্‌হামটির দিকেও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বলছেন যে, 'এসো, তুমি আমার জায়গায় বস'**। এসব কথাই আমাদের অন্তরে এই দৃঢ়-বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের আত্মা এক পবিত্র আত্মা ছিল। অত্যন্ত বীর পুরুষ এবং খিলাফতের স্বপক্ষে একটি নগ্ন তরবারী-স্বরূপ ছিলেন তিনি। হ্যাঁ, বিগত কয়েক মাস আগে তিনি যখন এখানে সফরে আসেন, সেই সফরকালীন তিনি এবার এতো খুশী ছিলেন যে, আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক হতো যে, এর পেছনে নিশ্চয় কোন ব্যাপার (রহস্য) আছে। ইতোপূর্বে কোনও সফরকালীন না এতে দীর্ঘসময় কখনও সফর করেন, না কখনও নিজেকে এতো আনন্দিত বোধ করেন। এবার ইংল্যান্ডে এসে এখানকার অনেক কিছু দেখে বলছিলেন, "আমার এরূপ মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম বারই আমি ইংল্যান্ডে বেড়াতে এসেছি এবং এবার যে আনন্দ বোধ করছি তা জীবনে আগে কখনও বোধ করি নি।" জার্মানী এবং হল্যান্ডে গিয়েও অনুরূপ অনুভূতি-ই ব্যক্ত করেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এবার এখান থেকে তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল ও হাসি-খুশী গিয়েছিলেন। তাঁর এই অভূতপূর্ব অভিব্যক্তি থেকে আমার মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, যা আমি অন্যভাবে নিতাম, কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল, এসবতো বিদায়ের প্রস্তুতিস্বরূপ বটে। তারপর, সেই ভোরবেলায় তিনি এমন করে চলে গেলেন যেন আর কখনও ফিরবেন না। তারপর এখনতো চিরবিদায় নিয়েই চলে গেছেন, আর কখনও তিনি ফিরে আসতে পারবেন না। তাঁর অন্তর্ধানে আমাদের মাঝে তাঁর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু **যে-সব ব্যক্তির সম্পর্কে ইল্‌হামসমূহ দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকে, তাঁদের যাওয়ার পশ্চাতেও স্থায়ী চিহ্নাবলী অবশিষ্ট থেকে যায়। তাঁরা চিরকাল অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকেন**। সে-দিক

থেকে আমি মনে করি, তিনি আদর্শরূপ হয়ে সবসময় আমাদের মাঝেই অবস্থান করবেন। আমার মেয়ে ফায়েযা আমাকে বলেছে, এবার এতো খুশী ছিলেন তিনি যে, বার বার স্নেহ-ভালোবাসায় আমাদের অভিভূত করতেন। একবার আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'আপনি মনে হয় এবার অত্যন্ত খুশী আছেন।' তৎক্ষণাৎ বললেন, 'খুশী হবো না তো কী? আমার খলীফা যে আমার প্রতি খুশী আছেন। আমি বার বার লক্ষ্য করেছি, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তিনি নিজেও খুশী আছেন। তুমি কি বাচ্চাদের দেখ না, যারা তাঁর সঙ্গে ছুটে বেড়ায় তাদের আনন্দ তুমি কি দেখ না? তারা কেন খুশী? এ জন্যই যে খলীফা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।'

বস্তুত তিনি এজন্যই খুশী ছিলেন যে, খলীফা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আমিও সে জন্য খুশী। এবার এখানে আসার পরও তাঁর উপরে মারাত্মক রোগের আক্রমণ হয়, এবং ফিরে গিয়েও হয়। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তা থেকেও তিনি আরোগ্য হন। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন তিনি। ওরূপ সাহসী ব্যক্তি দুনিয়াতে খুব বিরল। অস্থিরতা বোধ করতেন তিনি অন্যদের জন্য, নিজের ব্যাপারে নয়। আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয় লেগে থাকতো তাঁর অন্তরে। মেয়েদের বলতেন, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখো, যত্ন নিয়ো। কখনও কোথাও আমার পৌঁছুতে দেরী হলে সেখানে বসে অস্থির হয়ে অপেক্ষায় থাকতেন, আমার যেন কিছু না হয়ে থাকে। বার বার জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন এখনও পৌঁছলেন না?' কিন্তু নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভীক, নিরুদ্বিগ্ন। অন্যদের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। অন্য কারও যেন কোন কষ্ট বা কোন অসুবিধা না ঘটে গিয়ে থাকে সে দিকে খেয়াল করে নিজে খুব ভীত ও অস্থিরতা বোধ করতেন। সম্পূর্ণ নির্লোভ-নিঃস্বার্থ স্বভাব ছিল তাঁর। আজীবন অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করেছেন। নাযের-আলা হয়েও ছেলে মির্যা মাসরূরকে সঙ্গে নিয়ে জমি-জমা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যেতেন। সেখানে ক্ষেত-মজুর ও কর্মচারীদের মাঝে মাটিতে একসাথে বসতেন এবং তাদের সাথে খোলা-মেলা কথাবার্তা বলতেন। তাঁর মাঝে আত্মম্ভরিতার লেশ মাত্রও ছিল না। সম্পূর্ণ সরল-সহজ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। খাদ্য সুস্বাদু হলে খুশীর সঙ্গে খেতেন। যদি সুস্বাদুও না হতো, তবুও আনন্দ চিত্তেই খেতেন। প্রত্যেক জিনিসের ব্যাপারেই তাঁর মাঝে এক পরিতৃপ্তি বোধ পরিলক্ষিত হতো। এ যিক্‌রে-খায়ের' (-শুভ স্মৃতিচারণ) একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এ যিক্‌রে-খায়ের আসলেই অত্যন্ত মধুর ও কল্যাণবহ। আমি সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের জন্য দোয়ার প্রতি সমগ্র জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। **তারপর, তাঁর পুত্র মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, যিনি পরবর্তীতে নাযেরে আলা এবং সদর উমুমী (-আমীর মাকামী) নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর জন্যও দোয়া করুন, তাঁকেও যেন আল্লাহ্‌তাআলা সত্যিকার স্থলাভিষিক্তস্বরূপ সাব্যস্ত করেন। "তু হামারি জাগাহ্ বায়ঠ্ জা" (- তুমি এখন আমার জায়গায় এসে বসো) সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু যেন তাঁর উপরও পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়, সত্য সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ স্বয়ং যেন সর্বদা তাঁর রক্ষক ও সহায়ক হন।**

যারা বিশেষভাবে সেবা করছেন তাদের কথা না বলাটা অকৃতজ্ঞতার শামিল হবে। মিঁয়া ফযল আহমদ ডোগর আমাদের অনেক শোকরিয়া এবং দোয়ার দাবী রাখেন। আমি অন্য কিছু মনে করতাম, কিন্তু বিষয়টি আসলে ভিন্ন ছিল। আমি মনে করতাম, তাঁর জামাতা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সাথে সম্পর্কসূত্রে তিনি হযরত মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের সেবা করেন। কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো তখন তিনি আসল বিষয়টি জানালেন, বললেন, "হযরত মিঁয়া সাহেব আমার পিতৃতুল্য বরং তার চেয়েও বড় সম্পর্ক আমাদের মাঝে বিদ্যমান। আমার প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ, ভালবাসা ও তাঁর অগাধ অনুগ্রহরাজি আমাকে তাঁর সেবায় অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং আমার ভাইদেরকে আমি বললামঃ 'দেখ, তিনি আমাদের জন্য পিতার চেয়েও বড় মর্যাদা রাখেন। আমাদের বংশধরগণও তাঁর ইহ্‌সান ও অনুগ্রহরাজির বদলা দিতে পারবে না। তোমরা মনে করো, যেন তোমাদের পিতা তোমাদের মাঝে এসে গেছেন বরং তার চেয়েও অনেক বড়ো কেউ।" তাই এখন আমার নিকট রহস্য উদঘাটিত হয়েছে, কেন মিঁয়া ফযল আহমদ এবং তাঁর বড় ভাই সিদ্দীক ও গোলাম আহমদ এবং পরিবারের সকল সদস্য তাঁর এতো সেবা করেছেন যা কেউ তার পিতারও এর চেয়ে অধিক সেবা করতে পারে না। সব সফরেই সঙ্গে থাকতেন। তাঁর থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য সব রকম সুখ-সুবিধার সুব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক খিদমতের সুযোগকেই নিজেদের জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করেছেন। ন্যায়সঙ্গতভাবেই বাহ্যতঃ প্রকাশ করেছেন, এ সেবা তাঁর ওপর কোন অনুগ্রহস্বরূপ নয় বরং এ সেবা তাঁর অধিকারস্বরূপই বটে, তা-ও অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ খিদমতের আকারে শোধ করতে সক্ষম হচ্ছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তাঁর ভাইগণও হযরত মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের অনেক সেবা করেছেন। আমি জামাতের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই- **'হাল জাযাউল্ ইহ্‌সানে ইল্লাল্ ইহ্‌সান'** (-অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হওয়া উচিত)। তদনুযায়ী তারা ইহ্‌সানের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র প্রিয় বুযুর্গ, যিনি সমগ্র পাকিস্তানের নাযেরে আলাও ছিলেন এবং আমীর মোকামী ও সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদরও ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁদেরকেও আমাদের দোয়ায় স্মরণ রাখা উচিত। এ কয়েকটি কথা বলার ছিল হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেব সম্পর্কে। জুমুআর নামাযের পর তাঁর নামায জানাযা-গায়েব আদায় করা হবে।

রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত তাঁর নামায-জানাযায় পাকিস্তানের প্রায় সকল জামাত থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধিদল শরীক হচ্ছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জামাত থেকে সংবাদ পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু রাবওয়া থেকে এখন পর্যন্তও এ সম্পর্কে কোন সংবাদ এসে পৌছতে পারে নি। আশ্চর্যের বিষয়, অথচ নামায-জানাযা আদায়ের পরে পরেই আমাকে জানানো তাঁদের কর্তব্য ছিল- কীরূপে হলো? কী ঘটনাবলী ছিল? লোকসমাগম কীরূপ ছিল? কিন্তু আমি বিস্ময়বোধ করছি, সেখান থেকে এখনও সংবাদ আসে নি। আমরা যতবারই যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি ততবারই ফোনগুলো ব্যস্ত পেয়েছি এবং জুমুআর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নি। সমগ্র পাকিস্তানের যেখান থেকে ইচ্ছা তারা যোগাযোগ করতে পারতেন। কাজেই আমাদের হেড কোয়ার্টারের উচিত- কেন্দ্র তো হচ্ছে আমি যেখানে থাকি, কিন্তু যেখানেই নেযাম জারী রয়েছে, তাদের এটুকুতো সচেতন থাকা উচিত। অথচ অনেক সময় গুরুত্ববহ ব্যাপারেও তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকেন। এর পূর্বেও যেসব অদ্ভুত ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলোর সম্পর্কেও বার বার আমার পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের পরই তাঁরা জানিয়েছিলেন। যেন তাঁদের দৃষ্টিতে কোন ঘটনাই ঘটে নি। এখন জানাযা সম্পর্কে কিছুই না জানানো বস্তুত বড়ো রকমের যুলুম। ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখবেন, পাকিস্তানে সংঘটিত প্রত্যেক গুরুত্ববহ ব্যাপার সম্পর্কে, যেখান থেকেই সম্ভব হয় তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে জানানো, নেযামে-জামাতের কর্তব্য। তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পাওয়াতে দোয়ার জন্যও প্রেরণা জাগে।

এ মুহূর্তে, আমি যখন এ বিষয়ে কথা বলছি, মংলা সাহেবের পক্ষ থেকে সংবাদ এসে পৌছেছে ঃ "আজ নামাযে-জুমুআ মাওলানা সুলতান মাহমুদ সাহেব পড়িয়েছেন। জুমআর সঙ্গেই নামাযে আস্‌র (জমা করে) আদায় করা হয়। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবকে তাবুতে (শবদেহ-বাহী বাক্সে) এম্বুলেন্স যোগে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নামাযে জুমুআ ও আসরের পর মোহতারম মির্যা আব্দুল হক্ সাহেব নামাযে-জানাযা পড়ান। বিভিন্ন জেলা থেকে আমীরগণ এবং জামাতসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন। রাবওয়ার বাইরে থেকে আগমনকারীদের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও উর্ধ্বে ছিল। নামাযে-জানাযা আদায়ের পর উপস্থিত লোকজন জানাযা কাঁধে বহন করে হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত সৌধ এবং মসজিদ মুবারক ঘুরিয়ে বেহেশ্‌তি মকবারায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে সমাহিত করার পর অনেক দোয়ার মাধ্যমে তাঁকে বিদায় দেয়া হয়।" সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলার, কেবল সেখানে সমবেত ব্যক্তিদের দোয়াই নয়, বরং দুনিয়ার অসংখ্য স্থান থেকে সমবেদনা ও দোয়ার টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র ও ফ্যাক্সের স্তূপ লেগেছে। বিশ্বব্যাপী সকল আহমদীর অন্তরে এ বেদনাদায়ক অন্তর্ধানে এক কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে। সকল আহমদী তাঁর জন্য দোয়ায় নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব শুধু পাঁচ হাজারই নয় বরং বিশ্বের সকল আহমদী দোয়াতে পূর্বে যদি শামিল না হয়ে থাকেন, এখন এ খুতবা এবং নামাযের পর যখন আমি জানাযার নামায পড়াবো তখন তারা সবাই দোয়াতে শামিল হয়ে যাবেন। সুতরাং বিদায়ের এটি এক অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গী, কোন ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী সকলের দোয়া কুঁড়িয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে আপন রহমতের বারি-ধারায় সিক্ত করুন এবং আমাদের বিনীত দোয়া কবুল করুন।

এখন নামায সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর দিকে যাওয়ার আর সময় নেই। পরবর্তী খুতবায় তা ইন্‌শাআল্লাহ্ বর্ণনা করা যাবে। খুতবা যদি নির্ধারিত এক ঘন্টার চেয়ে কম সময়েও হয় তাতে কোন দোষ নেই।

হুযূর ভুলবশতঃ আযান দেয়ার কথা বলেই তা শুধরিয়ে নেন এবং মাঝে-মধ্যে এ রকম ভুল হয়ে যাওয়ার সম্পর্কে বলেন ঃ ভুলবশতঃ কখনও কখনও আযান দেয়ার কথা বলাটা আমার একটি বহু পুরানো অভ্যাস। সেজন্য দুনিয়াবাসী বিচলিত বোধ করবেন না। এটা কোন মস্তিষ্ক বৈকল্যের লক্ষণ নয়। কেননা বাল্যকাল থেকেই কোন কোন সময় এরূপ বলে ফেলার অভ্যাস আমার ছিল এবং এখনও আছে। কখনও এরকম হলে অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন, এমনভাবে যেন আমার কিছু হয়ে গেছে। কিছুই হয় নি। আমি আল্লাহ্‌র ফযলে সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। এখনই আমি বসবো। তারপর উঠে মস্‌নূন খুতবা সানী পাঠ করবো। অতঃপর নামাযে-জুমুআ, তারপর সেই সঙ্গে নামাযে-আসর আদায় করা হবে।

আসলে আমার মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক গঠনই এরূপ, কোন বিষয়-বস্তু যখন আমার মস্তিষ্কে ছেয়ে যায় বা একে কাবু করে ফেলে তখন এর অবস্থা এমন হয় যেমন দ্রুতগামী মোটর কারকে সহসা ডানে-বামে ঘোরানো যায় না। এটা যদি ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে এ ত্রুটিকে সামনে রেখেই আমাকে তিনি এ পদে সমাসীন করেছেন। এটা এমন কোন ত্রুটি নয়, যা বয়ঃবৃদ্ধির দরুন ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। বাল্যকালেও আমার একই অবস্থা ছিল। এবং নামাযে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আমার এবং মীর মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেবের মাঝে এবং নওয়াব মোহাম্মদ আহমদ খানের মাঝে তখন থেকেই এক ও অভিন্ন (অভ্যাস) ছিল। কেন মানুষ ভুলে যায়? তাতে কী ঘটে- সে সব কথা তো অনেক আলোচনা সাপেক্ষ। হয়তো ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করতে পারি। কিন্তু আপাততঃ এটুকু বলে রাখি যে, অকারণে বিচলিত হয়ে যারা আমাকে চিঠি লেখেন, আপনার কিছু হয়ে গেছে, (মনে হয়) তাদের কিছু হয়ে গেছে। আমার কিছুই হয় নি। বাল্যকাল থেকে আমার এ অবস্থা। এ অভ্যাস এবং মস্তিষ্কের এ প্রাকৃতিক গঠন ও বিশেষ অবস্থা যদি খিলাফতের দায়িত্বাবলী পালনে অন্তরায় হতো, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা কখনও আমাকে খলীফা নিযুক্ত করতেন না। এ অবস্থা বাল্যকাল থেকেই। আমি যদি বিশেষ কোন বিষয়ে চিন্তাযুক্ত ও ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ি, তাহলে সহসা অন্যদিকে মোড় ঘুরানো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে থাকে। আর এ বিষয়টিই নবাব মুহাম্মদ আহমদ খান সাহেবের মাঝে অত্যন্ত প্রকটরূপে পরিলক্ষিত হতো। অথচ তিনি অনেক বড় মাপের আবিষ্কারক এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। এই যে দার্শনিকদের সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প আপনাদের জানা-শোনা আছে, যেমন কোন দার্শনিক তাঁর হাতের ছড়ি বিছানায় রেখে নিজে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, এগুলো কৌতুক হলেও সঠিক বটে। ভাবনা-চিন্তার তীব্রতার দরুন এরূপ ঘটে যায়। এটাকে কোন ধরনের রোগ বলে মনে করবেন না। এগুলো নিত্যকার ঘটনা, যা চিন্তাশীল লোকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সাধারণ লোকদের সঙ্গে নয়। আমি নিজেকে চিন্তাবিদদের মাঝে গণ্য করাতে চাই না। কিন্তু (এটাকে যদি রোগ বলে ধরা হয় তাহলে) রোগটি তা-ই যা চিন্তাবিদদের হয়ে যায়। সেজন্য এ ব্যাপারে আদৌ কোন ঘাবড়াবার প্রয়োজন নেই। নইলে, সেটা বোকামি হবে। তথাপি কেউ কেউ আমাকে লিখেছেন, "আপনার সে রোগ হয়েছে, যাকে 'আরটেরিস ক্লোরোসিস' বলা হয়। যা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর শেষ বয়সে

হয়েছিল।" সে ব্যাধির তো আরও কিছু লক্ষণ রয়েছে। সে ব্যাধির যখন সূচনা হয়, তখন কয়েক বছরেই জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে তো নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যদি আমার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ব্যাপার হতো, তাহলে যে সময়কার কথা আমি বলছি অর্থাৎ মসজিদে মোবারকে যখন আমি সহ অন্যান্য সবাই নামায পড়তাম, তখন সব সময় তো নয়, কিন্তু অনেক সময়ই নামায শেষে সিজদা সাহু করতে হতো (তাহলে তো পত্র লেখকদের অভিমত অনুযায়ী) তখনই আমার পক্ষে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদেয় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তার আগে তখনই আমার চিন্তা-শক্তি রহিত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত ছিল! 'আরটেরিস ক্লোরোসিস' ব্যাধি তো পুরো পা দু'টোর সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়। এবং এখন তো এত শক্তি নেই কিন্তু যে সময় আমার পায়ে এত শক্তি ছিলো যে, অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারে ওরূপ যুবকদেরও আমি ছাড়িয়ে যেতাম। আর চিন্তা-শক্তি সংক্রান্ত এ ব্যাধি আমার তখনও ছিল। বাইসাইকেল এতো দ্রুত হাঁকাতাম যে, যারা আমার চেয়ে বিশ ত্রিশ বছরের ছোট ছিল তাদেরকে মোকাবেলার জন্য চ্যালেঞ্জ করতাম। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে পেরে উঠতো না। সুতরাং ... সাহেব নিজে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, "আপনি আহমদনগর থেকে বাইসাইকেলের পেছনে বোঝা বয়ে আসছিলেন, আমিও তখন সাইকেলে করে যাচ্ছিলাম।" - তিনি তখন ছোট বালক, সুইডেন থেকে আজ তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং এখন হয়তো এখানেই উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বলেন যে, 'আপনি তখন আমাকে থামিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো, ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পার।" আমি বললাম, 'তবে হয়ে যাক আর এক দফা'। প্রথম দিকে তো আপনি আমার সমান সমানেই ছিলেন কিন্তু পরে আপনি আমাকে এত পিছনে ফেলে দিলেন যে, আমি অনেক পেছনেই পড়ে গেলাম।" অতএব এটা কোন আরটোরিস ক্লোরোসিস রোগ নয় আমার। এঁরা যে চিকিৎসাবিদ বনে বেড়ান, অথচ এ সম্পর্কে তাঁদের কিছুই জানা নেই যে, আরটোরিস ক্লোরোসিস বলতে কী বুঝায়। তাই আজ আমি খোলাসা করে জানাচ্ছি, আমার প্রতি আপাতঃ সহানুভূতিশীল এ ব্যক্তিরা খোদারওয়াস্তে আমাকে এসব কথা আর কখনও লিখবেন না। কেননা এতে মানসিক অশান্তি ও ঝামেলা বৃদ্ধি বৈ আমার কোনও উপকার হয় না।

কানাডা সফরে থাকাকালীন আমার যে শারিরীক দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আমি যদি বর্ণনা করি তাহলে আপনাদের মাঝে যাদের হার্টের দুর্বলতা আছে তাঁদের হয়তো হৃদরোগ হয়ে যেতে পারে। এত কঠিন চিন্তা-ভাবনা ও রোগ-শোকের আক্রমণের মাঝ দিয়ে সে দিনগুলো অতিবাহিত হয়, যা একমাত্র ধর্মীয় স্বার্থেই বা দীনের খাতিরে আমি সয়ে নিতে সমর্থ হই, যেমন গ্যাম্বিয়ায় ঘটমান অবস্থাবলী এবং অন্যান্য কিছু বিষয়াদির দরুন চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতিতে এত তীব্রভাবে রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হয় যে, আমি নিজে স্তম্ভিত হই। এজন্য যে, তা সত্ত্বেও আমি যাবতীয় কর্তব্য কী করে সম্পাদনে সমর্থ হলাম। তখন অন্যান্য কারও তো কিছু জানাই ছিল না যে, আমার দেহ ও মনের ওপর দিয়ে কী ঘটে যাচ্ছে! তবে এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্ব সাক্ষী যে, আমি আমার কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে দেই নি। জুমুআর খুতবা প্রদান সহ সমস্ত নামাযই বাজামাত পড়িয়েছি। প্রশ্নোত্তরের সকল অনুষ্ঠানে পুরোপুরি যোগদান করেছি। জামাতগুলোতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসংখ্য সাক্ষাতের সব দাবী ও চাহিদা পূরণ করেছি। এগুলোর কোনটিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ও অভাব ঘটতে দেয়া হয় নি। কী পরিস্থিতি ও অবস্থাবলীর মাঝে দিয়ে যে, সব কাজই সুসম্পন্ন করেছি তা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলাই জানেন। এ দুর্বলতা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্যইতো আমি এখনও সুসম্পন্ন করে যাচ্ছি। তাতে আপনাদের কী অসুবিধা? কেন লিখেন যে, আপনি দুর্বল হয়ে গেছেন, আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন? তারা এটা বুঝেনই না যে, এ দুর্বলতা সত্ত্বেও আপনাদের সব কর্তব্য তো আমি পূরণ করছি। তাতে আপনাদের কী আসে যায়? আমি দুর্বল, কী দুর্বল নই -আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে যতদিন জীবিত আছি ও থাকবো, আরব্ধ সব কর্তব্যই পালন করতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্। এরপর আমি মসনূন খুতবা সানী পাঠ করে সমাপ্ত করছি। যেহেতু এখন নির্ধারিত সময়ের কিছু অবশিষ্ট ছিল সেজন্য আমি ভাবলাম, এ কথাগুলোও বলে নিই।

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত ও 'পাক্ষিক আহমদী'-১৫ জানুয়ারী ১৯৯৮ইং সংখ্যা হতে পুনঃপ্রকাশিত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ছবিতে সম্মানিত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব মাঝখানে উপবিষ্ট। সেই সময় কাদিয়ান জামেয়াতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের মাওলানা সৈয়্যদ এজাজ আহমদ সাহেব মরহুমকেও দেখা যাচ্ছে (বসা সর্বডানে)।

যিনি চলে গেলেন .....

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেমাহুল্লাহুতাআলা) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দৌহিত্র। তিনি ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযিঃ)-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম সিদ্দীকা বেগম (রাযি আল্লাহুতাআলা আনহা)। তিনি কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে তাঁর শিক্ষাজীবন আরম্ভ করেন পরে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। তিনি জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়া থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডনের বিখ্যাত **School of Oriental and African Studies (SOAS)** থেকেও ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৭ সনে হুযূর (রাহেঃ) আসেফা বেগমকে বিয়ে করেন। বিবাহিত জীবনে তিনি ছিলেন চার কন্যা সন্তানের পিতা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ছিলেন ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ওয়াকফে জিন্দেগী।

১৯৫৭ সালে খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) ওয়াকফে জাদীদ প্রতিষ্ঠা করলে তিনি হযরত মির্যা তাহের আহমদকে 'নাযেম (ব্যবস্থাপক) ওয়াকফে জাদীদ' নিযুক্ত করেন। সেই সুবাদে তিনি তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে আহমদী জামাতের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্র গুরু দায়িত্বসহ জামাতের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ১৯৮২ সালের ১০ই জুন তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খেলাফতের সূচনা লগ্ন থেকে আহমদীয়া জামাত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। ১৯৮৪ সনে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা জেনারেল জিয়াউল হকের কুখ্যাত আহমদীয়া বিরোধী অধ্যাদেশ (নং-২০) জারী হলে তিনি পাকিস্তান থেকে যুক্তরাজ্যে হিজরত করেন এবং লন্ডন থেকে জামাতের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকী আরম্ভ করেন।

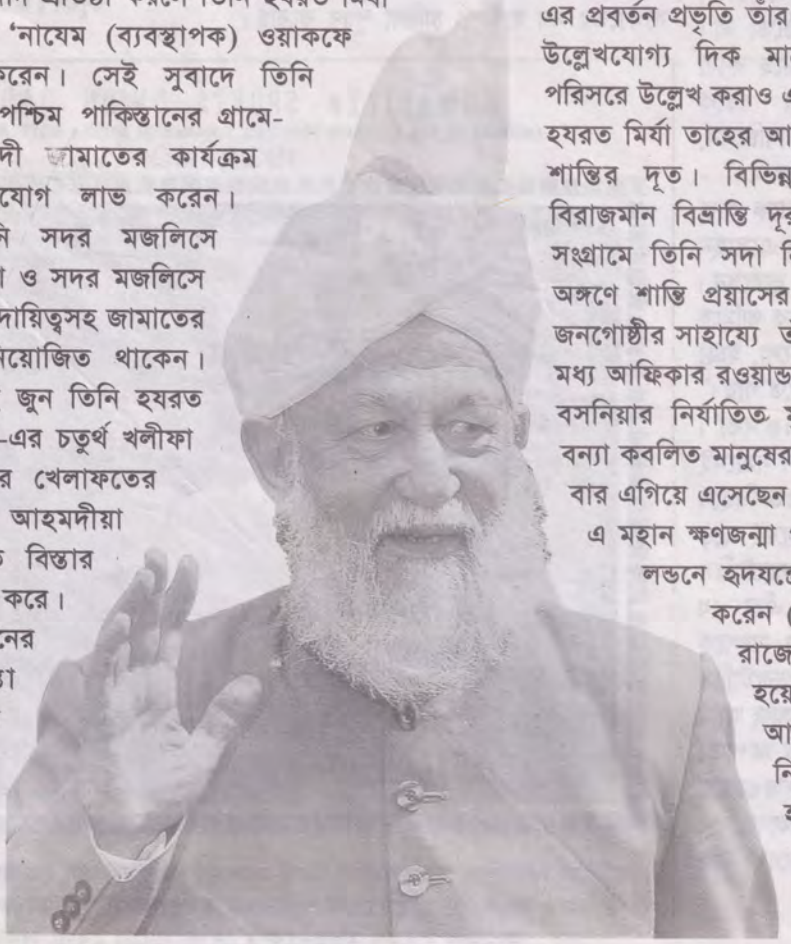

তাঁর সমগ্র খেলাফতকাল ঐতিহাসিক সাফল্যে আর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডে ভরপুর। সমগ্র জামাতকে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'-এর কাজে নিয়োজিত করা, উর্দূ ভাষায় কুরআন শরীফের নতুন সাবলীল অনুবাদ প্রকাশ, বিশ্বব্যাপী ষাটটিরও অধিক ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশ, পাশ্চাত্যে ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন ও ইসলাম বিরোধী অভিযোগ খন্ডন, ইংল্যান্ড, জার্মানী, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বৃহৎ ইসলাম প্রচার কেন্দ্র স্থাপন, মুসলিম টিভি আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে দিবারাত্র পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খাঁটি ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক বয়াত আহ্বানের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে সত্য ধর্মের সন্ধান প্রদান, ওয়াকফে নও স্কীমের যুগান্তকারী ঘোষণা, **Revelation Rationality Knowledge and Truth, Islam's Response to Contemporary Issues, Murder in The Name of Allah** প্রভৃতি যুগান্তকারী অনবদ্য গ্রন্থ রচনা ও কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের সাহায্যার্থে 'মরিয়ম শাদী ফান্ড'-এর প্রবর্তন প্রভৃতি তাঁর মহান খেলাফতকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক মাত্র। তাঁর কর্মসাফল্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করাও একটি দুরূহ বিষয়।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) ছিলেন এক মহান শান্তির দূত। বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারীদের মাঝে বিরাজমান বিভ্রান্তি দূর করে জগতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি সদা নিয়োজিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে শান্তি প্রয়াসের পাশাপাশি নির্যাতিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সাহায্যে তাঁর উদার হস্ত সম্প্রসারিত ছিল। মধ্য আফ্রিকার রওয়ান্ডার **Civil War** -এ ক্ষতিগ্রস্থদের, বসনিয়ার নির্যাতিত মুসলমানদের আর বাংলাদেশের বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্য-সহযোগিতায় তিনি বার বার এগিয়ে এসেছেন।

এ মহান ক্ষণজন্মা পুরুষ গত ১৯শে এপ্রিল সকালে লন্ডনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বছর। আমাদের আন্তরিক দোয়া খোদাতাআলা যেন নিজ অপার রহমতে তাঁকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সান্নিধ্যে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দেন (আমীন)।

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর প্রথম খুতবা

[সৈয়্যদনা, আমীরুল, মু'মিনীন, হযরত মির্যা, মাসরূর, আহমদ, কর্তৃক
২৫ এপ্রিল, ২০০৩ইং তারিখে লন্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা আরম্ভ করেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

'আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে সেক্ষেত্রে (বলে দাও), নিশ্চয় আমি অতি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই যখন সে আমায় ডাকে। অতএব তাদেরও আমার ডাকে সাড়া দেয়া আর আমার প্রতি ঈমান আনা উচিত যেন তারা হেদায়াত লাভ করে' (সূরা আল্ বাকারা ঃ ১৮৭)।

যে আয়াতটি এখন তেলাওয়াত করা হলো এটা আল্লাহ্তাআলার সিফত (অর্থাৎ ঐশী গুণ) 'আলমুজীব'-এর সাথে সম্পর্কিত। যদিও এ ঐশী গুণটির বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেমাহুল্লাহু তাআলা) বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন, তবুও বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে আজ আমি এ সিফতটিকে খুতবার জন্য বেছে নিয়েছি। এ আয়াতে দোয়ার কবুলিয়তের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আঙ্গিকেই আজ আলোকপাত করা হবে আর এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্তাআলা জামাতের প্রতি অজস্র ধারায় যে অনুগ্রহ ও দয়া দেখিয়েছেন তারও উল্লেখ থাকবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হলো, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্তাআলা বড়ই লাজুক স্বভাবের, বড়ই দয়ালু ও দাতা। কোন বান্দা যখন তাঁর দরবারে দু'হাত তুলে দোয়া করে তখন তিনি তাকে রিক্ত হস্তে ফেরৎ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন।' হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্তাআলা বলেন, আমি আমার সম্বন্ধে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ীই তার সাথে আচরণ করে থাকি। আমাকে স্মরণ করার সময় আমি তার সঙ্গেই থাকি। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করবো, সে প্রকাশ্যে কোন সভায় আমাকে স্মরণ করলে আমি তার চেয়ে উত্তম সভায় তাকে স্মরণ করবো। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হব, আর সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।'

হে বিদায়গ্রহণকারী!
আজ আমরা সবাই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি এই প্রিয় জামাতকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে আর এ জামাত খেলাফত প্রতিষ্ঠাকল্পে ও একে শক্তিশালী করতে আজ পুনরায় সীসাগলিত প্রাচীরের মত এক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যেক্ষেত্রে আমাদের জামাত (খলীফা রাবে'র মৃত্যুতে) ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ছটফট করছিল সেক্ষেত্রে আল্লাহ্তাআলা কি আমাদের উদ্ধারকল্পে দৌড়ে না এসে আর সাহায্য না করে পারতেন? আল্হামদুলিল্লাহ্।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) তাঁর জীবনে বৈঠক শেষে উঠার সময় খুব কমই সাহাবীদের জন্য তাঁর এ দোয়াটি বাদ দিয়েছেন ঃ 'হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার এমন ভীতি আমাদেরকে দান কর যা আমাদেরকে তোমার অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে, আমাদেরকে তোমার এমন আনুগত্য করার সৌভাগ্য দাও যা আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টির জান্নাতে উপনীত করে, আমাদের মাঝে এমন দৃঢ়-বিশ্বাস সৃষ্টি কর যার দরুন জাগতিক বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় আর আমাদের শ্রবণ-শক্তি, দৃষ্টি-শক্তি এবং অন্যান্য শক্তি (ইন্দ্রিয়) আমাদের উপকারে আজীবন নিয়োজিত কর আর আমাদেরকে এ কল্যাণের উত্তরাধিকারী কর আর যে আমাদের প্রতি অত্যাচার করে তুমি আমাদের পক্ষ হয়ে তার কাছে থেকে প্রতিশোধ নাও আর আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর এবং আমাদের ধর্মের বিষয়ে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলো না। আর এ জড় জগতটিকে আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ও আমাদের জ্ঞানের একমাত্র গন্ডি বানিও না আর এমন কাউকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, যে আমাদের প্রতি দয়া না করে।'

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "যারা দোয়া করে থাকে আল্লাহ্ তাদের সমস্যাদির সমাধান করে দেন। তিনি দোয়া প্রত্যাখ্যান করেন না। কুরআন শরীফ দোয়ার দু'টো দিক বর্ণনা করেছে। কখনও আল্লাহ্তাআলা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন আবার কখনও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে নেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

(ওয়ালানাবলুওয়ান্নাকুম বেশাইয়িম মিনাল খাওফে ওয়াল জু'য়ে। বাকারা ঃ ১৫৬ আয়াতাংশ)

এখানে তাঁর নিজের অধিকার বাস্তবায়ন ও মান্য করানোর কথা বলছেন। 'নূনে সাকিলা' প্রয়োগ করে যে তাগিদ প্রকাশ করেছেন এর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন, অটল-শিরোধার্য

তকদীর প্রকাশিত হলে এর চিকিৎসা হলো **'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন'**। আরেকটি সময় হলো খোদাতাআলার অনুগ্রহ ও দয়া উদ্বেলিত হবার সময় যার কথা ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَکُمۡ (*উদউনী আসতাজিব লাকুম*- ৪০:৬১) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মোট কথা, দোয়ার ক্ষেত্রে এ প্রকারভেদ সবসময় মনে রাখতে হবে, কখনও তিনি নিজের কথা মান্য করাতে চান আবার কখনও অন্যের কথা মেনে নেন। বিষয়টি অনেকটা বন্ধুত্বসুলভ। আমাদের মহানবী (সঃ) দোয়ার কবুলিয়তের ক্ষেত্রে যেমন এক বড় আদর্শ তেমনি এর বিপরীতে খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট ও আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রেও তিনি এক মহান আসনে সমাসীন। তাঁর মোট এগারজন সন্তান মৃত্যুবরণ করেছেন এসত্ত্বেও তিনি কখনও 'কেন' প্রশ্নটি করেন নি।"

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) অন্য একস্থানে বলেছেন ঃ 'খোদাতাআলা দোয়ার ক্ষেত্রে আমাকে এমন এক অদম্য উচ্ছ্বাস দান করেছেন যেমন অদম্য উচ্ছ্বাস সমুদ্রে দেখা যায়।' আরও বলেছেন ঃ 'তোমরা যদি নিজেরা নিরাপদ থাকতে আর তোমাদের বাড়ি-ঘরে শান্তি দেখতে চাও তাহলে তোমাদের খুব বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। নিজেদের বাড়ী-ঘর দোয়াতে ভরে দাও। যে বাড়ীতে সর্বক্ষণ দোয়া করা হয় খোদাতাআলা সে বাড়ী ধ্বংস করেন না।' আরও বলেছেন ঃ 'আমি সব সময় দোয়াতে মগ্ন থাকি আর এ দোয়াটি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য সহকারে করে থাকি, খোদাতাআলা যেন আমার সুহৃদ বন্ধুবর্গকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে নিরাপদ রাখেন। কেননা, এদের দুঃখ ও দুশ্চিন্তাই আমাকে দুঃখে ভারাক্রান্ত করে তুলে। এরপর সার্বজনীনভাবে এ দোয়া করা হয়, কাউকে কোন দুঃখ বা ক্লেশ স্পর্শ করে থাকলে আল্লাহ্‌তাআলা তা থেকে যেন তাকে মুক্তি দেন। দোয়া করার উদ্দেশ্যেই আমার সমস্ত আবেগ ও শক্তি ব্যয় হয়ে থাকে।'

আল্লাহ্‌তাআলা আমাকেও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এ সুন্নতের উপর আমল করার সৌভাগ্য দান করুন আর আপনাদের দুঃখ-যাতনা আমার কাছে যেন নিজের ব্যথার চেয়ে বেশি অনুভূত হয়। আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করুন (আমীন)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম দোয়াই হলো খোদাতাআলার সন্তুষ্টি ও পাপ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া। কেননা, পাপের আধিক্যের কারণেই মন শক্ত হয়ে যায় আর মানুষ জগতের এক কীটে পরিণত হয়। আমাদের দোয়া করা উচিত, যে পাপ হৃদয়কে পাষাণ করে দেয় সেই পাপ যেন তিনি দূরীভূত করে দেন আর আমাদেরকে যেন তাঁর সন্তুষ্টির পথ দেখান।' তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ 'আমরা দোয়া করি খোদাতাআলা যেন জামাতকে সুরক্ষিত রাখেন আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে সত্য নবী ছিলেন একথা যেন জগতের কাছে সাব্যস্ত হয় আর মানুষ যেন খোদাতাআলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়।' হুযূর (আঃ) আরও বলেছেন ঃ 'যারা এ জামাতে প্রবেশ করে তাদের সবচেয়ে বড় লাভ হলো, আমি তাদের জন্য দোয়া করি। দোয়া এমন এক জিনিস যা এক শুকনো কাঠকেও সবুজ সতেজ করে দিতে পারে আর মৃতকে জীবিত করতে পারে। এর মাঝে গভীর প্রভাব বিদ্যমান' (মলফূযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১০০)।

আল্লাহ্‌তাআলা এ যুগেও আমাদেরকে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এসব দোয়ার ভাগী করুন যা তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য করে গেছেন। আর এর চেয়েও বড় প্রার্থনা হলো, মহানবী (সঃ) তাঁর উম্মতের জন্য যেসব দোয়া করেছেন আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকেও তার ভাগীদার করুন, (আমীন)।

আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উত্তরসূরী বানিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। এর লক্ষণ আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে থাকি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর মৃত্যু আমাদেরকে নিঃসহায় করে ফেলেছিল। কিন্তু এসব দোয়ার ফলেই আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ كَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِيۡنَهُمُ الَّذِى ارۡتَضٰى لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ يَعۡبُدُوۡنَنِىۡ لَا يُشۡرِكُوۡنَ بِىۡ شَيۡــًٔا ؕ وَمَنۡ كَفَرَ بَعۡدَ ذٰ لِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ۝

অনুবাদ ঃ 'তোমাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন তিনি পৃথিবীতে তাদেরকে নিশ্চয়ই খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খলীফা বানিয়েছিলেন আর তাদের জন্য তিনি তাদের সেই ধর্মকে শক্তিশালী করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, আর তাদের ভীতির অবস্থাকে তিনি তাদের জন্যে অবশ্যই শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় বদলে দিবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা দেখাবে তারাই অবাধ্য' (সূরা নূর ঃ ৫৬)। আল্লাহ্‌তাআলা এ প্রিয় জামাতকে যেন কখনও অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না করেন (আমীন)।

এরপর একটি হাদীস বলছি। "হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ **'আল্লাহ্‌তাআলা যতদিন চাইবেন তোমাদের মাঝে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তিনি তা তুলে নিবেন আর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর আল্লাহ্‌তাআলা যখন চাইবেন তখন এ নিয়ামতটিও তুলে নিবেন। আবার তকদীর অনুযায়ী এরপর কষ্টদায়ক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যার কারণে মানুষরা মনে দুঃখ পাবে আর তারা কষ্ট অনুভব করবে। এ যুগের অবসানে খোদার আরেক তকদীর অনুযায়ী এর চেয়েও বেশি অত্যাচারী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তাআলা কৃপা প্রদর্শন করবেন আর এ অত্যাচারী যুগের অবসান ঘটাবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।'** এ কথা বলে তিনি (সঃ) নীরব হয়ে গেলেন।" আল্লাহ্‌তাআলার কাছে দোয়া, এ নিয়ামত যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে আর আল্লাহ্ যেন তাঁর কৃপার হাত জামাতের উপর থেকে না সরান, এ জামাত যেন সর্বদা কৃতজ্ঞ ও দোয়াতে অভ্যস্ত লোকদের জামাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা আর রহমতের সুদৃষ্টি যেন সব সময় আমরা লাভ করি (আমীন)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, 'কোন রসূল বা বড় বুযুর্গ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন পৃথিবীতে এক বিপর্যয় দেখা দেয় আর সেটা হয়ে থাকে এক বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত, কিন্তু খোদাতাআলা একজন খলীফা নিযুক্তির মাধ্যমে এর অবসান ঘটান, পুনরায় যেন নতুনভাবে সেই খলীফার মাধ্যমে এ অবস্থার সংশোধন ও সংহতি বিধান করা হয়।'

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "অতএব হে আমার প্রিয় ব্যক্তিবর্গ! আদিকাল থেকে বিরোধীদেরকে দু'টি কুদরত প্রদর্শন করা যেহেতু আল্লাহ্‌র বিধান তাই আল্লাহ্‌র পক্ষে এবারও তাঁর এই বিধান লঙ্ঘন করা অসম্ভব। ... তোমাদের জন্য 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রত্যক্ষ করাও আবশ্যক আর তার আগমন তোমাদের জন্য উত্তম কেননা তা স্থায়ী ব্যবস্থা। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। ... 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকে খোদাতাআলার এই অঙ্গীকার বিদ্যমান আর সেই অঙ্গীকার আমার ব্যক্তি-সত্তার সাথে সম্পর্কিত নয় বরং তোমাদের বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। খোদাতাআলা বলছেন ঃ 'আর আমি তোমার অনুসারী এ জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবো।' ... আমাদের খোদা হলেন অঙ্গীকার পূর্ণকারী, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী খোদা। তিনি যা যা অঙ্গীকার করেছেন এর সবগুলো তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ জগতের সর্বশেষ যুগ আর এটা অনেক অনেক বিপদ আপতিত হবার সময়, কিন্তু যেসব বিষয়ে খোদাতাআলা আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেসব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগত টিকে থাকতে বাধ্য। আমি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এক ধরনের কুদরতরূপে আগমন করেছি। আমি খোদাতাআলার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরও কয়েকজন ব্যক্তি রয়েছেন যারা 'দ্বিতীয় কুদরতের' বিকাশ হবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকে আরও বলেছেন ঃ 'এটা খোদাতাআলার চিরন্তন বিধান আর যখন থেকে পৃথিবীতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে তিনি চিরকাল এ বিধানকে কার্যকর করে এসেছেন, তা হচ্ছে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন আর তাদেরকে বিজয় দান করেন। তিনি বলেছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ

(অর্থ ঃ আল্লাহ্ অবধারিত করে নিয়েছেন, নিশ্চয় আমি আর আমার রসূলগণই বিজয়ী হব।) এখানে বিজয়-এর তাৎপর্য হলো, রসূল আর নবীরা সব সময় চান পৃথিবীতে যেন খোদাতাআলার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় আর কেউ যেন এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে, তদনুযায়ী খোদাতাআলা জোরালো নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের সত্যতা প্রকাশ করে দেন আর তারা জগতে যে সাধুতা ছড়িয়ে দিতে চান খোদা এর সূচনা তাদেরই মাধ্যমে করে দেন। কিন্তু তিনি এ কাজটি তাদের মাধ্যমে পূর্ণ করেন না বরং এমন এক সময় তাদেরকে মৃত্যু দান করেন যে সময়টা এক ধরনের ব্যর্থতার আশঙ্কা বয়ে বেড়ায়। এর মাধ্যমে বিরোধীদের জন্য তিনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অভিযোগ-উপহাসের একটা সুযোগ করে দেন। আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফেলার পর তিনি তাঁর কুদরতের দ্বিতীয় একটি রূপ প্রকাশ করেন আর এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দেন যেগুলোর মাধ্যমে সেসব কাজ পূর্ণ হয়ে যায় যা কিছুটা অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেন ঃ "তোমাদের জন্য এটি এক অতি বরকতময় পদ্ধতি, তোমরা এই 'হাবলুল্লাহ্' *(অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার রজ্জু)*-কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। কেবল এই আল্লাহ্‌তাআলার রজ্জুই তোমাদের মত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব একে শক্ত হাতে ধরে রেখো।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন ঃ "খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো জগতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। আর আল্লাহ্‌তাআলার অটল, অনড় অপরিবর্তনযোগ্য এ অঙ্গীকার বিদ্যমান খেলাফতের পুরস্কার প্রদানের পর তোমাদেরকে এই পুরস্কার দেয়া হবে, তোমরা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, পূর্ণ একত্ববাদের অনুসারী হয়ে তোমরা আমার ইবাদত করে যাবে আর আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে। এই সেই শেষ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি যা আহমদীয়া জামাতকে প্রদান করা হয়েছে। আর আমি নিশ্চিত, আর আমরা যেসব দৃশ্য অবলোকন করেছি যার ফলশ্রুতিতে আমাদের মনে বেদনা-ধারার সমান্তরালে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ধারাও বয়ে চলেছে। এসব দৃশ্য এত অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক যা জগতের অন্য কোন জাতির মাঝে কল্পনাও করা যায় না! এ বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের যে অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে তা অন্য কোন দলের নেই। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল রেখে বিশ্বাস করতাম তিনি আহমদীয়া খেলাফতকে কখনও ধ্বংস হতে দিবেন না। একে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী করে রাখবেন। সতেজ, টাটকা, সদা সুগন্ধময়, সুগন্ধীর স্পর্শে সুরভিত রেখে তিনি একে সবসময় সেই 'পবিত্র বৃক্ষের' মত করে লালন করবেন যার বিষয়ে আল্লাহ্‌তাআলার অঙ্গীকার বিদ্যমান। এটা এমন এক 'পবিত্র বৃক্ষ' যার শেকড় মাটিতে দৃঢ়ভাবে গেড়ে দেয়া আছে জগতের কোন শক্তি একে উপড়ে ফেলতে পারবে না। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিজ গন্ডিতে একটি পৃথক বিষয়। এটি এক অনন্ত অক্ষয় বিষয়। এটি কোন ব্যক্তি-সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটা পূর্বের কোন খলীফার ব্যক্তি-সত্তার সাথেও সম্পর্কিত ছিল না, আমার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ও নয় আর ভবিষ্যতের কোন খলীফার সাথেও সম্পর্কিত নয়। বরং এটা খেলাফতের পদমর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। এ দিকটি এক জীবন্ত ও স্থায়ী আঙ্গিক যা ইন্‌শাআল্লাহ্ কখনও শেষ হবার নয়। তবে একটি শর্ত রয়েছে, আর তা হলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তার খলীফা বানানোর অঙ্গীকার করছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তোমাদেরকেও কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি তোমাদের মাঝে তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। আমরা দোয়া করি আর আজীবন আমাদের চেষ্টা থাকবে জামাত যেন চিরকাল নেকীতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অতএব জামাত যদি দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে নেকীর

ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার এ অঙ্গীকার আমাদের সাথে আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করে যাবে। আহমদীয়া খেলাফত সগৌরবে সেই 'পবিত্র বৃক্ষের' মত গগনচুম্বী ডালপালা মেলে বেড়ে উঠবে।"

এ প্রসঙ্গে হুযূর খলীফা রাবে' (রাহেঃ) আরও বলেছেন ঃ 'আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে এ নেয়ামত প্রদান করেছেন অথচ আপনারা কীভাবে এর ভাগী হলেন তা-ও জানতেন না। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে আপনারা পুনরায় এ নিয়ামত লাভ করেছেন, তাই এ নিয়ামতকে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্‌তাআলা নিজ অনুগ্রহে এ নিয়ামত আবার অবতীর্ণ করেছেন। আর ঐশী নিয়ামত ছাড়া মানুষের মাঝে আত্মার বন্ধন সৃষ্টি করা যায় না। আপনারা যদি আপনাদের মন থেকে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর অস্তিত্বকে মুছে দেন তাহলে আপনাদের কেউই অপরের কোন পরওয়া করবে না। খেলাফত এ সম্পর্কটিকেই আরও সুদৃঢ় করে চলেছে। এ সম্পর্ক প্রথমে খেলাফতের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় তারপর বিস্তৃতি লাভ করে।'

হুযূর (রাহেঃ) জামাতকে ঐক্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন ঃ 'অতএব আপনাদের ঐক্যবদ্ধ করার সেই ঐশী অনুগ্রহ আজ আরেকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যার কৃপায় আমরা আজ পুনরায় সেই একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। 'আজ আমরা পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেছি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! এবার যখন ভাই ভাই হয়েছো কেয়ামত পর্যন্ত তিনি তোমাদের এই ভ্রাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্‌। তোমরা বিনয়ের সাথে খোদাতাআলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জীবন কাটাতে থাকলে কেউই তোমাদের কাছ থেকে এই নিয়ামতকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

হুযূর (রাহেঃ) বলেছিলেন ঃ 'আমি আপনাদের একটি সুসংবাদ দিচ্ছি, তা হলো, এখন থেকে খেলাফতে আহমদীয়া কখনও কোন বিপদের সম্মুখীন হবে না। এই জামাত খোদার দৃষ্টিতে পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছে। কোন শত্রুর কু-দৃষ্টি বা ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা এ জামাতের চুল পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর আহমদীয়া খেলাফত ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা সেভাবে সগৌরবে শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে যাবে যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জামাত কমপক্ষে এক হাজার বছর জীবিত থাকবে। তাই অনেক দোয়া করুন, ঐশী প্রশংসা গেয়ে যান আর আপনাদের অঙ্গীকার নবায়ন করুন।'

হে বিদায় গ্রহণকারী! আজ আমরা সবাই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি এ প্রিয় জামাতকে যে সুসংবাদ দিয়েছিলে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর এ জামাত খিলাফত প্রতিষ্ঠাকল্পে ও একে শক্তিশালী করতে আজ পুনরায় সীসাগলিত প্রাচীরের মত এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ জামাত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন উদাহরণ স্থাপন করেছে যার তুলনা ধরা-পৃষ্ঠে পাওয়া যায় না।

হে খোদা, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! তুমি চিরকালের মত এবারও নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমার প্রিয় জামাতের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি রেখো (আমীন)।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ 'আমি বড় দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার পদতলে সমর্পিত দেখতে পেয়েছি। আর নিকট ভবিষ্যতে আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরেকজন কথা বলছেন। আমার হাতকে শক্তিশালী করতে এমন একটি হাত ক্রিয়াশীল যা জগত দেখতে পায় না; কিন্তু আমি তা দেখি। আমার মাঝে এক ঐশী-চেতনা কার্যকর যা আমার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষরকে জীবন্ত করে তুলেছে। আর আকাশে এক বিরাট আলোড়ন ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যা এ মাটির ঢেলাকে একটা পুতুলের মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।'

তিনি (আঃ) আরও বলেন ঃ "খোদাতাআলা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে বিজয় দান করবো আর প্রত্যেক অভিযোগ থেকে তোমাকে দায়মুক্ত করবো। আর তুমি বিজয়ী হবে। আর বিরোধীদের উপর তোমার জামাত কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় লাভ করবে।' আরও বলেছেন, 'আমি অনেক শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তোমার সত্যতা প্রকাশ করবো'।"

পরিশেষে আমি আবারও দোয়া করার আহবান জানাচ্ছি, আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, বেশি করে দোয়া করুন, খোদাতাআলা আমার মাঝে যেন এমনসব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে আমি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর প্রিয় জামাতের সেবা করতে পারি আর আমরা যাতে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হতে পারি (আমীন)। গতকাল এক বন্ধু দোয়া দিয়ে চিঠি লিখেন আর তার লেখাটি আমার বেশ ভাল লেগেছে। তিনি লিখেছেন, আপনার মাঝে যদি খেলাফতের গুরুভার বহন করার যোগ্যতা না-ও থেকে থাকে, আমি দোয়া করি, খোদাতাআলা যেন আপনার মাঝে তা সৃষ্টি করে দেন। নিঃসন্দেহে দোয়ার মাধ্যমে ও খোদাতাআলার অনুগ্রহে আমাদের এ কাফেলা সাফল্যের সাথে নিজ গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। তবে একটি বিষয়ে এখনই আমি পরিষ্কার করে বলে দেই আর তা হলো, জামাতের ঐশী-ব্যবস্থাপনা ও খেলাফতের একটি নিজস্ব সম্মান ও পবিত্রতা রয়েছে, যা আপনাদেরকে কখনই প্রকাশ্যভাবে বৈঠকে বসে খলীফার সমালোচনা করে 'এ খলীফার মাঝে অমুক দুর্বলতা আছে বা তমুক বিষয়ে অভাব বিদ্যমান' -এ ধরনের কথা ছড়ানোর অনুমতি দিবে না। আপনারা আমার দুর্বলতা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করুন, আমি সাধ্যানুযায়ী সেগুলো দূর করার চেষ্টা করবো। কিন্তু বৈঠকে প্রকাশ্যভাবে অনর্থক কথাবার্তা যারা বলবেন তাদের বিরুদ্ধে জামাতী ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই পদক্ষেপ নিবে আর এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই আমার আবেদন হলো, দোয়ায় রত থাকুন আর দোয়ার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন আর আমরা যেন সবাই মিলে ইসলামের বিজয়ের দিন দেখি (আমীন)। (এরপর খুতবায়ে সানিয়ার মাধ্যমে খুতবা শেষ হয়।)

অনুবাদ-আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

নতুন খিলাফত প্রতিষ্ঠা ঃ কয়েকটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত

হুযূর (রাহেঃ)-এর ইনতেকালের খবরে (মসজিদ ফযল-লন্ডন) মসজিদের প্রাঙ্গণে শোকার্ত আহমদীদের ঢল নামছে

হুযূর (রাহেঃ)-এর কফিন সর্বসাধারণের দেখার জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়

পঞ্চম খেলাফতের নির্বাচনের সময় বাইরে দোয়ারত হাজার হাজার আহমদী

কনকনে শীত উপেক্ষা করে প্রায় ৮/১০ হাজার আহমদী নির্বাচনের খবর শুনার জন্য প্রতীক্ষারত

বয়াত অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস নিঃশব্দে দোয়ারত

বয়াত অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-কে শেষ বিদায়

ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড, ইউ.কে.) পথে হুযূর (রাহেঃ)-এর মরদেহবাহী গাড়ীর বহর

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর জানাযার প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) প্রথম আনুষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ন ভাষন দিচ্ছেন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) হুযূর (রাহেঃ)-এর জানাযার নামায পড়াচ্ছেন

হুযূর (রাহেঃ)-এর কফিন বহনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর কবরে সর্বপ্রথম মাটি দিচ্ছেন

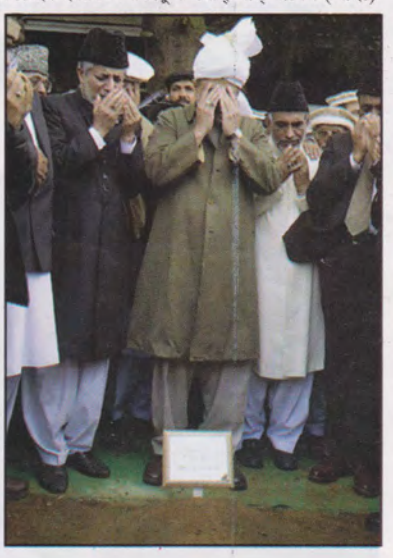

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালানা করছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সান্নিধ্যে

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে মুরব্বী সিলসিলা মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সান্নিধ্যে তাঁরই স্নেহধন্য মাওলানা ফিরোয আলম সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের নায়েব ন্যাশনাল আমীর ২য় মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের নায়েব ন্যাশনাল আমীর ৩য় মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা এ কে রেজাউল করীম সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর নির্দেশে ডা. যাকারিয়ার সাথে শওকত বেগমের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের একটি অনুষ্ঠানে ডা. যাকারিয়া ও জনাব আব্দুল হাদীর মাঝ খানে হুযূর (রাহেঃ)-কে দেখা যাচ্ছে

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে বাঙ্গালী জময ভ্রাতৃদ্বয় তারেক ও যুবায়ের

হুযূর (রাহেঃ)-এর সাথে আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী জিরাআত ড. মোজাহেদ উদ্দিন সাহেব

একটি মর্ম বিদারী গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম ওয়া 'আলা আবদিহিল মাসীহিল মাওউদ।

কুল্লু মান 'আলায়হা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রব্বীকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। "এর (অর্থাৎ পৃথিবীর) ওপর যারাই আছে সবই নশ্বর। এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবেন (কেবল) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সত্তা, যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী"।

একান্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিশ্ব জামাতে আহমদীয়াকে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ, আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) আজ ১৯শে এপ্রিল, ২০০৩ তারিখ লন্ডন সময় সকাল ৯.৩০টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। আমাদের হৃদয় আজ শোকগ্রস্থ, দুঃখে ভারাক্রান্ত, তবুও প্রিয় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ভাষায় বলবো, হৃদয় ব্যথিত, নয়ন অশ্রুসিক্ত; কিন্তু আমরা মহান আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ্তাআলা জামাতকে এ দুঃখ আর বেদনার মুহূর্তে ধৈর্য দৃঢ়-চিত্ততা ও সৎ সাহসের তৌফীক দান করুন। এমন স্পর্শকাতর ও জটিল সময়ে মহান আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং জামাতে আহমদীয়ার হেফাযতকারী এবং সাহায্যকারী হোন। আল্লাহ্তাআলা পূর্বের মত এখনও তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে বিশ্বস্ততার সাথে আমাদেরকে দায়িত্বাবলী পালনের তৌফীক দান করুন। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ আয়াতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করুন। এতে তিনি বলেছেন, **ওয়ালা ইউবাদ্দিলান্নাহুম মিন বা'দি খওফিহিম আমনা** অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি ভীতির পর তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন, আমীন।

আমরা নিশ্চিত এবং আমাদের গত একশ' বছরের অভিজ্ঞতা এ কথার সাক্ষী যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর নিয়মানুযায়ী সবসময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে থাকেন। আজও পুনরায় একই খোদা আমাদের সাহায্যকারী, সমর্থনকারী এবং হেফাযতকারী হবেন, ইনশাআল্লাহ্, আমীন।

স্বাক্ষরিত ঃ **মির্যা মাসরূর আহমদ**
নাযেরে আলা, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া
রাবওয়া, পাকিস্তান

২৪শে এপ্রিল, ২০০৩ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি আহমদী মুসলমানের প্রিয় ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্র চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) গত ১৯ এপ্রিল, ২০০৩ রোজ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে ১৬ গ্রীসেনহল রোড, লন্ডনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি চার সন্তান রেখে গেছেন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) ১৯২৮ সনের ১৮ ডিসেম্বর আহমদীয়া জামাতের ইমাম ও প্রতিশ্রুত মসীহ্র দ্বিতীয় খলীফা ও প্রতিশ্রুত সংস্কারক হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর ঔরষে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন কাদিয়ানে শুরু হয়। পরে পাকিস্তানের লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজ এবং জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৫৫ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৯৮২ সনের ১০ই জুন তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম ও প্রতিশ্রুত মসীহ্র চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের উপর ধর্মীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাসে তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরত করে সাউথফিল্ডের 'ফযল মসজিদ' এলাকায় অবস্থান করেন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বে তিনি বিশ্ব আহমদীয়া যুব সংগঠন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদে আন্তর্জাতিক সচিবের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিশিষ্ট লেখক, কবি, ক্রীড়ামোদী ও হোমিও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। MURDER IN THE NAME OF ALLAH, ISLAM'S RESPONSE TO CONTEMPORARY ISSUES, REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH ইত্যাদি যুগান্তকারী ধর্মীয় গবেষণামূলক অনন্যসাধারণ রচনাবলী ছাড়াও তাঁর **হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ বিধান গ্রন্থ** খানি আর্তমানবতার সেবায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ।

বিগত ২১ বছরে তাঁর নেতৃত্বে জামাতে আহমদীয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিসীম অগ্রগতি লাভ করে। তাঁর দিকনির্দেশনা ও কর্মপ্রেরণা জামাতের মাঝে নবদিগন্তের সূচনা করে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) ইন্টারন্যাশনাল টি.ভি চ্যানেল তাঁর একটি বিশেষ অবদান। এ চ্যানেলটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সার্বক্ষণিক বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করে চলছে। তাঁর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় পৃথিবীর প্রায় একশ' ভাষায় পবিত্র কুরআন মজীদের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি নিজেও পবিত্র কুরআনের এক অসাধারণ উর্দূ অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে আহমদীয়তের বিস্তার ঘটে। জামাতের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সনে ইসলামী খেলাফতের ধারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজও প্রবহমান রয়েছে। আহমদীয়া জামাতের ইলেক্টোরেল কলেজ কর্তৃক গত ২৩ এপ্রিল, ২০০৩ বাংলাদেশ সময় ভোর ৪.৪০ মিনিটে লন্ডনে সরাসরি ভোটে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম ও প্রতিশ্রুত মসীহের পঞ্চম খলীফা বা খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরপরই তিনি উপস্থিত জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর বয়াত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে প্রায় ৮ হাজার আহমদী অংশ নেন। তিনি জামাতের সকলকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দোয়ায় রত থাকার আহ্বান জানান।

গত ২৩ এপ্রিল, ২০০৩ বাংলাদেশ সময় রাত ৮-০০ টায় নবনির্বাচিত ৫ম খলীফা (আইঃ) লন্ডনের টিলফোর্ড এলাকার ইসলামাবাদে জামাতের প্রয়াত চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)-এর জানাযার নামায পড়ান ও ইজতেমায়ী দোয়া শেষে তাঁকে তথায় সমাহিত করেন। জানাযার নামাযে প্রায় ২৫ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে (রাহেঃ) সমাহিত করার সকল দৃশ্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সারা বিশ্বে প্রদর্শন করা হয়।

- **মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন**
ন্যাশনাল আমীর (ভারপ্রাপ্ত)

জাতীয় দৈনিকে

দৈনিক আজকের জন্মভূমি

রেজি নং ঃ ডি এ- ২০৬৮ ॥ ১ম বর্ষ- ৩২০ তম সংখ্যা নারায়নগঞ্জ শনিবার ঃ ১৩ বৈশাখ ১৪১০ বাংলা ঃ ২৩ সফর ১৪২৩ হিজরী ঃ ২৬ এপ্রিল ২০০৩ ইংরেজী ৪ পৃষ্ঠা মূল্য - ৫ .০০ টাকা।

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম মির্যা তাহের আহমেদের ইন্তেকাল ॥ লন্ডনে সমাহিত ॥ বিশ্বের কোটি কোটি আহমদিয়া মুসলমান গভীর শোকে আচ্ছন্ন ॥

৫ম খলিফা হিসাবে মির্যা মাশরূর আহমেদের দায়িত্ব গ্রহন

পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাশরূর আহমেদ (আইঃ)

জোনায়েদ আহমেদ ॥ বিশ্বের ২০ কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু প্রানপ্রিয় ইমাম আহমদিয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলিফা বিশিষ্ট কবি ও লেখক, খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত মির্যা তাহের আহমেদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন)। গত ১৯ এপ্রিল লন্ডনে সাউথ ফিল্ডে ফজল মসজিদ চত্বরের বাসভবনে লন্ডন সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। ৭৫ বয়সের এই আধ্যাত্মিক মহান ধর্মীয় নেতা ছিলেন চার সন্তানের জনক। লন্ডন থেকে ১৭৪টি দেশে ইসলাম প্রচারে নেতৃত্বদানকারী ধর্মীয় নেতার মৃত্যু সংবাদ মুসলিম আহমদিয়া টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের ২০ কোটি আহমদিয়া মুসলমানের হৃদয়ে গভির শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রিয় ইমামের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ অশ্রু হয়ে নেমে আসে তাদের দু'চোখে। নফল নামাজ, নফল রোজা আর সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রিয় ইমামের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ায় রত হয় সকল আহমদিয়া মুসলমান। সকল মহাদেশ থেকে হাজার হাজার আহমদি সমবেত হয় লন্ডনের ১৬ গ্রিসেন হল রোডের ফজল মসজিদ চত্বরে এমটিএ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করছিল প্রিয় ইমামের শেষ বিদায়ের ধারাবর্ণনা। অপলক দৃষ্টিতে নির্ভুল চোখ প্রত্যক্ষ করছিল পৃথিবীর কোটি কোটি আহমদী মুসলমান। ২৩ এপ্রিল শতাধিক দেশের আমীর এবং খলিফা নির্বাচন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম খলিফা হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হন মির্জা মাশরূর আহমেদ।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর মো তাসাদ্দক হোসেন গত ২৪ এপ্রিল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি আহমদী মুসলমানের প্রিয় ইমাম এবং জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) গত ১৯ এপ্রিল, ২০০৩ রোজ শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিটে ১৬, গ্রীসেনহল রোড, লন্ডনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি চার সন্তান রেখে গেছেন। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) ১৯২৮ সনের ১৮ ডিসেম্বর আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা ও প্রতিশ্রুত সংস্কারক হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর ঔরষে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন কাদিয়ানে শুরু হয়। পরে পাকিস্তানের লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজ এবং জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৯৮২ সনের ১০ জুন তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হন। পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের উপর ধর্মীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাসে তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরত করে সাউথফিল্ড এলাকায় "ফযল মসজিদ" চত্বরে অবস্থান করেন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে জামাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বে তিনি বিশ্ব আহমদীয়া যুব সংগঠন ও বয়োজেষ্ঠদের সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদে আন্তর্জাতিক সচিবের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক ধ্যানের পাশাপাশি বিশিষ্ট লেখক, কবি, ক্রীড়ামোদী ও হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। MURDER IN THE NAME OF ALLAH. ISLAM'S RESPONSE TO CONTEMPORARY ISSUES. REVELATION RATIONALITY KNOWLEDGE AND TRUTH ইত্যাদি যুগান্তকারী ধর্মীয় গবেষনামূলক অনন্যসাধারণ রচনাবলী ছাড়াও তাঁর HOMOEO MATERIA MEDICA আর্তমানবতার সেবায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ।

বিগত ২১ বছরে তাঁর নেতৃত্বে জামাতে আহমদীয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিসীম অগ্রগতি লাভ করে। তাঁর দিকনির্দেশনা ও কর্মপ্রেরণা জামাতের মধ্যে নবদিগন্তের সূচনা করে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে MTA (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) ইন্টারন্যাশনাল টিভি চ্যানেল তাঁর একটি বিশেষ অবদান। এ চ্যানেলটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সার্বক্ষনিক বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠানাদি সম্প্রচার করে চলছে। তাঁর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় পৃথিবীর প্রায় একশতটি ভাষায় পবিত্র কুরআন মজিদের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি নিজেও পবিত্র কুরআনের এক অসাধারণ উর্দূ অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বের ১৭৪টি দেশে আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটে, জামাতের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর ১৯০৮ সনে ইসলামী খেলাফতের ধারা পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আজও প্রবহমান রয়েছে। আহমদীয়া জামাতের ইলেক্টোরেল কলেজ কর্তৃক গত ২৩ এপ্রিল, ২০০৩ বাংলাদেশ সময় ভোর ৪-৪০ মিনিটে লন্ডনে সরাসরি ভোটে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মশরুর আহমদ (আইঃ)। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরপরই তিনি উপস্থিত জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি জামাতের সকলকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দোওয়ায় রত থাকার আহ্বান জানান।

চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমেদ (রাহেঃ)

প্রথম আলো

চতুর্থ খলিফা মির্জা তাহেরের ইন্তেকাল

মির্জা মাসরূর আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা নির্বাচিত

নবনির্বাচিত খলীফা

বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলমানদের প্রিয় ইমাম এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলিফা হজরত মির্জা তাহের আহমেদ (রঃ) গত ১৯ এপ্রিল লন্ডনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি... রাজিউন)। তার মৃত্যুর পর হজরত মির্জা মাসরূর আহমদ খলিফাতুল মসিহ আল খামেসকে (আইঃ) নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

প্রয়াত চতুর্থ খলিফা মির্জা তাহের আহমদ ১৯২৮ সালে ১৮ ডিসেম্বর জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হজরত মির্জা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদের (রঃ) ঔরসে ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালের ১০ জুন তিনি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন।

গত ২৩ এপ্রিল নবনির্বাচিত পঞ্চম খলিফা লন্ডনের টিলফোর্ড এলাকার ইসলামাবাদে প্রয়াত চতুর্থ খলিফার জানাজার নামাজ পড়ান এবং তাকে সমাহিত করেন। বিজ্ঞপ্তি।

সংবাদ

সংবাদ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ।

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলিফা মির্যা মসরূর আহমদ

আহমদি মুসলমানের ইমাম এবং জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ) ১৯শে এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টায় ১৬, গ্রিসেনহল রোড লন্ডনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি চার সন্তান রেখে গেছেন।

আহমদিয়া জামাতের ইলেক্টোরেল কলেজ থেকে ২৩শে এপ্রিল বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টা ৪০ মিনিটে লন্ডনে সরাসরি ভোটে নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খলিফাতুল মসিহ খামেস (অর্থাৎ পঞ্চম খলিফা) নির্বাচিত হয়েছেন, সৈয়দনা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আইঃ)। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরপরই তিনি উপস্থিত জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি জামাতের সকলকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দোয়ায় রত থাকার আহ্বান জানান।

গত ২৩শে এপ্রিল ২০০৩ বাংলাদেশ রাত ৮টায় নবনির্বাচিত ৫ম খলিফা (আইঃ) লন্ডনের টিলফোর্ড এলাকার ইসলামাবাদে জামাতের প্রয়াত চতুর্থ খলিফা হজরত মির্যা তাহের আহমদের (রাহেঃ) জানাজার নামাজ পড়ান ও ইজতেমায়ী দোয়াসহ তাকে তথায় সমাহিত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর

সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

* হুযূর (আইঃ) ১৯৫০ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর রাবওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেব ও মাতা হযরত সাহেবযাদি নাসীরা বেগম সাহেবা।
* তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রপৌত্র এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ)-এর পৌত্র এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর ভাইয়ের পৌত্র।
* তিনি রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন।
* ১৯৬৭ সনে ১৭ বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেন।
* ১৯৭৬ সনে তিনি ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি-অর্থনীতিতে এম, এস, সি ডিগ্রী লাভ করেন।
* বেগম সাহেবযাদি আমতুল হাকীম ও সাইয়্যেদ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের কন্যা মুকাররমা সাইয়্যেদ আমতুল্ সাবূহ্ বেগমের সাথে ১৯৭৭ সনের ৩১ জানুয়ারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠিত হয়।
* তাঁর একমাত্র মেয়ের নাম মুকাররমা আমতুল ওয়ারিস ফাতেহ্। তাঁর স্বামী হলেন নওয়াবশাহ নিবাসী মুকাররম ফতেহ্ আহ্মদ দাহিরী। তাঁর (আই:) একমাত্র পুত্র সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডনে আছেন।
* তিনি ১৯৭৭ সনে নুসরৎ জাহাঁ স্কীম-এর অধীনে জীবন উৎসর্গ করেন এবং ঘানা চলে যান।
* ১৯৭৭ সন থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি (১) আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল (২) ২ বছরের জন্য ইসারচার আহমদীয়া সেকন্ডারী স্কুলের প্রিন্সিপাল (৩) ২ বছরের জন্য উত্তর ঘানার আহমদীয়া কৃষি খামারের ম্যানেজার ছিলেন। এ সময়ে তিনি সফলতার সাথে প্রথমবারের মত ঘানায় গমের আবাদ করেন।
* ১৯৮৫ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৫ সনের ১৭ই মার্চ থেকে Department in charge of Financial Affairs-II নিযুক্ত হন।
* ১৯৯৪ সনের ১৮ই জুন তিনি নাযের তা'লীম নিযুক্ত হন।
* ১৯৯৭ সনের ১০ই ডিসেম্বর তিনি নাযেরে আলা ও আমীর মোকামী নিযুক্ত হন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
* ১৯৮৮ সনের আগষ্টে তিনি মজলিসে কারপরদায় বাহিশ্তি মকবেরার সদর নিযুক্ত হন।
* নাযেরে আলা হিসেবে তিনি নাযেরে যিয়াফত ও নাযেরে যিরায়াত-এর দায়িত্বও পালন করেন।
* ১৯৯৪ সন থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত তিনি 'নাসীর ফাউন্ডেশন'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। একই সময়ে তিনি রাবওয়াকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির প্রধান ছিলেন। তিনি 'গুলশানে আহমদ' নার্সারীর উদ্যোক্তা এবং তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় রাবওয়া সবুজ শ্যামল শহরে পরিণত হয়।
* ১৯৮৮ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি কাযা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।
* তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযিয়ার মেহতামীম সেহতে জিসমানী ১৯৭৬-৭৭, মোহতামীম তজনীদ ১৯৮৪-৮৫, মোহতামীম মজলিসে বেইরুন (বহির্দেশ বিষয়ক) ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯ থেকে ৯০ পর্যন্ত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর ছিলেন।
* মজলিসে আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানের কায়েদ সিহ্তে জিসমানী ছিলেন ১৯৯৯ সনে এবং কায়েদ তা'লীমুল কুর্আন ছিলেন ১৯৯৫-১৯৯৭ পর্যন্ত।
* ১৯৯৯ সনে তিনি রাহে মাওলার অধীনে রাবওয়া, পাকিস্তানে বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৩০শে এপ্রিল বন্দী হন এবং ১০ই মে মুক্তি লাভ করেন।
* ২০০৩ সনের ২২শে এপ্রিল লন্ডন সময় রাত্র ১১-৪০টায় নির্বাচনে তাঁকে খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস ঘোষণা করা হয়। তাঁর বয়স প্রায় ৫৩ বছর।

আল্লাহ্ তাঁর হাতকে শক্তিশালী করুন এবং জামাতকে পরিচালনা করার সফল ও দীর্ঘ জীবন তাঁকে দান করুন। আর তাঁর পরিচালনাধীনে আল্লাহ্ জামাতের ওপরে আশিস বর্ষণ করতে থাকুন এবং একে ফুলে ফলে সুশোভিত করুন, আমীন।

(সূত্র ঃ ইন্টারনেট, তাং ২৪/০৪/২০০৩, উপস্থাপন: জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী)

অনুবাদ ঃ নির্বাহী সম্পাদক

বিদায় গ্রহণকারীকে বিদায় জানানোর আর নবীনকে বরণ করার সঠিক পদ্ধতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর প্রথম বাণী

খেলাফতে খামেসার (পঞ্চম খলীফার) আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক বয়াতের প্রাক্কালে জামাতের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

২৩ শে এপ্রিল ২০০৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদে আনুষ্ঠানিক বয়াত-গ্রহণ অনুষ্ঠান ও খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর জানাযার প্রাক্কালে তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ

'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রিয় জামাত, তাঁর বৃক্ষরূপ অস্তিত্বের সবুজ সতেজ শাখা-প্রশাখা!

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমাদের হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত, চোখ অশ্রুসিক্ত। এক মহানুভব-স্নেহশীল ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা এ ঐশী সিদ্ধান্তকে নত শিরে গ্রহণ করছি। **'কুল্লু মান আলায়হা ফান'** (*অর্থাৎ এ জগতের সব কিছুই নশ্বর*)। আমরা খেলাফতে রাবেয়ার যুগে জামাতী উন্নতির যেসব দৃশ্য অবলোকন করেছি তা কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিদায় গ্রহণকারীকে বিদায় জানানোর আর নতুনকে বরণ করার যে পদ্ধতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছেন তদনুযায়ী আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি চলুন আমরা ঘোষণা দেই **'হে বিদায় গ্রহণকারী!** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মকে জগতে বিজয়ী করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কর্মসূচীকে তুমি যে দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছ আমরা চিরকাল এ কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সব ধরনের কুরবানী অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তুমি একাজের সমস্ত দাবী পূর্ণ করেছ। তোমার প্রতি আল্লাহ্-তাআলার হাজার হাজার রহমত ও বরকত নাযিল হোক (আমীন)।

এরপর নতুন আগমনকারীকে আপনারা এভাবে বরণ করুন ঃ 'আমরা খোদাতাআলাকে হাজির নাজির জেনে অঙ্গীকার করছি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শান্তি ও সৌহার্দের বাণী জগতের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য, গোটা বিশ্বকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত করার

লক্ষ্যে, একইভাবে আহমদীয়া খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে আমরা সব ধরনের কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময় দোয়ার মাধ্যমেও তোমাকে সাহায্য করতে থাকবো।

আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ্তাআলা চিরকাল তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের যে দৃশ্য এ জামাতকে দেখিয়ে এসেছেন তা যেন এখন আগের চেয়েও বেশি দেখান। আমাদের সব অযোগ্যতা ও দুর্বলতাকে যেন তিনি ক্ষমা করেন, আমাদের দোষত্রুটি যেন তিনি ঢেকে রাখেন। নিছক তাঁর অনুগ্রহে, কেবল তাঁরই অনুগ্রহে তিনি যেন আমার দোষত্রুটি ঢেকে রাখেন (আমীন)। তাঁর রহমতের হাত যেন আমাদের মাথার উপর থেকে কখনও না সরে, কখনও না সরে, কখনও না সরে, (আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন)।

অনুবাদ ঃ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত

সৈয়্যদনা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাউওদ (আঃ)

'তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কাজ করে, তাদের সঙ্গে আল্লাহ্তাআলা অঙ্গীকার করেছেন, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের [অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের] মাঝে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং ভীত হবার পর তাদেরকে এর পরিবর্তে নিরাপত্তা দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে তারা কাউকেও শরীক করবে না আর এরপর যারা অস্বীকার করবে তারাও দুষ্কর্মকারী' (সূরা নূর ঃ ৫৬)।

হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিঃ) বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে মহানবী (সঃ) কর্তৃক এ উম্মতে পর্যায়ক্রমে যেসব যুগ আসবে তার উল্লেখ রয়েছে। সব অধ্যায় বা যুগের বর্ণনার শেষে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন ঃ **ছুম্মা তাকূনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়তে ছুম্মা সাকাতা**। অর্থাৎ এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এরপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩; মিশকাত বাবুল ইনযার ও তাহ্যীর)।

আহমদীয়া খিলাফত ঃ দ্বিতীয় কুদরতের পঞ্চম বিকাশ

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁর আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে লিখেন ঃ "খোদাতাআলা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন ঃ ১। প্রথমতঃ নবীগণের দ্বারা তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। ২। দ্বিতীয়তঃ অপর হস্ত এরূপ সময়ে প্রদর্শন করেন, হযরত নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করে থাকে যে, এখন (নবীর) কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; তখন তাহাদের এই প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত (ধরাপৃষ্ঠ হইতে) বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন, তাহাদের কটিদেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হইয়া যায়। তখন খোদাতাআলা দ্বিতীয়বার আপন মহা কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে, তাহারা খোদাতাআলার এই 'মো'জেযা' প্রত্যক্ষ করে। .....

...হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহতাআলার বিধান ইহাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া দেখান: সুতরাং এখন ইহা সম্ভবপর নহে যে, খোদাতাআলা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এই জন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং ইহার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, ইহা স্থায়ী, যাহার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলিয়া যাইব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন যাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।"

আল্লাহ্তাআলা ও হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৮৮৯ইং সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম আবির্ভূত হন। ১৯০৮ইং সনে তাঁর ইনতেকালের পরে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর মাধ্যমে এ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯১৪ সনে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় খিলাফত, ১৯৬৫ সনে হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ)-এর মাধ্যমে তৃতীয় খিলাফত, ১৯৮২ইং সনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)-এর মাধ্যমে চতুর্থ খিলাফত ও ২০০৩ সনে হযরত মির্যা মাস্রূর আহমদ (আইঃ)-এর মাধ্যমে পঞ্চম খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুগ যুগ ব্যাপী উক্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি পূরণের সাক্ষ্য বহন করছে।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহেঃ)

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

খলীফা রাবে' (রাহেঃ)-এর ইনতেকাল ও পঞ্চম খলীফার নির্বাচন- এম.টি.এ সম্প্রচার থেকে

মহান আল্লাহ্‌তাআলা আবার তাঁর কুদরতের মহিমা ও শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করলেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম ও প্রতিশ্রুত মসীহের পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত করলেন। আল্লাহু আকবর। আহমদীয়ত যিন্দাবাদ। আলহামদুলিল্লাহ্।

কুরআন শরীফে সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতে তথা আয়াতে ইসতিখলাফে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে তাঁর (সঃ) উম্মতের মাঝে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইন্‌তিকালের পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত আয়াতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত কায়েম করে গেছেন। উপরোক্ত সূরা নূরের আয়াতে ইস্‌তখেলাফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহে মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর ইন্‌তিকালের পরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) এ সম্পর্কে বলে গেছেন ঃ **ছুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিন্‌হাজিন নবুওয়তে**। [অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।]

খাকসার গতবার চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)-এর নির্বাচনের সময় মসজিদে মোবারক রাবওয়ার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম এবং প্রথম বয়াতে সশরীরে শামীল হয়েছিলাম। এবার চতুর্থ খলীফার ইন্‌তিকালের পর পঞ্চম খলীফার নির্বাচন MTA-এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি ঃ

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) গত শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল (২০০৩ইং) খুতবা জুমুআ প্রদান করেছেন। সে দিন বাদ মাগরেব প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে জামাতের উর্দূ ভাষীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তখন হুযূর সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

পরের দিন ১৯শে এপ্রিল সকালে (লন্ডন টাইম) ৯-৩০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দুপুর ২-৩০ মিনিট) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রিয় হুযূর হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' ইন্‌তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

নিয়মানুসারে মোহ্‌তরম সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ, নাযেরে আলা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান রাবওয়ার পক্ষ থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবের' ইন্‌তিকালের খবর ঘোষণা করা হয়। সম্ভবতঃ লন্ডন টাইম দুপুর ১-৩০ মিঃ তথা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ প্রথম ঘোষণা পড়ে শোনানো হয়। নিয়মানুসারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র প্রাইভেট সেক্রেটারী সে ঘোষণা পড়ে শোনালেন। তারপর বার বার সে ঘোষণার রেকর্ড MTA-তে প্রচার হতে থাকে। পরে ইংরেজি, আরবী, ফরাসী ও বাংলা ভাষায় ঘোষণার অনুবাদ সংশ্লিষ্ট ভাষার ডেস্কের প্রধানরা পড়ে শোনান।

তারপর নিয়মানুসারে (পরের দিন) মজলিসে ইন্‌তেখাবে খেলাফতের সেক্রেটারী মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ (ইমাম, মসজিদ ফযল লন্ডন) ঘোষণা দেন যে, 'মজলিসে ইন্‌তেখাবে খেলাফতের মেম্বারগণ যেন যতশীঘ্র সম্ভব মসজিদ ফযল লন্ডন পৌঁছে যান'। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, ২২শে এপ্রিল মঙ্গলবার বাদ মাগরেব ও এশা মসজিদ ফযল লন্ডনে রাত ৯-৩০ মিনিটে পঞ্চম খলীফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী পঞ্চম খলীফার নির্বাচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মানুসারে খলীফার ইন্‌তিকালের পর নেযামের সমস্ত নিয়ম-কানুন পূর্ববত্ চলতে থাকে। কোন কিছু পরিবর্তন করা যায় না। কেউ করতে পারবে না। মোহতরম নায়েবে আলা, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান, রাবওয়াহ্ জামাতের সর্বোচ্চ প্রধান ব্যক্তি জামাতের সবকিছু নেগরানী করেন এবং যতদূর সম্ভব যত তাড়াতাড়ি নতুন খলীফার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনের যেসব নিয়ম কানুন হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) প্রণয়ন করে গেছেন সেসব নিয়মানুসারে নতুন খলীফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারও হয়েছে।

পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী ২২শে এপ্রিল, মঙ্গলবার লন্ডন সময় রাত ৯-৩০ মিঃ বাংলাদেশ সময় রাত ২-৩০ মিনিটে নির্বাচন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মনোনীত সদস্যবর্গ ব্যতীত কেউ মসজিদের ভেতরে থাকতে পারে না। দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। নিয়মানুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর যিনি সবচে' অধিক ভোট প্রাপ্ত হন তিনি নির্বাচিত বলে বিবেচিত হন। মজলিসে ইন্‌তেখাবের সভাপতি ও সেক্রেটারী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপর সভাপতি নবনির্বাচিত খলীফাকে আসন গ্রহণের আহ্বান জানান। নবনির্বাচিত খলীফা সভাপতির আসন গ্রহণ করে সদস্যদের বয়াত গ্রহণ করেন। তারপর নবনির্বাচিত খলীফার অনুমতিক্রমে মসজিদের দরজা খুলে দেয়া হয়, এবং সেক্রেটারী মজলিসে ইনতেখাবে খেলাফত ঘোষণা করেন, **সাহেবযাদা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব** নতুন খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। আপনারা মসজিদে প্রবেশ করুন। মানুষ অনেক বেশি থাকেন তাই অনেকেই মসজিদের বাইরে থাকেন এবং নবনির্বাচিত খলীফা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে সর্বসাধারণের ইজতেমায়ী বয়াত গ্রহণ করেন।

নিয়মানুসারে [আমরা MTA-তে দেখলাম] ২২ এপ্রিল, ২০০৩ইং রাত ১১-৩০ মিঃ (প্রায়) মঙ্গলবার (বাংলাদেশ বুধবার ২৩ এপ্রিল ভোর ৪-৩০ মিঃ) সেক্রেটারী মজলিসে ইনতেখাবে খেলাফত মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ ঘোষণা করেন, "সাহেবযাদা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (সাল্লামাহুল্লাহু-বর্তমান নাযেরে আলা সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস নির্বাচিত হয়েছেন। মসজিদের দরজা নবনির্বাচিত খলীফার আদেশে খুলে দেয়া হয় এবং

অনেকে ভেতরে প্রবেশ করে নতুন খলীফার সাথে করমর্দন ও কোলাকুলি করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) হাফ কোট পরিহিত ছিলেন। তার কোট খুলে নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি বড় কোট পরানো হয়। তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সদ্য ব্যবহৃত পাগড়ী হুযূর সালেস (রাহেঃ)-এর জামাতা সাহেবযাদা মির্যা লোকমান আহমদ সাহেব নিয়ে এসে পঞ্চম খলীফার মাথায় পরিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও ব্যবহৃত বিশেষ আংটি ('আলায়সাল্লাহো বেকাফীন আবদাহু' অংকিত) হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব আমীর পাঞ্জাব নবনির্বাচিত খলীফার হাতে পরিয়ে দেন। তারপর নিয়মমত নবনির্বাচিত খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে সর্বসাধারণের প্রথম বয়াত গ্রহণ করেন এবং শেষে দোয়া করেন। এ বক্তব্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) বলেন ঃ

জামাতের সকলের কাছে কেবল একটি দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা আজকাল দোয়ার উপর জোর দিন, দোয়ার উপর জোর দিন, দোয়ার ওপর জোর দিন। অনেক বেশি দোয়া করুন অনেক বেশি দোয়া করুন; অনেক বেশি দোয়া করুন–, আল্লাহ্তাআলা নিজ থেকে সমর্থন ও সাহায্য করুন যেন আহমদীয়তের এ কাফেলা উন্নতির ধাপ দ্রুত অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে (আমীন)।

তারপর প্রথম অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অতপর পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক পরের দিন বুধবার ২৩শে এপ্রিল, ২০০৩ইং লন্ডন সময় দুপুর ১-৩০মিনিটে ইসলামাবাদ টিলফোর্ড এ (যেখানে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়) নামায যুহর-আসর জমা হয়ে আবার বয়াত ও তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) জানাযা ও দাফনের কাজ সমাধা করা হয়। কেবল এতটুকু পরিবর্তন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) লন্ডন থেকে ইসলামাবাদ যাবার পথে দেখেন যে, শত শত গাড়ী হাজার হাজার মানুষ ইসলাবাদের পথে দৌড়াচ্ছে তাদের পৌছতে দেরী হয়ে গেছে – তাই হুযুর বলেন,নামায যুহর-আসর একঘন্টা পরে ২-৩০মি: এ হবে। সেই ঘোষণা মোতাবেক হযরত সাহেব (আইঃ) দুপুর ২-৩০মিঃ (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭-৩০মিঃ) প্যান্ডেলে আসেন এবং নামায যুহর-আসর পড়ান। তারপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপস্থিত সকলের বয়াত গ্রহণ করেন।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর প্রথম বাণী শিরোনামে ২৮ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য - নির্বাহী সম্পাদক]

তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) -র জানাযা নামায পড়ান। তারপর সবাই মিলে হুযূর (রাহেঃ) মরদেহের কফিন বাক্স কাঁধে বহন করে কবরের নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যান। ইসলামাবাদের মসজিদের পাশে একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে বেশ কয়েকজনের লাশ দাফন হতে পারে। এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর কফিন বাক্স বহন করেন যারা তাদের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) উল্লেখযোগ্য। কবর পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল। হুযূরের (রাহেঃ) মরদেহ্ একটি মূল্যবান বাক্সে করে এ কবরে দেয়া হয়েছে। তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস ও অন্যান্যরা কবরে মাটি দেন। তারপর কবরে মাটি ভরাট করা হলে সুন্দর করে সমাহিত করা হলে হুযূর (আইঃ) দোয়া করান এবং

কবিতা **মোহাম্মদী হয়েও আহমদী হও**

আমি মোহাম্মদী উম্মতে মোহাম্মদ,
'খায়রে উম্মত' খেতাব মোদের মহা সম্পদ।
তেহাত্তর ভাগে ভাগ হয়েছে মুসলমান,
বাহাত্তর ভাগ ঈমান শূন্য, একভাগে ঈমান।
মহানবী বলে গেছেন, ঈমান হারা যারা
নরকে পতিত হবে অবশ্যই তারা।
জামাতভুক্ত একদল জান্নাতে যাবে,
নবীর মন্ডলী তারা নবীর সঙ্গ পাবে।
বাহাত্তরের ইসলাম নামেতে ইসলাম,
কার্যকলাপ তাদের ধর্মের বদনাম।
সুন্দর মসজিদে হবে শুধু কোন্দল,
কাফের ফতওয়া দিবে এই সব দল।
হেদায়াতশূন্য হবে ওলামায়ে ছু,
কোরআন পড়িবে তারা না বুঝিয়া কিছু।
মহানবীর দুই নাম আহমদ মোহাম্মদ,
মোহাম্মদ জালালী আর জামালী আহমদ।
বাহাত্তর থেকে পৃথক হতেও চাও যদি
মোহাম্মদী হয়েও তুমি হও আহমদী

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

তা'লীমুল কুরআন ক্লাস

সরিষাবাড়ী জামাতের ব্যবস্থাপনায় লাজনা এবং নাসেরাতদের নিয়ে মাসব্যাপী তা'লীমুল কুরআন ক্লাস এবং দীনিমালুমাত বিষয়ে ক্লাসের আয়োজন করি। ক্লাস শেষে ২১/০৩/০৩ইং তারিখ সকালে উক্ত বিষয়দ্বয়ের আমরা পরীক্ষা গ্রহণ করি। বাদ জুমুআ আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদে প্রেসিডেন্ট জনাব আবু সামা সাহেবের সভাপতিত্বে তরবিয়তী সভার মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়া হয়।

- মোঃ আসাদুল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম

সন্তান লাভ

গত ৭ই এপ্রিল, ২০০৩ইং রোজ সোমবার রাত্র ৩.৩০ মিনিট তিতাস জেনারেল হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্। নাজাতক একজন ওয়াকফে নও সন্তান। তার ও আমাদের পরিবারের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়া প্রার্থী।

- মোঃ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া
এবং কেশোয়ার সুলতানা (রাম্পা)

শোক সংবাদ

আমার মা বেগম অছিমুন্নেছা, স্বামী মরহুম ফসিউদ্দিন ফকির, গ্রাম-মাছুমাবাদ, পোঃ মাসুমাবাদ, থানা-রূপগঞ্জ, জিলা- নারায়নগঞ্জ গত ২০শে এপ্রিল, ২০০৩ রোজ রবিবার সকাল ৫.১৫ ঘটিকায় নিজ গ্রামে ঈমানের সাথে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। মরহুমার মৃত্যুর পর দাফন কাফনের ব্যাপারে বিরোধিতা হয়। তিনি ৭ ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

- ফকীর আবদুস্ সাত্তার
রূপগঞ্জ

চতুর্থ খেলাফতের একুশ বছরের বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

১৯৮২ খৃষ্টাব্দ

জুন ১০ ঃ রোজ বৃহস্পতিবার যুহরের নামাযের পরে রাবওয়ার মসজিদে মুবারকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক নিয়োজিত মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফত (খেলাফতের নির্বাচক-মন্ডলী)-এর সভা সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশী আকাঙ্ক্ষানুযায়ী হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চতুর্থ খলীফা] নির্বাচিত হন।

জুলাই ২৮ ঃ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রথমবারের মত ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন। এ ভ্রমণের সময় ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ৭৫০ বছর পরে স্পেনের দূরবর্তী কর্ডোভার নিকটে মসজিদে বাশারতের শুভ উদ্বোধন করেন।

অক্টোবর ২৯ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'বুয়ুতুল হামদ'-এর তাহ্রীক করেন।

নভেম্বর ৫ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) খুতবা জুমুআয় তাহ্রীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণাকালে দপ্তর আওওয়ালের (প্রথম পর্যায়ের ১৯৩৪-১৯৪৪) মুজাহেদীনের কুরবানীকে চির-জাগরুক রাখার জন্যে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি তাগিদপূর্ণ নসীহত করেন এবং তাহ্রীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের (১৯৬৬-১৯৮৪) দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্র ওপরে ন্যস্ত করেন।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ ঃ চতুর্থ খেলাফতের অধীনে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় রাবওয়াতে এবং এতে ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক উপস্থিত হন।

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ২৮ ঃ মসজিদুল আকসাতে খুতবার মাধ্যমে হুযূর (রাহেঃ) সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে দাঈ ইলাল্লাহ্তে পরিণত হওয়ার জোর তাগিদ দেন।

জুলাই ১২ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) ঈদের খুতবায় খেদমতে খালক (সৃষ্টি-সেবা)-এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেন। এটা ব্যতিরেকে ঈদের খুশী সত্যিকার অর্থে লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যে ঈদের আনন্দে নিজের গরীব ভাইদেরকে অংশীদার

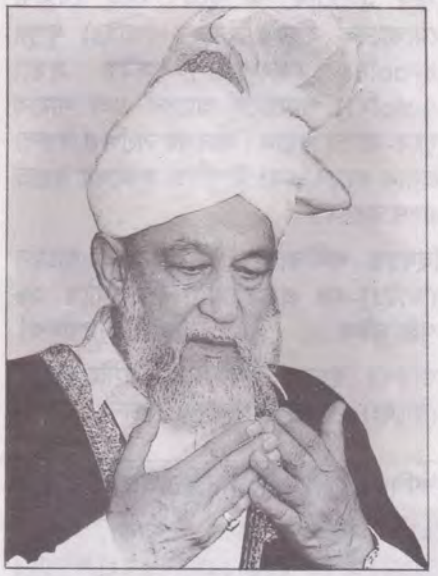

করার তাগিদ দেন। বন্ধুগণ এতে স্বতস্ফূর্তভাবে 'লাব্বায়েক' বলেন।

১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ২৬ ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক জামাতে আহমদীয়ার ওপরে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করার নিমিত্তে 'কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা অর্ডিন্যান্স' জারী করেন। অবস্থা এতই নাজুক হয়ে যায় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-কে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হয়। ২৯শে এপ্রিল তিনি হিজরত করেন এবং লন্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন।

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ৫-৭ ঃ বৃটেনের টিলফোর্ডে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া জামাতের ঐতিহাসিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি মহাদেশের ৪৮টি দেশ থেকে হাজার হাজার আহমদী যোগদান করেন।

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ৪ ঃ হুযূর (রাহেঃ) জামাতের শাহাদত বরণকারীদের জন্যে 'সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ড' এর প্রবর্তন করেন।

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) জুমুআর খুতবায় জামাতের বন্ধুগণকে ওয়াকফে নও-এর তাহরীক করেন অথবা নিজেদের ভাবী সন্তানদেরকে এখন থেকেই ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ (ওয়াকফ) করা উচিত। প্রথমে এ তাহরীক ছিলো পাঁচ হাজার সন্তানের জন্যে। কিন্তু এখন ২১ হাজারেরও অধিক ছেলে-মেয়ে এ তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ তাহরীক এখনও জারী আছে।

ডিসেম্বর ৪ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) 'আসীরানে রাহে মাওলা' (আল্লাহ্র পথে বন্দী)-দের খাতিরে সারা বিশ্বে নিষ্পাপ বন্দীদের মুক্তির জন্যে তাহরীক করেন।

ডিসেম্বর ৫ ঃ আহমদীয়তের কেন্দ্র রাবওয়াতে 'দারুল ইয়াতামা' (এতীমদের ভবন)-এর ভিত্তি রাখা হয়। এর নাম রাখা হয় দারুল ইকরাম।

ডিসেম্বর ২৫ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) 'ওয়াকফে জাদীদ'-কে সারা বিশ্বের জন্যে নির্ধারিত করার ঘোষণা দেন। ওয়াকফে জাদীদের প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে।

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ

জুন ৩ ও ১০ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) জুমুআর খুতবায় বিরুদ্ধবাদীদের মুবাহালার আহ্বান জানান। এরপরে ১৭ই আগষ্ট আল্লাহ্তাআলা একটি অসাধারণ নিদর্শন দেখান। জেনারেল জিয়াউল হক অলৌকিকভাবে এবং সর্বাধুনিক বিমানে ১১ জেনারেলসহ বিমান বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ২৩ ঃ আহমদী জামাতের ভিত্তি রাখা হয়েছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ। বিশ্ব জামাত ১৯৮৯ সনে শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহান আল্লাহ্তাআলার সকাশে কৃতজ্ঞতা উৎসব পালন করে। বাংলাদেশ জামাতও মহা সমারোহে এ উৎসব পালন করে।

১৯৯১ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) এ মাসে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন ঃ

(১) ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ও মুয়াল্লিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ।

(২) বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার জন্যে দোয়ার তাহ্রীক।

(৩) আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের জন্যে সারা বিশ্বের আহমদীদের নিকট সাহায্যের আবেদন।

(৪) উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্যে আহমদীদের সদকা দেয়ার তাহ্‌রীক।

মার্চ ঃ হুযূর (রাহেঃ) এ মাসে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহ্‌রীকগুলো করেন ঃ

(১) সফলতা লাভ করার জন্যে বিধর্মী রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্মীয় রাজনীতির নীতিসমূহের আত্মিকরণের তাহ্‌রীক।

(২) অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা, জ্ঞান ও কৌশলাদিতে উন্নতি করা আর উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছ করে মানবতাকে সঞ্জীবিত করার তাহ্‌রীক।

(৩) হুযুর (রাহেঃ) লাইবেরীয়ার মুহাজিরদের সাহায্যার্থে তাহরীক করেন।

(৪) মসনূন দোয়া করার তাহ্‌রীক

মে ঃ হুযূর (রাহেঃ) এ মাসে নিম্নোক্ত তাহ্‌রীকগুলো করেন ঃ

(১) জাপানে প্রথমে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে যারা আর্থিক সাহায্য করেন তাদের জন্যে দোয়ার তাহ্‌রীক।

(২) ওয়াকফে নও শিশুদের তরবিয়ত দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের তাহ্‌রীক যেন তারা অন্যদের চাইতে আলাদা বলে দৃশ্যমান হয়।

(৩) সন্তান-সন্ততিকে সর্বদা খুতবা শুনার সাথে সম্পৃক্ত করার তাহ্‌রীক।

(৪) আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণের তাহ্‌রীক।

(৫) রাশিয়ায় তবলীগের কাজে বেশি বেশি ওয়াক্‌ফে আরযী করার তাহ্‌রীক।

ডিসেম্বর ঃ এ বছরের একটি ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কাদিয়ানে জামাতের শতবার্ষিকী জলসা সালানার অনুষ্ঠান। এতে ৪৪ বছর পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) যোগদান করেন।

১৯৯২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করার তাহ্‌রীক।

অক্টোবর ২৯ ঃ মৌলবাদী দুষ্কৃতকারী কর্তৃক ঢাকা দারুত তবলীগ আক্রান্ত। পৌণে ২ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি।

জানুয়ারী ৩১ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর জুমুআর খুতবা ইউরোপে প্রথম বারের মত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা ও শুনা যায়।

আগষ্ট ২১ ঃ হুযূর (রাহেঃ)-এর জুমুআর খুতবা ৪টি মহাদেশেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ হয়।

১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ১০-১২ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ তারিখে হুযূর (রাহেঃ) এম.টি.এ. এর মাধ্যমে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্য প্রথম বারের মত নসীহতমূলক ভাষণ দেন।

এপ্রিল ৯ ঃ জুমুআর খুতবার হুযূর (রাহেঃ) গরীব পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সাহায্যের জন্যে একটি ফান্ড গঠন করার তাহ্‌রীক করেন।

প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ঃ যুক্তরাজ্যের ২৮তম সালানা জলসার সময় ২ লক্ষ ৪ হাজার ৩০৮ জন লোক ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর হাতে বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৭ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) 'আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন'-এর সম্প্রচার রীতিমত উদ্বোধন করেন।

ফেব্রুয়ারী ২৩ ঃ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের শতবার্ষিকী পালিত হয় রাবওয়ার সহ বিশ্বের সবস্থানে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বৃটেনের ২৯তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৩টি দেশের ১৫৫টি জাতির ১২০টি ভাষায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ২শ' ৬ ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর পবিত্র হাতে নব সংযোজিত স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে বয়াত হয়ে আহমদীয়া জামাতে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ঃ জামাতে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৩০তম সালানা জলসা 'ইসলামাবাদ'-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে 'ডিশ'-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৬টি দেশের ১৬২টি জাতির ১২০ ভাষায় ৮,৪৫,২৯৪ জন লোক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর পবিত্র হাতে বয়াত হয়ে সেলসেলা আলিয়া আহমদীয়ায় প্রবেশ করে।

১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ঃ এম. টি. এ. এর ২৪ ঘন্টা প্রোগ্রাম শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সাহেব (রাহেঃ) একটি ঈমানবর্ধক ভাষণ দেন।

'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী'-এর একশ' বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ২৬-২৮ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বৃটেনের ৩১তম সালানা জলসা অভূতপূর্ব সফলতার সাথে ইসলামবাদ টিলফোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৭টি দেশের ১৩ হাজারেরও অধিক বন্ধু অংশগ্রহণ করেন। হুযূর (রাহেঃ) ৩ দিনই মূল্যবান ভাষণ দিয়ে জলসাকে মহিমান্বিত করেন। আন্তর্জাতিক বয়াতে ১৬ লক্ষ ৬ হাজার ৭২১ জন লোক অংশগ্রহণ করে আহমদী সেলসেলায় দাখিল হন।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ২৫-২৭ ঃ ইউ. কে জামাতের ৩২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৪টি দেশের ১৪ হাজার শ্রোতা উপস্থিত হন। আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৬টি দেশের ২২১টি জাতির ৩০,৩৪,৫৮৪ জন বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা নেন।

অক্টোবর ১০ ঃ হুযূর (রাহেঃ) Friday the 10th উপলক্ষ্যে জামাতকে নামায পড়ার বিশেষ বাণী প্রদান করেন।

১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ২ ঃ ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন হুযূর (রাহেঃ)। নির্দেশ দেয়া হয় প্রত্যেক জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ যেন নও মুবাঈনদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

জুন ৫ ঃ হুযূর (রাহেঃ) কর্তৃক এলুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ইত্যাদি ব্যবহার না করার নির্দেশ।

জুলাই ৩১- আগষ্ট ২ ঃ জামাতে আহমদীয়া

বৃটেনের ৩৩তম সালানা জলসায় ১৪ হাজার ব্যক্তির উপস্থিতি। হুযূর (রাহেঃ)-এর পুস্তক Revelation Rationality, Knowledge and Truth প্রকাশিত হয়।

আগস্ট ২ ঃ ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৩টি দেশের ২২৩ জাতির ৫০ লক্ষ ৪ হাজার ৬ জন লোকের অংশগ্রহণ।

আগষ্ট ৭ ঃ হুযূর (রাহেঃ)-এর পক্ষ থেকে সমস্ত দেশ জামাত, বিভাগ এবং বাড়ীতে "লাল খাতা" রাখার নির্দেশ।

মার্চ ২৮ ঃ লন্ডনের মসজিদ 'বায়তুল ফুতূহ্' এর প্রস্তাবিত স্থানে হুযূর (রাহেঃ) ঈদুল আযহার নামায পড়ান। এতে ৮,৫০০ আহমদী যোগদান করেন।

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ৩০, আগষ্ট ১ ঃ জামাতে আহমদীয়া বৃটেন-এর ৩৪তম সালানা জলসায় ২১ হাজার লোক উপস্থিত হন। ৩টি দেশের প্রসিডেন্ট-এর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়। যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় ৭ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে ১০৪টি দেশের ২৩১টি জাতির ১ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার ২২৬ জন লোক বয়াত করেন।

সেপ্টেম্বর ঃ হুযূর (রাহেঃ) অসুস্থতার কারণে দু'সপ্তাহের বিশ্রামের পরে Friday the 10th এর খুতবা দেন। হুযূর (রাহেঃ)-এর অসাধারণ স্বাস্থ্য লাভ খোদাতাআলার একটি বিশেষ নিদর্শনের রূপ ধারণ করে।

অক্টোবর ১৯ ঃ হুযূর (রাহেঃ) লন্ডনে 'বায়তুল ফুতূহ' মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। এটা ইংল্যান্ডের মর্ডেনে অবস্থিত।

২০০০ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ৪ ঃ খুতবা ইলহামিয়ার শতবার্ষিকী পালন।

জুন ১, জুলাই ১১ ঃ হুযূর (রাহেঃ) ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহাসিক সফর করেন।

জুলাই ৩০ ঃ ৮ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০টি দেশের ৪,১৩,০৮,৩৭৬ জন লোক বয়াত করেন। এবারকার জলসায় ৭৭টি দেশ থেকে উপস্থিত ছিলো ২৩,৪০৭ জন।

আগষ্ট ১১-২২ ঃ ডাঃ আলেকজান্ডার ডুই-এর পতনের শত বার্ষিকী পালিত হয়। উল্লেখ্য, এ তথাকথিত এলীয় নবী হযরত মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর মুবাহালায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

ডিসেম্বর ২৯ ঃ হুযূর (রাহেঃ) এ শতাব্দী ও সহস্রাব্দের শেষ খুতবা প্রদান করেন।

ডিসেম্বর ৩১ ঃ নতুন শতাব্দীতে কেউ যেন বেনামাযী হয়ে প্রবেশ না করে সেজন্যে জামাতের শতকরা ১০০ ভাগ নামাযী করার জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত। দিবাগত রাত্রে বা জামাত তাহাজ্জুদ নামায ও দোয়ার মাধ্যমে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

২০০১ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ঃ হুযূর (আইঃ) আল্লাহ্তাআলার গুণাবলীর ওপরে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান শুরু করেন।

আগষ্ট ২৪-২৬ ঃ জার্মানীর মেইনহেমে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গরুর খুরা রোগের কারণে বৃটেন সরকার প্রতিবারে ন্যায় লন্ডনে এ জলসা করার অনুমতি দেন নি। এ জলসায় প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী অংশ নেন। ৫টি মহাদেশের ১৭৬টি দেশের কোটি কোটি লোক সাটেলাইটের মাধ্যমে এ জলসার কর্মসূচী দেখেন। এ জলসার আন্তর্জাতিক বয়াতে মোট ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৭২১ জন লোক বয়াত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

২০০২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ১৩ ঃ জামাতের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব সাকিব যিরভী ইন্তিকাল করেন।

জুলাই ৫ ঃ হুযূর (রাহেঃ) খুতবা দেয়ার প্রাক্কালে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

জুলাই ২৬-২৮ ঃ যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর বয়াত হয় ২ কোটি ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার। জলসার উপস্থিতি ১৯,৪০০ জন। এটাই হুযূর (রাহেঃ)-এর জীবনের শেষ জলসা।

অক্টোবর ৩০ ঃ লন্ডনের এক হাসপাতালে হুযূর (রাহেঃ)-এর রক্তবহা ধমণীর অপারেশন করা হয়।

নভেম্বর ৭ ঃ অপারেশনের পরে হুযূর (রাহেঃ) হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, হুযূর (রাহেঃ)-এর অসুখের সময় বিশ্ব জামাত দোয়া ও সদকার মাধ্যমে হুযূর (রাহেঃ)-এর জন্যে দোয়া করতে থাকে। এরপর হুযূর মোটামুটি সুস্থ হতে থাকেন আর আস্তে আস্তে তাঁর (রাহেঃ) সব কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে থাকেন। এ যাত্রা হুযূর অলৌকিকভাবে বেঁচে যান।

২০০৩ খৃষ্টাব্দ

ফেব্রুয়ারী ২১ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) তাঁর শ্রদ্ধেয় মা'র স্মরণে **মরিয়ম শাদী ফান্ড**-এর তাহরীক করেন। এ ফান্ড গরীব মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা হবে যাতে তাদের পিতা-মাতা বিয়ের সময় তাদের কিছু উপহার সামগ্রী দিতে পারেন।

এপ্রিল ১৮ ঃ জীবনের শেষ জুমুআর খুতবা দেন ও মজলিসে ইরফানে যোগ দেন।

এপ্রিল ১৯ ঃ লন্ডন টাইম সকাল ৯-৩০ মিঃ সময় হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) প্রায় ৭৫ বছর বয়সে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর অনুসারীদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তাঁর প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট চলে যান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।

পরবর্তীতে ২২শে এপ্রিল, ২০০৩ লন্ডন সময় রাত্র ৯.৩০ মিঃ যথারীতি মজলিসে ইন্তিখাবে খেলাফতের নির্বাচনের মাধ্যমে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস নির্বাচিত হন এবং ২৩ তারিখ লন্ডন সময় ২-৩০ মিনিট টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে নব নির্বাচিত খলীফা তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং পরে সেখানের গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এতে প্রায় ২৫ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করেন। এভাবেই ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের চতুর্থ নিদর্শন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

১৯৯৩ সন থেকে আন্তর্জাতিক বয়াত এর হিসাব

১৯৯৩ সাল ২,০৪,৩০৮ জন
১৯৯৪ সাল ৪,১৮,২০৬ জন
১৯৯৫ সাল ৮,৪৫,২৯৪ জন
১৯৯৬ সাল ১৬,০৬,৭২১ জন
১৯৯৭ সাল ৩০,০৪,৫৮৪ জন
১৯৯৮ সাল ৫০,০৪,০০৬ জন
১৯৯৯ সাল ১,০৮,২০,২২৬ জন
২০০০ সাল ৪,১৩,০৮,৩৭৬ জন
২০০১ সাল ৮,১০,০৬,৭২১ জন
২০০২ সাল ২,০৬,৫৪,০০০ জন

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ২ ঃ অধ্যায় ঃ ৩

কনফূসীয় মতবাদ

কনফূসীয় মতবাদের বিকাশে চীনের প্রখ্যাত দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মেন্‌সিয়াস (Mencius) এর নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি কনফূসীয়াসের অনুসারীদের মধ্যে খুবই ধার্মিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার জীবনকাল ৩৭২-২৮৯ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত দীপ্তিমান ছিল। চীন দেশের দর্শন-চিন্তার মনস্বীরূপে জাতির অন্তরে তিনি এমন জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন যে, কেউ তাকে নবীর মর্যাদাপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করেন। জীবনে শাশ্বত সত্যের সন্ধান ও পথ-প্রাপ্তির উপায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ পুণ্য, ন্যায় ও নৈতিক চেতনা এমনি এমনি আসে না, এগুলো প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিকশিত করতে হয়। এ পথের সন্ধান তাহলে কি করে পাওয়া যাবে? "খোঁজ কর, তাকে পাবে, আর অবহেলায় তাকে হারাবে" (Seek and you will find them. Neglect and you will lost them)। তবে এটাও প্রণিধাযোগ্য যে, শুধু বাহ্যিক প্রচেষ্টা বা উদ্যোগের ফলে এটা লাভ করা যায় না, এর জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা বা অভিজ্ঞতা (Objective experience) থাকা দরকার। আর এ বিশ্বজগত চিরন্তন নয় বরং এটা এক চিরন্তন স্বর্গীয় অস্তিত্ব কর্তৃক আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তার Book of Poetry বা গ্রন্থে Mencius এসব কথা বলেছেন। এখানে Heaven বা স্বর্গীয় অস্তিত্ব বলতে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর প্রাকৃতিক বিধানকেই বুঝানো হয়েছে। মানুষকে সতত এ প্রাকৃতিক বিধান অনুসন্ধান ও এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে (To be in harmony with the ordinances of God), যাতে তারা জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

ক্লাসিক্যাল কনফূসীয় মতে মানুষকে সচেতনভাবে ঈশ্বরের এক সৃষ্টি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে, এটা কোন অচেতন প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তু নয় (Rather than just a product of unconscious nature)। তাই, কনফূসীয়াস মানুষকে আল্লাহ্‌র সিফ্‌ত বা গুণাবলীর আলোকে বিকশিত হওয়ার কথা বলেছেন (to attain harmony with God)।

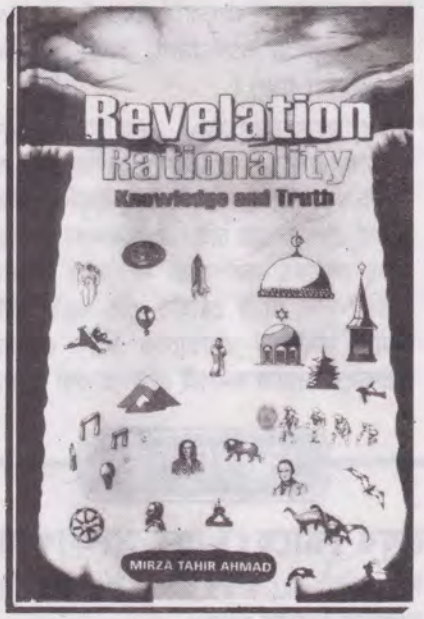

কনফূসীয়াসের এ শিক্ষা হুবহু পবিত্র কুরআনের অনুরূপ, যেমন, সূরা রূমের ৩১নং আয়াতে বলা হয়েছে। 'ফিতরত' বা খোদার গুণাবলীর অনুকরণ এবং এগুলোর বিকাশের জন্যই মানবজাতির সৃষ্টি। তবে মানুষ যদি এ বিষয়ে সচেতন উদ্যোগ (Conscious effort) না নেয়, তাহলে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে এমনিতেই সে আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি (Image of God) হিসাবে গড়ে উঠবে।

কনফূসীয় মতে জ্ঞানের সাথে কর্মের সংযোগ রক্ষা করতে হবে। কেননা, এ দু'টো গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত (Deeply linked)। আর এর সাথে থাকতে হবে পুণ্যের চেতনা। কারণ, এককভাবে যদি জ্ঞান অর্জিত হয়, আর এর সাথে পুণ্যকে সমন্বয় না করা হয় তাহলে এর মাধ্যমে কখনো সত্যিকার শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশিষ্টতা অর্জিত হয় না (Full excellence is not reached)।

কনফূসীয় মতবাদের অন্তর্গত যেসব মূল্যবোধ রয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলেও এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একজন সৃষ্টিকর্তার প্রভাব কনফূসীয়াসের কথা ও কাজে সব সময় লক্ষ্য করা গেছে, যিনিই একমাত্র তার উপাস্য ছিলেন (He alone was worthy of his worship)। এ স্বর্গীয় শক্তির বাইরে এমন কেউ নেই, যে তার উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে (has none to whom he can pray)।

অতএব এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, কনফূসীয় মতবাদ কোন মানব-রচিত শিক্ষা ছিল। বরং এর উদ্ভবের পশ্চাতে রয়েছে এক স্বর্গীয় শক্তি, যা বিশ্বাস করতে হবে, এবং যার বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। কেননা, এ স্বর্গীয় অস্তিত্ব মানুষের মঙ্গল ও বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশের ব্যাপারে আগ্রহী, এবং প্রয়োজনে যুগের সর্বোৎকৃষ্ট ও ভাল লোককে দিয়ে তিনি মানুষকে নির্দেশনা প্রদান করেন (Guidance of Man)। বস্তুত চীনে পরম বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত নবীদের অনুরূপ ছিলেন, যারা যুগে যুগে মানুষের নিকট খোদার বার্তাবাহক (Messengers of God) হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। কনফূসীয়াসের এক বিবৃতি মূলেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। K' wang (অর্থাৎ সম্ভবত কোন বিরোধী শক্তি)-এর প্রবল শক্তি সম্পর্কে যখন কনফূসীয়াসকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন তিনি বলেন ঃ "রাজা Wan -এর মৃত্যুর পর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব কি আমাকে দেয়া হয় নি? স্বর্গীয় সমর্থন যদি আমার সাথে থাকে, তা'হলে K' wang এর জনবল সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত আমার মিশনকে ব্যর্থ করতে পারবে না"। অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল ও খোদার সাহায্যের ওপর আস্থাশীল এমন বক্তব্য বস্তুত কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত নবী-রসূলদের জীবনের চিত্রকেই তুলে ধরে।

একজন ব্যক্তি কীভাবে জনগণের সমর্থন লাভে ধন্য হয় এর উল্লেখ করতে গিয়ে কনফূসীয়াস Yaou নামের কোন মহান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, যিনি স্বর্গীয় শক্তির আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। যেহেতু স্বর্গীয় সত্তার স্বীকৃতি ছিল Yaou এর বেলায়। তাই পরিণামে জনগণও তাকে মেনে নিয়েছিল (Heaven accepted him, and that he exhibited him to the people, and the people accepted him)। আসল কথা হলো, স্বর্গ থেকে যে আসে, তাকে পরিশেষে জনগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রসূলদের জীবনের ঘটনাও এর সাক্ষী হিসাবে তুলে ধলা যায়।

আমরা আগেই বলেছি, কনফূসীয় মতবাদে স্বর্গ (Heaven) মূলত স্রষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। চীনা জাতীর জন্য স্বর্গীয় সত্তা যুগে যুগে পরম জ্ঞানী (Sage) ব্যক্তিদেরকে পাঠিয়েছেন।

অবশ্য কিছু নীতিমালা অনুসরণ করেই তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমরা যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাই তা হলো যুগে-যুগে নবী-রসূলদেরকেও আল্লাহ্ কিছু মানদন্ড অনুযায়ী মনোনীত করেছিলেন। সেমতে, চীনের সেই জাতীয় জ্ঞানী ও মনস্বী ব্যক্তিরা আসলে বাইবেল ও কুরআনে বর্ণিত নবী রসূলদের অনুরূপ ব্যক্তিত্ব, কনফূসীয়াস ছিলেন এর অন্যতম।

কনফূসীয় মতবাদের আরো ব্যাখ্যা করলে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঐশীবাণী, সত্য-স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত এবং এই মূল্যবোধের একটি অংশ। Foo-yen অঞ্চলের এক রাজার রাজ কার্যের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে যখন তিনি খুব চিন্তিত, তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন, অচিরেই তাকে একজন যোগ্য সহকারী দেয়া হবে, যিনি তার হয়ে এসব কার্য সম্পন্ন করবেন (I dreamt that God gave me a good assistant, who should speak for me)।

তদ্রূপ, মহান রাজা Wan -এর সাথে খোদার সংযোগ (ঐশীবাণী বা সত্য-স্বপ্নের মাধ্যমেই যা অর্জন করা সম্ভব) পরবর্তী কিছু উদ্ধৃতির কথা আমরা পেশ করতে চাই। এখানে বলা হয়েছে, ওসব লোকের মত হয়ো না, যারা তাদের প্রবৃত্তির দাস, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই আমার অনুশাসন মোতাবেক চল। তোমার বিরুদ্ধবাদীদেরকে অবশ্যই প্রতিহত করা হবে।'

উপরোক্ত শ্লোকসমূহের শেষের দিকে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তা বাইবেলে বর্ণিত হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনার সাথে অনেকটা সাদৃশ্য রাখে। সেখানে দেখা যায় (গেলিয়াথের বিরুদ্ধে হযরত দাউদ (আঃ) -কেও এ ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেহেতু সে খোদা প্রেরিত রসূল ও সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

এতক্ষণ ধরে বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি ও তথ্যপঞ্জির (References) আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয়, কনফূসীয় মতবাদ কোন মানব-সৃষ্ট জাগতিক দর্শন নয়, বরং আল্লাহ্ ও ওহীতে বিশ্বাসী এক ঐশী ধর্ম-ব্যবস্থা। (চলবে)

অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

মুলাকাৎ

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(২৪-১২-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেন মাওলানা ফিরোজ আলম)

প্রশ্ন নং ১ ঃ বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্তাআলা মুসলমানদেরকে অসাধারণভাবে সাহায্য করেছিলেন কিন্তু উহুদের যুদ্ধে মনে হয় ততটা সাহায্য করেন নি। এর কারণ কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ ধারণা একেবারেই ভুল যে, উহুদ যুদ্ধে আল্লাহ্তাআলা বদরের যুদ্ধের তুলনায় মুসলমানদেরকে কম সাহায্য দিয়েছিলেন। তফাৎটা ছিল এই যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা নিজেরাই একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন। মহানবী (সঃ) কিছু মুসলমানকে একটি গিরিপথের পাহারা দিতে বলেছিলেন। যখন কাফিররা যুদ্ধের এক বড় লড়াইতে হেরে গেল তখন গিরিপথের পাহারায় নিযুক্ত লোক ওখান থেকে সরে আসল। খালিদ্ বিন্ ওয়ালিদ তখনও মুসলমান হন নি। তিনি কাফিরদের নেতা হিসাবে সেই গিরিপথ খালি পেয়ে ওদিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ ক্ষতি করেছিলেন। মহানবী (সঃ)-এর কয়েকটি দাঁতও শহীদ হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন পাল্টা হামলা শুরু করল তখন কাফির বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য, যখন কাফিররা মুসলমানদের কিছুটা কাবু করেছিল তখন তারা এতই গর্ববোধ করছিল যে, জোর গলায় নবী করীম (সঃ) সহ মুসলমান নেতাদের নাম নিয়ে নিয়ে ডাক দিচ্ছিল আর বলছিল, তারা আজ কোথায়? মহানবী (সঃ) মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছিলেন যেন কোনো উত্তর না দেয়া হয়। কিন্তু যখন কাফিররা বললো মুহাম্মদের আল্লাহ্ও মারা গেছে আর 'ওলো হুবাল' অর্থাৎ আমাদের দেবতা হুবাল আজ জয়ী হয়েছে তখন মহানবী (সঃ) মুসলমানদের বললেন, এবার চুপ থেকো না। তোমরা জোরে আল্লাহু আজ্জা ওয়াজাল্ অর্থাৎ আল্লাহ্ সবচাইতে মহান!

প্রশ্ন নং ২ ঃ কোন কোন মানুষ তাদের বর্তমান জীবনকে পুনর্জন্ম আখ্যা দেয় এবং তারা তাদের প্রথম জীবনের ঘটনাবলীও বর্ণনা করে। অনেকে আবার তাদেরকে সমর্থনও করে, তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য কী করা যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ মুখ বন্ধ করে দিন। তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। তারা গপ্প মারতে থাকে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, এজন্মেরই বাল্যকালের কোন ঘটনা শুনাও। এ জন্মের কোন ঘটনার কথাই যদি শুনাতে না পারে তাহলে প্রথম জন্মের ঘটনা কি শুনাবে?

প্রশ্ন নং ৩ ঃ পবিত্র কুরআনে একাধিকবার এ কথা বলা আছে- **ইউতি কুল্লান ফী ফাযলান ফাযলাহূ** অর্থাৎ প্রত্যেক ফযলের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্তাআলা ফযল দান করবেন। এর আসল তাৎপর্য কী?

হুযূর ((রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এখানে 'ফযল' অর্থ আর্থিক নেয়ামত যা বিশেষভাবে আর্থিক বা ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থের দিক থেকে আল্লাহ্তাআলা তাকে ফযল দান করবেন। ফী ফযলের আর একটি অর্থ এমন ব্যক্তি যে শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ করে আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ `Bermuda Triangle' কী? এখানে জাহাজ হারিয়ে যায় কেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আমি এ ব্যাপারে অনেক বই পড়েছি। বারমুদা ট্রাঙ্গেল সম্বন্ধে এক লাইব্রেরীয়ান অনেক বই লিখেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, এগুলো সবই কাহিনী। এর সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। এ স্থানটি (আটলান্টিক মহাসাগরে) এমন ভৌগলিক অবস্থানে অবস্থিত যে, খুব বেশি ঢেউ ওঠে কয়েকটি জাহাজ ডুবে গেছে। বাকী সব ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ পবিত্র নগরী মক্কাকে "বালাদে আমীন" বা নিরাপদ শহর বলা হয়েছে। এর অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ মক্কাকে বালাদে

আমীন অর্থাৎ নিরাপত্তা দানকারী শহর কয়েকটি কারণেই বলা হয়েছে, যেমন ঃ

১) হজ্জ এর সময় মক্কাতে শিকার করা একেবার নিষিদ্ধ।

২) মক্কায় এসে যে আশ্রয় নেয় তাকে হত্যা করা নিষেধ।

৩) মহানবী (সঃ) সে নগরে থাকতেন যিনি **'আল্ আমীন'** ছিলেন।

৪) হযরত ইব্রাহীমও মক্কাতে থাকতেন এবং তাঁকেও **আমীন** বলা হ'ত।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফ-এর আয়াত নং ১০৮ ও ১১১ আয়াত পড়লে জানা যায় কারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। আয়াত নং ১০৮ এ বলা হয়েছে ঃ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আপ্যায়নস্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউস। এখানে শর্ত রাখা হয়েছে ঈমান ও সৎকর্ম। ১১১ আয়াতে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শর্ত রয়েছে, সৎকর্ম ও শিরক না করা। এ দুটোর প্রভেদ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ লক্ষ্য করুন যে, এখানে জান্না-ত বলা হয় নি, এর বহুবচনে জান্নাত বলা হয়েছে। আবার এটাও লক্ষ্য করুন যে, আয়াত নং ১১১ তে আছে ঃ জান্নাতসমূহে প্রবেশের দু'টি শর্ত আছে ঃ সৎকর্ম অর্থাৎ (১) সৎকর্মশীল হতে হবে। (২) আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে অন্য কাহাকেও উপাস্য মনে না করা অর্থাৎ শিরক থেকে দূরে থাকা।

পবিত্র কুরআনে অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে- হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট আর তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট (সূরা আল্ ফজর ঃ ২৯)।

আল্লাহ্‌কে পাওয়া হ'ল আসল জান্নাত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও বলে গেছেন ঃ "আমাদের বেহেশ্‌ত হচ্ছে আমাদের খোদা"। আল্লাহ্ যার ওপর সন্তুষ্ট হন তাকে বলেন, "হে আমার দাস! তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ পবিত্র কুরআনে কোথাও বলা হয়েছে 'হিযবুল্লাহ্' আবার কোথাও বলা হয়েছে জুনূদুল্লাহ্। এ দু'টি শব্দের মাঝে তফাৎটা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ 'হিযবুল্লাহ্' এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দল। এ দলের সদস্যরা আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট লোক। জুনূদুল্লাহ্ এর অর্থ হচ্ছে সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র প্রিয় লোক বা ফিরিশ্‌তাগণ যাদের সংখ্যা গণনার বাইরে। কাদিয়ানে এক দন্ত চিকিৎসক ছিলেন তাঁর নাম ছিল হাজী জুনূদুল্লাহ্। জানিনা কীভাবে এ নাম রেখেছিলো।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ আমাদের ছোটবেলায় শেখানো হয়েছিল, যখনই গোরস্থানে যাব আমরা যেন মরা মানুষের উদ্দেশ্য করে সালাম করি। এ উপদেশ দেয়ার আসল কারণ কী হ'তে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, একথা মুসলমান শিশুদের শেখানো হয়। মৃত ব্যক্তিরা **আস্‌সালামু আলায়কুম** শুনতে পারেন না। মহানবী (সঃ) এ আদেশ এ জন্য দিয়েছিলেন যে, আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আহ্‌লাল কুবূর- এক প্রকার দোয়া। এতে তাদের ওপরে শান্তি বর্ষিত হয় ও তাদের ক্ষমা করা হয়।

এ পর্যায়ে একটি নযম পড়ে শোনানো হয় **আয় খুদা আয়ে কারসাযো** ---

প্রশ্ন নং ৯ ঃ নামায পড়ার সময় কখনও কখনও নামাযে মন না বসলে কীভাবে মনোযোগ নিশ্চিত করা যায়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ সমস্যা অনেক লোককেই বিব্রত করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সমস্যা সমাধানের জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন, জোর করে বার বার মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ্‌তাআলাকেই অনুরোধ করতে হবে, দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ্ নামাযে মন বসিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ (আঃ) **ইউকিমুনাস সলাহ্**-এর থেকে এ অর্থ বের করেছেন যে, তারা নামায খাড়া করার জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায়।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ আখিরাত (পরকাল) হাশর ও নশর (পুনরুত্থান) জান্নাত (বেহেশ্‌ত) জাহান্নাম (দোযখ) এ সব কি শুধুই দৈহিক না আধ্যাত্মিক?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ সবই আধ্যাত্মিক ব্যাপার।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ ফিরিশ্‌তা কাদেরকে বলা হয়?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ ফিরিশ্‌তা সেই সত্তাকে বলা হয় যারা আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে কাজে নিয়োজিত। আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত আছে কিন্তু মানুষ নিজের চোখ দিয়ে এদেরকে দেখতে পারে না। এরা প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব পালন করেন যেমন জীবিকা সরবরাহের জন্য ফিরিশ্‌তা কাজ করে যাচ্ছেন। আবার মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা মানুষের প্রাণ সংহার করেন। মৃত্যু ফিরিশ্‌তা হলেন আজরাঈল। এখানে হুযুর (রাহেঃ) একটি গল্প বলেন। একটা লোক মৃত্যুর ফিরিশ্‌তার ভয়ে নিজের দেশের রাজার অনুগ্রহ লাভ করে জাহাজযোগে সূদূর চীন দেশে চলে যেতে সক্ষম হয়। সে যখন চীন দেশে পৌছার পর জাহাজ থেকে নামছিল তখনই তার মৃত্যুর ফিরিশ্‌তার সঙ্গে দেখা হ'ল। মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাকে বললো, শুকরিয়া, তুমি চীনে এসে গেছ আমি আল্লাহ্‌র দরবার থেকে এ আদেশ পেয়েছিলাম যে, তোমার প্রাণ সংহার করতে হবে চীন দেশে। এ আদেশ পেয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কীভাবে কাজটা আমি সমাধা করবো। এখন দেখছি তুমি নিজে নিজেই চীনে এসে আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছ।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ নামাযে সন্তান-সন্ততির কথা মনে হলে নামায প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এটা কি খোদা-প্রেম বলে পরিগণিত হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ নামাযে সন্তান - সন্ততির ভালবাসার কারণে যদি খোদা-তাআলার কথা মনে পড়ে তাহলে সেটা আল্লাহ্‌রই ভালবাসার নামান্তর।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ ইশার নামাযের শেষ সময়টা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ রাত বারটার আগে আগেই ইশার নামায পড়ে ফেলা উচিত। মাগরেবের পর থেকে শুরু করে ১২টা বেজে যাওয়ার আগে আগেই ইশার নামায পড়া উচিত।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ একজন সুস্থ আহমদীর জন্য কত ঘন্টা ঘুমানো পসন্দনীয়।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ দিনরাতে আট ঘন্টা ঘুমানো একজনের জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ নববর্ষ বরণের সঠিক পন্থা কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ নতুন বছরকে দোয়ার মাধ্যমে বরণ করা উচিত আল্লাহ্‌তাআলা সারা বছরটি মঙ্গলময় করেন আরো, বিগত বছরে যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে এর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ আযানের সময় কান ধরার তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ কান ধরা দুনিয়ার দিক থেকে তওবার একটি চিহ্ন। আযানের সময় কান ধরার অর্থ এই যে, আমি দুনিয়া থেকে তওবা করছি। অনেকে কানে আঙ্গুলও ঢুকিয়ে দেয়।

এক ব্যক্তিকে আযান দিতে বল্লে সে বলে, আমার আঙ্গুলে ব্যথা। আযানের সাথে আঙ্গুলের কী সম্পর্ক? সে বল্লো, কানে আঙ্গুল ঢুকাবো কী করে!

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

সমস্ত বিশ্বের উপর হযরত রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর আশীষ ও কল্যাণ

মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে আশ্চর্যজনক মেধাশক্তি প্রদান করেছেন। বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এটি এগুতে থাকে। এক সময় তো সে দার্শনিকদের যুক্তি-প্রমাণের আবর্তে জড়িয়ে পেঁচিয়ে যায়। আর এক সময় মানুষের চিন্তাধারা একে বিভিন্ন দিকে ঘুরপাঁক খাওয়াতে থাকে। এক সময় জ্ঞানের গভীরতা একে নীচের দিকে টানতে থাকে। আবার আর এক সময় প্রেমের উচ্চতা একে ওপরে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এমনই এক অবস্থা আমার মাঝে বিরাজ করছিল। আমি হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনের কথা ভাবছিলাম। আমার মেধা বা বুদ্ধি দিয়ে হুযূর (সঃ)-এর পুরো জীবনকে আয়ত্তের মাঝে আনতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার মন বিগলিত হয়ে আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এ সীমাহীন কিনারাবিহীন সমুদ্র আমার চিন্তাকে সকল বন্ধন মুক্ত করে দিল। আমার চিন্তা-শক্তি স্থান কালের সকল সীমানা পেরিয়ে নিজ ক্ষমতা ও সাহসের চেয়ে অধিক ক্ষমতায় ঘুরপাঁক খেতে লাগলো।

প্রিয় নবী (সঃ) আকাশের জন্য রহমত

আমার দৃষ্টি আকাশসমূহের প্রতি নিবদ্ধ হোল। আমি প্রজ্জ্বলিত সূর্য এবং ঝলমলে তারকারাজীকে দেখলাম- এদের কতই না সুন্দর দেখাচ্ছিল, বড় মন ভোলানো সুন্দর দৃশ্য ছিল! এদের প্রতিটি কিরণ ভালবাসার চমকে চমকাচ্ছিল। এমন মনে হচ্ছিল যেন কোন প্রেমাসক্ত এত সুন্দর দৃশ্য দেখতে গিয়ে বিভোর হয়েছে। এ দৃশ দেখে আমার মন বড় অধীর ও অস্থির হয়ে গেল। আমি এ আলো ঝলমল দৃশের মাঝে কারো মুখ দেখছিলাম। যে মুখ চিরকালের প্রিয়তম মুখ, যিনি সৌন্দর্যের আকর। আমার মন ও হৃদয়ের অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মনের অবস্থার মত হয়ে গিয়েছিল, যিনি বলে ছিলেন ঃ

চাঁন্দ কো কাল্ দেখ কার্ মায় সখ্‌ত বেকল্ হো গেয়া

কিউঁকে কুচ্ছ্ কুচ্ছ্ থা নিশাঁ উছ্ মে জামালে ইয়ার কা।

অনুবাদ ঃ কাল চাঁদকে দেখে আমি একেবারেই বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। কারণ ওর মাঝে আমার প্রিয়তমের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]।

জানি না কত সময় আমি এমন বিভোর-বিমোহিত অবস্থায় ছিলাম, আমি আমার চিন্তার জগতে হৃদয়ের দৃষ্টিতে দেখলাম, সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চাঁদ এবং তারাগুলোও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এমন মনে হচ্ছিল, এদের পেছনে যে আলোর উৎস তা এদের প্রতি নারাজ হয়ে পেছনে সরে দাঁড়িয়েছে।

ফলে এসব গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলো জীবন্ত দেখছিল এখন সেগুলো প্রাণহীন মাটির দলার মত দেখাচ্ছে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখলাম। আমি কী দেখলাম। আমার দৃষ্টি নীচে গভীরে গিয়ে আমার স্বজাত মানুষের ওপর পড়ল। আমি দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ যাদের বাহ্যত বড় বুদ্ধিমান মনে হোত, মাথা নীচু হয়ে পড়ে পড়ে, কেউবা হাঁটু গেড়ে বসে বসে, বড় মর্মান্তিক, প্রাণ বিগলিত চিত্তে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছে। কেউ বলছে, হে আমার সূর্য দেবতা! আমার প্রতি কৃপা কর, আমার আঁধার ঘরকে নিজ আলোর ধারা দিয়ে আলোকিত করে দাও! আমার স্ত্রীর কোলকে সন্তান দিয়ে ভরে দাও! আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও! কেউ বলছে, হে চন্দ্র মাতা! আমার অন্ধকার জীবনকে আলোকিত করে দাও! এবং সকল দুঃখ-কষ্টকে আমাদের ঘর হতে বের করে দাও, দূর করে দাও! কেউ বলছে, হে তারকা গোষ্ঠী! তোমরা তো আমার খুশী আর আনন্দের উৎস। হে যোহ্‌রা! (একটি তারার নাম) তুমি আমার গৃহকে ভালবাসা দিয়ে ভরে দাও! আমাদের প্রিয়জনের অন্তরকে আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দাও। হে মঙ্গলগ্রহ! তুমি আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ো না। আর বিপদের মাঝেও আমাদিগকে ঠেলে দিও না। তোমার ক্রোধ যেন আমাদের শত্রুদের ওপর আপতিত হয়।

আমার হৃদয় এহেন ঘৃণ্য দৃশ্য দেখে বড় ঘাবড়ে গেল। আমি বললাম, মানুষ কত সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলোকে কেবল ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছে! যখন প্রেমিক তার প্রিয়তমের চেহারাকে বাদ দিয়ে চেহারার নিকাবকে (অর্থাৎ আবরণকে) ভালবাসতে শুরু করে, যখন তার প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভুলে তার পোশাকের সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হয়, তখন প্রিয়তম সে পোশাক থেকে বেরিয়ে যায় এবং খালি পোশাক সেই প্রেমিকের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এ বলে যে, যাও একে দেখতে থাক! কিন্তু সে পোশাক যা প্রিয়তমের শরীরে সুন্দরের সমারোহ হয়ে ছিল এখন কেমন বিশ্রী এবং কেমন খারাপ দেখাচ্ছে! আমি বললাম, সেই একই অবস্থা আকাশের সমস্ত গ্রহ ও নক্ষত্ররাজীর! যে পর্যন্ত এসবের মাঝে চিরঞ্জীব চিরসুন্দর পরম প্রিয়তমের (আল্লাহ্‌র) চেহারা পরিদৃষ্ট হয় এদের বড়ই চমৎকার দেখায়। কত সুন্দর আর কত মহান দেখায়! কিন্তু যখন এরাই আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন এদের মহিমা ও গুরুত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। জোতি-র্বিজ্ঞানীরা কত নির্মমভাবে এদেরকে চিরে ফেড়ে, কেটে ছেঁটে ধাতুর পাহাড়, গ্যাসের সমষ্টি হিসাবে প্রমাণ করে দেয়। একথা ভেবে প্রথমতঃ আমি আকাশের দিকে বড় আক্ষেপের সাথে চেয়ে দেখলাম, এর বিলুপ্ত সৌন্দর্যের প্রতি চেয়ে দেখলাম তারপর বিবেকহীন মানুষের দিকে চেয়ে দেখলাম আর এভাবেই আমি চিন্তা মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ করে অত্যন্ত মধুর, একেবারে মনমাতানো সুর; চিন্তা-চেতনাকে বিমোহিত করা সুর, ভেসে আসছে আমার কানে- সে সুর বড় প্রতাপপূর্ণ, বড় চমৎকার কণ্ঠে বলল, "সূর্যকে সেজদা কোর না, চন্দ্রকেও না বরং একমাত্র আল্লাহ্‌কে সেজদা কর যিনি এক-অদ্বিতীয় এবং তাঁর আধিপত্য নভোমন্ডলের এসব গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর এবং অপর সবকিছুর ওপর তাঁকে সেজদা কর। আরো স্মরণ রাখ যে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চাঁদকে এবং অন্যান্য নক্ষত্ররাজীকেও। এরা সবাই তাঁর সামান্য ইঙ্গিতের অধীনে আছে, তাঁর দাস হয়ে আছে। আরো স্মরণ রাখ যে,

এদের সবাইকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং একমাত্র তাঁরই আদেশ কার্যকর হয়।" সেই সূর ও শব্দ কতবড় বাস্তব আর কত বড় প্রভাবশালী ছিল। পৃথিবীর অবস্থা এমন মনে হচ্ছিল যেমন কারো কাঁপুনী উঠে যায়।

মানুষের অবস্থা মনে হচ্ছিল যেমন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। শরম-লজ্জায় মাথা নীচু করে উঠে আসছে এবং আপন স্রষ্টার সামনে ঝুঁকে পড়ছে। আবার আকাশ দেখতে সুন্দর মনে হতে লাগল। চির সুন্দর, পরম সুন্দর প্রিয়তম আবার সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের চমৎকার আলোর মাঝ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে লাগলেন। সৃষ্টির প্রতিটি কণা, প্রতিটি বিন্দু আবার সৃষ্টিকর্তার প্রতাপ ও জালালের বিকাশস্থল হয়ে গেল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সকল যুক্তি-প্রমাণ আবার তুচ্ছ মনে হতে লাগল। (হৃদয়বানরা) বলে উঠলেন, 'তোমরা গ্যাস, ধাতু ইত্যাদির মতবাদকে তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, তোমরা বাইরের খোলসকে দেখ, অভ্যন্তরীণ সারাংশকে দেখতে পাও না। তোমরা এসব, গ্যাস ও ধাতুর পিন্ডগুলোকে দেখ, এসবের পেছনে কার সৌন্দর্য শোভা পাচ্ছে, কার হাত ক্রিয়াশীল তাঁকে দেখ না। আমি চাঁদের সেই আলোবিহীন মাটিও দেখেছি যার সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছে হাজার হাজার বছর ধরে পরিবর্তন হতে হতে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। এ একসময় খুশীতে চমকাচ্ছিল আলোয় ঝলমল করছিল। এটি মৃত ছিল বা জীবিত ছিল এর সাথে কী সম্পর্ক শীতল ছিল না গরম? এর বিন্দু বিন্দু এজন্য খুশীতে চমকাচ্ছিল যে, এ এখন থেকে **আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ্** (আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের একটি) বলে পরিচিত হবে। কেউ আমার হৃদয়ের মাঝে একটি চিমটি কাটল। আমি আহ্ বলে উঠলাম! এবং বললাম, এ সুর তো নভোমন্ডলের জন্য এক রহমত (কল্যাণমন্ডিত) বলে প্রমাণিত হোল।

ফিরিশ্‌তাগণের জন্য রহমত

তারপর আমার দৃষ্টি আরো ওপরে ওঠল এবং আমি আমার অন্তর্দৃষ্টিতে আকাশের ওপরে এক ধরনের সৃষ্টি দেখলাম। এরা অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত পাক-পবিত্র। এদের চেহারা আমি দিব্য-দর্শনে আগেই দেখেছিলাম। এখনও আমি আগের মতই এদেরকে দেখলাম। অত্যন্ত সরল-সহজ-সুন্দর নির্মলচিত্তের ও সত্তার অধিকারী। এরা বড় সূক্ষ্ম ও কোমল শরীর সম্বলিত। কেবল রূহানী (আধ্যাত্মিক) দৃষ্টিতেই দেখা সম্ভব। পবিত্র চেহারা পবিত্র চরিত্রের তারা; এত পরিশ্রমী ও কর্মঠ যে, তারা সময়ের অতিক্রমণ ও সময়ের আগমন বুঝতে পারে না। তাদের প্রতিটি মুহূর্ত নিজ প্রভুর সেবায় নিবেদিত প্রাণ। তারা এমন যেমন মেশিন, প্রকৃতির বিধানমত চলছে। কিন্তু আমার বুদ্ধি ও চিন্তার চোখে দেখলাম, তাদের সুন্দর চেহারাগুলো ম্রিয়মান, বেদনাহত, তাদের সতেজতার মাঝেও যেন বিষন্নতার ছাপ ছিল। আমি এর কারণ খুঁজছিলাম। কিন্তু আকাশ তাদের বিষন্নতার কারণ হ'তে পারে। তেমন কিছু আমার নজরে পড়ল না। তাদের মালিক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারাও তাদের মালিকের প্রতি সন্তুষ্ট। তবে তাদের বিষন্নতার কারণ কী? তারপর পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম এবং সেখানে বড় হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলাম। আমি গগনচুম্বী দালান-কোঠা দেখলাম। এগুলো আনুগত্যকারী রূহসমূহের নামে বিনির্মাণ করা হয়েছে। আমি সেখানে তাদের প্রতিমূর্তি দেখলাম। লোকেরা তাদের পুজো করত। আমি বড় বিশাল দেহি বড় বড় লম্বা জামা পরিহিত মানুষ দেখলাম যারা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির চেহারা বানিয়ে রেখেছে যদ্বারা প্রমাণ হয় পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের মাথায় জমা হয়ে আছে। তারা পার্শ্ববর্তী লোকদের সাথে এভাবে কথা বলছে যেন তারা খুব গোপন ও মূল্যবান কথা তাদেরকে বলছে। এত মূল্যবান কথা যা অন্যেরা সারাজীবন সংগ্রাম করে, বিশ বিশ ত্রিশ ত্রিশ বছর আরাধনা করেও লাভ করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু বলছিল এই যে, ফিরিশ্‌তারা আসলে আল্লাহ্‌র কন্যা-সন্তান! সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যদি উদ্দেশ্য হাসিল করতে হয় তবে তাঁর এসব কন্যাদেরকে বাগে আনতে হবে। তারা নিজ কল্পনা মতে মানুষকে এমন মন্ত্র দিচ্ছে যদ্বারা সেই ফিরিশ্‌তাদের বাগে আনা যায়। এমন মন্ত্র পেয়ে মানুষ খুশীতে ডগমগ করছে। এবং তাদের অন্তর এমন রূহানী জ্ঞান-ভান্ডার বিতরণকারীদের সকল প্রকার সেবা যত্ন করতে প্রস্তুত।

তারপর আমার দৃষ্টি পড়ল অন্য দিকে। দেখলাম সে রকম আরো কিছু আলখেল্লা পরা মানুষ তার ভক্তদের ভীড়ের মাঝে একটি কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু গোপন রহস্যের কথা বলা বলি করছে। যেমন কোন গভীর তত্ত্ব-কথা গোপনে কাউকে জানানো হয়। কথা এই যে, এ কুয়োর মাঝে হারূত ও মারূত দুই ফিরিশ্‌তাকে এক পতিতার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কয়েকজন লম্বা কোর্তা পরিহিত লোক তো জোর দিয়ে বলছিল। সে দু'জন এখনও এ কুয়োর মাঝেই বন্দি হয়ে আছে। কেউ কেউ বলছিল, তাদের শিক্ষকরা সে দু' ফিরিশ্‌তাকে এর সমক্ষে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকতে দেখেছেন। একথা শুনে ভক্তদের অনেকের শরীরে শিহরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার মনে পড়ল, মানুষের পাপ ফিরিশ্‌তাদেরকেও ছাড়ে নি। আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আগের মত সুমধুর সূর শুনতে পেলাম। এর দারুণ আকর্ষণ ছিল, ভালবাসা ও বিক্রমের মিশ্রণ ছিল সেই সূরের মাঝে। যে বাণী উচ্চারিত হচ্ছিল তা এরূপ ঃ

"ফিরিশ্‌তারা আল্লাহ্‌র কন্যা নয় বরং তাঁর বান্দা। এবং তারা আল্লাহ্‌র অত্যন্ত অনুগত। তারা কখনও আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত কিছু করতে পারে না।" দেখলাম, মানুষের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে গেল। অনেকের মোহাচ্ছন্নতা বা তন্দ্রাভাব কেটে গেল, কেঁপে উঠল। ইতোপূর্বে কথাগুলোকে বিশ্বাসের কারণে এখন লজ্জাবোধ সৃষ্টি হোল। অনেকগুলো উচু উচু বিল্ডিং যা আল্লাহ্‌র কন্যাদের নামে নির্মিত হয়েছিল ভেঙ্গে ফেলা হোল। সেখানে মহাশক্তিশালী আল্লাহ্‌র ইবাদতগ্রহসমূহ স্থাপন করা হোল। সেই কুয়ো যার সম্পর্কে ফিরিশ্‌তাদের পাপের শাস্তির কথা বলা হচ্ছিল তা পরিত্যাক্ত হোল। সেখানে ভক্তদের যিয়ারত করতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এবার দেখলাম ফিরিশ্‌তারা বেশ খুশী হয়েছেন। ব্যাপারটা এমন যেমন তাদের পোশাকে ময়লার ছিটা পড়েছিল এখন পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। আমার হৃদয় থেকে আবার একটি 'উহ্' শব্দ বেরিয়ে আসল। আমি বললাম, এ সূর ও বাণী তো ফিরিশ্‌তাদের জন্য রহমত (কল্যাণজনক) প্রমাণিত হোল। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

(৯ম কিস্তি)

(৩০) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (مسلم)

(আত্ত্বহুরু শাত্বরুল ঈমান-মুসলিম)

অর্থ ঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।

ব্যাখ্যা ঃ সভ্যতার সাথে সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষকে করেছে রুচিশীল। মানুষকে দিয়েছে গাম্ভীর্য। কম বেশি সব ধর্মই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র ধর্ম ইসলাম একে ঈমান বা বিশ্বাসের অঙ্গ নির্ধারণ করেছে বরং ঈমানের অর্ধেক বলেছে। কুরআন মাজীদের সূরা আনআমের ৭ আয়াতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি জোর দিতে গিয়ে, "হে যারা ঈমান এনেছো!" বলে আহ্বান করা হয়েছে। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে। এতে বুঝা যায় প্রকৃত ঈমানদার বা বিশ্বাসী হতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একটি বিরাট শর্ত। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হতে হলে প্রথম ধাপ হিসেবে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন অপরিসীম। আর উপরোক্ত কুরআনী আয়াতে নেয়ামত লাভের জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে একটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

মানুষের মন ও শরীর একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মন ভাল থাকলে এর প্রভাব মুখে ভেসে ওঠে। তেমনি একটি সুন্দর নতুন জামা গায় দিলেও মন আনন্দে নাচতে থাকে। সুতরাং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপরে প্রভাব সৃষ্টি করে একে পবিত্র করে। এজন্যেই নামাযের পূর্বে বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোসল ও ওযূর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অপর একটি হাদীসেও বলা হয়েছে - **আন্নাযাফাতু মিনাল ঈমান** অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। কুরআন করীমেও সূরা মায়েদার ৭ আয়াতে দেশ ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। এখানেও হে ঈমানদারগণ! বলে আহ্বান করা হয়েছে। এথেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। মোট কথা আল্লাহ্ অতি পবিত্র। তাই তাকে লাভ করতে হলে দেহ ও মন পবিত্র হতে হবে। আর বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র হতে যে সাহায্য করে এটা সবাই স্বীকার করবেন। আমাদের দেহ-মন পরিবেশ সর্বদা নির্মল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক।

এস হাদীস শিখি

(৩১) দোয়ায় লেগে থাকা

تَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ

(তারকুদ্দো'আই মা'সিয়াতুন)

অর্থ ঃ দোয়া না করা পাপ।

ব্যাখ্যা ঃ মহান আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় দোয়ার মাধ্যমে। আর দোয়ার কবুলিয়তের মাধ্যমে বান্দা তার স্রষ্টার নিশ্চিৎ অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করে। সুতরাং দোয়া মু'মিন বান্দার আত্মাকে সজীব ও সতেজ রাখে। সব সময় তাকে আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করে। যারা এথেকে বঞ্চিত থাকে তারা নিরাশ হয়ে ইবলীসের কব্জায় চলে গিয়ে ইহকাল ও পরকাল সবই হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহ্র এবং রসূল (সঃ) দোয়ার প্রতি বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন- তোমরা দোয়া করা আমি কবুল করবো (সূরা আল্ মু'মিন ঃ ৬১) । বরং আল্লাহ্ তো এতটা বলেছেন- হে রসূল (সঃ)! তুমি বলে দাও, তোমাদের যদি দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ্ এর কোন পরওয়া করেন না (সূরা আল্ ফুরকান ঃ ৭৮)।

তাই মু'মিনকে সর্বদা সর্বাবস্থায় দোয়ায় লিপ্ত থাকা উচিত। দোয়া না করা পাপ। নবী করীম (সঃ)-এর জীবনের আদর্শ আমাদের চোখের সামনে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দোয়া করছেন আর আমাদেরকে দোয়া করা শিখিয়েছেন। ছোট্ট বন্ধুরা! আমরা যেন সব কাজ করার পূর্বে দোয়া করে নিই। প্রত্যেক কাজের জন্যে নির্ধারিত দোয়া রয়েছে কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদিতে। আমরা যদি সব দোয়া না-ও জানি (অবশ্য আমাদের শিখে নেয়া ও শিখতে থাকা উচিত) অন্ততঃ একথা যেন বলি, হে আল্লাহ্! এ কাজের মঙ্গল আমাকে দাও আর এর অমঙ্গল থেকে আমাকে রক্ষা করো। আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

দোয়া করার অভ্যাস ছোট বেলা থেকেই হওয়া দরকার। এমন কি খেলতে গেলেও যেন আমরা দোয়া করে নিই খেলায় সফলতার জন্যে। আল্লাহ্তাআলাও আমাদেরকে শিখিয়েছেন- সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর ইবাদতে অবিচল থাক (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬ আয়াতাংশ)। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে দোয়া করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(৩২) পাপ থেকে তওবা

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

(আত্তাইবু মিনায্ যাম্বি কামাল্লা যাম্বালাহূ-ইবনে মাজাহ্)

অর্থ ঃ পাপ থেকে তওবাকারী এমনই যেন সে পাপ করেই নি।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামে 'তওবা'র বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। 'তওবা' অর্থ ফিরে আসা। যখন মানুষ পাপ করে তখন আল্লাহ্ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে শয়তানের দাসে পরিণত হয়। আবার যখন সে তার ভুল বুঝতে পারে তখন আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। এর নামই তওবা। একজন স্নেহময়ী মা তার সন্তানের গায়ের নোংরা-ময়লা পরিষ্কার করে যেমন তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দেয় তেমনি বান্দা যখন আল্লাহ্র দিয়ে ফিরে আসে তখন আল্লাহ্ তাকে ধুয়ে-মুছে পাক-পবিত্র করে দেন। তাই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাপ থেকে যে ফিরে আসে তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যেন সে পাপ করেই নি।

আল্লাহ্তাআলার এক নাম 'গফুর' যিনি ক্ষমা করেন এবং বার বার ক্ষমা করেন। সুতরাং যারা পাপ করেন এবং তাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্তাআলা বান্দার পাপ দিনে ৭০ বার ক্ষমা করেন। তবে ক্ষমা চাইতে হবে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে। মানবীয় কারণে দোষ-ত্রুটি করলে আল্লাহ্ তা অবশ্যই ক্ষমা করেন। কিন্তু যে ইচ্ছা করে জিদ করে পাপ করে আর তওবাও করে না তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত।

মা তার দুষ্ট ছেলেটার প্রতি একটু বেশিই লক্ষ্য রাখেন। কেননা, পরিশেষে সে দুষ্ট ছেলেটি মায়ের আঁচল ধরেই ঘুর ঘুর করে। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা তাঁর সেই বান্দাদেরকেও ভালবাসেন যারা পাপ করার পরেও তাঁর দিকেই ফিরে আসে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আর এক হাদীসে বলেছেন, আমার বান্দা যদি তওবা না করে তাহলে আমি অন্য কোন সৃষ্টি বানাবো যারা পাপ করবে আর আমি ক্ষমা করবো। মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তার দ্বারা পাপ কার্য সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে যদি আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসার অর্থাৎ তওবা করার মাহাত্ম্যটি বুঝতে পারে তাহলে তার জীবন স্বার্থক। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে তওবার দর্শন বুঝার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(৩৩) সন্তান-সন্ততির প্রতি সদাচারণ

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ - (ابن ماجه)

(আকরিমু আওলাদাকুম ওয়াহ্সিনু আদাবাহুম-ইবনে মাজাহ্)

অর্থ ঃ তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সম্মান কর আর এভাবে তাদের মাঝে আদব-কায়দা তথা শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠা কর।

ব্যাখ্যা ঃ শিশুদের মাঝে অনুকরণের ও প্রভাব গ্রহণের শক্তি খুবই বেশি। তাই তাদের সাথে বা তাদের সামনে সদাচরণ ও শিষ্টাচারের বিষয়গুলোকে মা-বাবার দৈনন্দিন ব্যবহারে মূর্ত হয়ে ওঠা আবশ্যক। নিজেদের মাঝে সেগুলো অনুপস্থিত থাকলে তাদেরকে সেগুলো শিখতে বলা হলে তা ফলপ্রসূ হবে না। তা-ই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ হাদীসে পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। অনেকে মনে করতে পারেন, শিশুরা ছোট তারা আদব-কায়দা বা শিষ্টাচারের কী বুঝে? তারা না বুঝলেও তাদের কোমল হৃদয় পটে বাল্যকাল থেকে সবই অঙ্কিত হয়ে যায়।

সুতরাং শিশুদের মাঝে শিষ্টাচার গড়ে তোলার ব্যাপারে পিতা-মাতার দায়িত্ব অপরিসীম। কুরআন করীমের সূরা আত্তীনের ৯৫ আয়াত অনুযায়ী মানুষকে যে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট উপকরণাদি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, একটি শিশুর মাঝে বাল্যকাল থেকেই তা সুপ্ত থাকে এবং যথাসময়ে সেগুলো আর সন্তানদের মাঝে এগুলো জাগ্রত করার জন্যে পিতা-মাতার আদর্শ যে অনেক গুরুত্ববহ তা খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। শিশুদের সামনে পিতা-মাতার এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে তাদের মাঝে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যাতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয় সেদিকে বাবা-মার বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। আর তদনুরূপ আমলও করা আবশ্যক। কুরআন করীমের সূরা আনআমের ১৫২ ও সূরা বনী ইসরাঈলের ৩২ আয়াতেও সন্তানদের সাথে পিতা-মাতার সম্মানজনক আচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। তাদের যথার্থভাবে তা'লীম- তরবিয়ত দেয়ার সাথে সাথে তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলো যাতে বিকশিত হয়ে তারা যাতে সমাজে বিশ্বস্ত ও যথাযথ অবদান রাখতে পারে সেজন্যে পিতা-মাতার চেষ্টা ও দোয়ার কমতি থাকা উচিত নয়। বাল্যকালে সন্তান-সন্ততির সাথে আদরের সাথে 'আপনি' 'আপনারা' এগুলো ব্যবহার করে কথা বলা উচিত। আর এভাবেই তাদেরকে আদব-কায়দা শেখানো উচিত। 'তুই' 'তোকারি' ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৩৪) নিজের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা

مَاهَلَكَ امْرُءٌ عَرَفَ قَدْرَهُ

(মা হালাকামরু'উন 'আরাফা ক্বদ্রাহ্)

অর্থ ঃ যে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত সে কখনও ধ্বংস হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ আগের একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে মানুষকে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট উপকরণাদি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে (৯৫ঃ৫০)। মানুষ সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু। সুতরাং মানুষকে তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা আবশ্যক। তার মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। এটা মানুষকে জানতে হবে। এটা জানলে পরে মানুষ সে উদ্দেশ্য সাধনে ও তার স্রষ্টা আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে।

নবী-রসূল থেকে আরম্ভ করে এ বিশ্বে যত বড় বড় মানুষ জন্ম নিয়েছেন তারাও এক দিন ছোটই ছিলেন। তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও নিজেদের মকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি করেছিলেন বিধায় তারা ছিলেন এক একজন যুগ-স্রষ্টা। তাঁরা জীবনে কেউ বিফলতা কুড়োন নি। বিজয়ের বরমাল্য সব সময় তাঁদেরকে আলিঙ্গন করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ যেন তার অবস্থানকে উপলব্ধি করে এবং চেষ্টা ও দোয়ার মাধ্যমে নিজের সফলতাকে অর্জন করার চেষ্টা করে। হীনমন্যতায় না ভুগে প্রত্যেকে যেন তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করার চেষ্টা করে এ হাদীস আমাদেরকে সে শিক্ষাই দিচ্ছে। (চলবে)

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

আলোচ্য দুরূদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, নবী আকরম (সঃ)-এর আল্ বা আধ্যাত্মিক সন্তানদের মাঝ থেকে একজন মহান নবীর আগমন বাঞ্ছনীয়; নচেৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ওপরে আশিস ও কল্যাণ পূর্ণ হয় নি বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমরা কুরআন মাজীদ থেকে একদিকে যেমন দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরে স্বাধীন স্বতন্ত্র ও শরীয়তধারী নবীর আগমনের পথ বন্ধ-ইসলামের বাইরে থেকে তো বটেই ইসলামের অভ্যন্তরেও (সূরা আহযাব ঃ ৪১ আয়াত) অন্যদিকে এ আয়াতের প্রতি তাকালে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় কোন প্রকার সাদৃশ্যপূর্ণ আশিস ও কল্যাণের পথ রুদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন আমরা সূরা নেসার ৭০ আয়াতের প্রতি তাকাই তখন আমরা আশান্বিত হতে পারি। কেননা, সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্তাআলা ও এই মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনুগত্যের ফলে তাঁর উম্মতের মাঝে আধ্যাত্মিক কল্যাণের ব্যাপকতা দান করা হয়েছে। সূরা কাওসারে তো তাঁকে (সঃ) বিপুল আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে। 'আর যালেম লোকেরাই এ আশিস থেকে বঞ্চিত থাকবে' বলে আল্লাহ্ সুব্হানাহুতাআলা বলেছেন (সূরা বাকারা ঃ ১২৫) অপরপক্ষে তাঁর শত্রুদের অপুত্রক বলে এ কল্যাণ যে দৈহিক বংশের প্রাপ্য নয় সে দিকেও অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং সূরা নিসার উল্লেখিত আয়াতে যে চারিটি আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা হলো সালেহ, শহীদ, সিদ্দীক ও নবী। বিগত ১৪শ' বছরে মুহাম্মাদী উম্মতের (সতিকার আলে মুহাম্মদ) মাঝে অসংখ্য সালেহ বান্দা (ওলী, গাউস কুতুব ইত্যাদি) এবং শহীদ সিদ্দীক হয়েছেন একথা কারও অস্বীকার করার জো নেই। আর তাঁরা সকলেই যে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রসাদে সেই পুরস্কার লাভ করেছেন তা-ও বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন বাকী থাকলো কমপক্ষে এমন একজন নবীর আগমনের ব্যাপারটি যিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্যে এ পুরস্কার লাভ করবেন; তবে তাঁর নতুন কোন শরীয়ত ও মুহাম্মদ (সঃ) থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে না। এ ধরনের একজন নবীও সূরা জুমুআর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উম্মতে যথাসময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হলেন আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী-এর দাবী করেছেন। সুতরাং এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, গত প্রায় ১৪শ' বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সহ উম্মতের লোকেরা যে দুরূদ শরীফ পড়ে আসছে তা বৃথা যায় নি আর যেতেও পারে না। নবী করীম (সঃ)-এর ওপরে এ দুরূদ তাঁর জন্যে মহা আশিস ও মহা কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে অন্ততঃ আর কেউ এ কথা স্বীকার না করলেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করে।

- নির্বাহী সম্পাদক

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৩৪তম কিস্তি)

ইসলামের সুরক্ষা ও মঙ্গল কামনায়

□ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণনা করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا،وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا،وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا،وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا حَاسِدًا،اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ۔

(مستدرک حاکم جلد ۱ صفحہ ۵۲۵ بیروت)

(আল্লাহুম্মাহ্ ফায্নী বিল ইসলামি ক্বাইমান - ওয়াহ্ফায্নী বিল ইসলামি ক্বা'ইদান- ওয়াহ্ফাযনী বিল ইসলামি রাক্বিদান-ওয়ালা তুশমিত বী 'আদুয়্যা হাসিদান-আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্য়ালুকা মিন কুল্লি খয়রিন খযাইনুহূ বিইয়াদিকা ওয়া আ'উযুবিকা মিন কুল্লি শার্‌রিন খযাইনুহূ বিইয়াদিকা- মুস্তাদরাক হাকিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২৫, বৈরুত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! প্রত্যেক অবস্থায় আমাকে ইসলামের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখ- দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়েও। আর কোন হিংসুক শত্রুকে আমার বিরুদ্ধে খুশী করো না। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রত্যেক সেই মঙ্গল চাচ্ছি যার ভান্ডার তোমার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। আর আমি তোমার কাছে প্রত্যেক সেই অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি যা তোমার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে।

ঈমান, স্বাস্থ্য ও উত্তম চরিত্র লাভের দোয়া

□ হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত সালমান ফারসীকে বলেন, আমি চাচ্ছি, তোমাকে এ দোয়া শিখিয়ে দিই। এটা রহমান খোদার নিকট অনুরাগ ও নিবিষ্ট চিত্তে রাত দিন করতে থাকো। আর তা এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ، وَ اِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ خُلُقٍ وَ نَجَاحًا يَّتْبَعُهٗ فَلَاحٌ ،وَ رَحْمَةً مِنْكَ وَ عَافِيَةً ،وَ مَغْفِرَةً مِنْكَ وَ رِضْوَانًا۔

(مستدرک حاکم جلد ۱ صفحہ ۵۲۳ بیروت)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা সিহ্হাতান ফী ঈমানিন-ওয়া ঈমানান ফী হুস্নি খুল্‌ক্বি ওয়া নাজহাইঁয়াতবা'উহূ ফালাহুন- ওয়া রহমাতামিনকা ওয়া 'আফিয়াতান- ওয়া মাগফিরাতাম্মিনকা ওয়া রিযওয়ানান- মুস্তাদরাক হাকিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২৩, বৈরুত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ঈমানের অবস্থায় স্বাস্থ্য চাচ্ছি। আর ঈমানের সাথে উত্তম চরিত্র লাভের দোয়া করছি এবং ক্রমাগত সফলতা চাচ্ছি আর তোমার কাছে অনুগ্রহ ও সুস্থতার প্রার্থী। তদুপরি তোমার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি চাচ্ছি।

ক্ষমা ও মার্জনার দোয়া

□ হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়া বর্ণনা করতেন?

رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَ جَهْلِىْ ،وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ كُلِّهٖ،وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ ،اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطَايَاىَ وَعَمْدِىْ وَجَهْلِىْ وَهَزْلِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ،اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ،وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ،اَنْتَ الْمُقَدِّمُ،وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ،وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

(রব্বিগফিরলী খত্বিয়াতী ওয়া জাহলী-ওয়া ইসরাফী ফী আমরী কুল্লিহী-ওয়ামা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী-আল্লাহুম্মাগফিরলী খত্বায়ায়া ওয়া 'আমদী ওয়া জাহ্‌লী ওয়া হায্‌লী ওয়া কুল্লু যালিকা 'ইনদি - আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা ক্বদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খরতু-ওয়া মা আসররতু ওয়ামা আ-লান'তু-আনতাল মুক্বাদ্দিমু-ওয়া আনতাল মুয়ায়খিরু-ওয়া আন্‌তা 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর - বুখারী কিতাবুদ্ দাওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার ভুল ও বোকামী এবং আমার সব রকম আচার-আচরণের বাড়াবাড়ি আর সব রকমের আচার-আচরণ যা আমার চেয়ে বেশি তোমার জ্ঞানে রয়েছে তার সব আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! আমার জানা পাপ বা অজানা পাপের এবং হালকা হাসি-ঠাট্টা আমার এসব দুর্বলতা-ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! আমার পূর্বের গুপ্ত ও প্রকাশিত পাপ ক্ষমা করে দাও। পরবর্তী সময়েরও তুমি সামনে এগিয়ে দিয়ে থাকো আর তুমিই পিছনে সরিয়ে দিয়ে থাকো আর তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ক্ষমার পূর্ণ প্রভাবসম্পন্ন একটি দোয়া

□ হযরত হিলাল (রাঃ) বিন ইসারা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি এ ইস্তিগ্‌ফার পড়ে তার পাপ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও আল্লাহ্ তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔ (ابوداؤد کتاب الصلوۃ)

(আস্‌তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল ক্বয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলায়হি - আবূ দাউদ, কিতাবুস, সলাত)।

অর্থ ঃ আমি তার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীবী-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা, আর আমি তাঁর প্রতি ঝুঁকছি এবং তওবা করছি। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

যুক্তরাজ্য জামাতের ৩৭তম সালানা জলসা

যুক্তরাজ্য জামাতের সালানা জলসা ২০০৩ -এর জন্যে সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) নিম্নোক্ত তারিখের মঞ্জুরী দিয়েছেন ঃ

২৫-২৭ জুলাই, ২০০৩ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার।

বেশি বেশি বন্ধুদেরকে জলসায় যোগদানের জন্যে চেষ্টা চালাতে বলা হয়েছে। আর জলসার সফলতার জন্যেও দোয়া করতে বলা হয়েছে। (সাপ্তাহিক বদর, ১লা এপ্রিল ২০০৩-এর সৌজন্যে)

- নির্বাহী সম্পাদক

বয়াত নবায়ন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য

মোহতরম আমীর / প্রেসিডেন্ট /মুরব্বী / মোয়াল্লেম সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) গত ১৯শে এপ্রিল ০৩ ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মহান আল্লাহ্তাআলা ২২শে এপ্রিল-০৩ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-কে খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস হিসাবে আমাদের দান করেছেন। আল্লাহ্তাআলা আমাদের জন্য খেলাফতে খামেসা সবদিক দিয়ে কল্যাণমন্ডিত করুন (আমীন)।

জামাতের বন্ধুগণ অবগত আছেন, আল্লাহ্র ফযলে খাকসার লন্ডনে খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেসের ঐতিহাসিক নির্বাচনে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আল্ হামদুলিল্লাহ্। হুযূর (আইঃ)-এর সাথে মোলাকাতকালে তাঁকে বাংলাদেশের আহ্মদীদের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়েছিলাম। এর উত্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব (আইঃ) বাংলাদেশের আহমদীদেরকে **প্রীতিপূর্ণ সালামের তোহ্ফা পাঠিয়েছেন।**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর শেষ ঐতিহাসিক তাহ্রীক হলো **মরিয়ম শাদী ফান্ড।** ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ তারিখ জুমুআর খুতবার সময়ে তিনি তাঁর দানশীলা মায়ের স্মৃতিস্বরূপ এ ফান্ডের তাহরীক করেন। এ ফান্ডের উদ্দেশ্য গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সাহায্য করা যাতে তিনি কন্যার বিয়েতে কিছু উপহার সামগ্রী দিতে পারেন। আমি বাংলাদেশের আহমদীদের এ ঐতিহাসিক তাহ্রীকে বেশি বেশি করে অংশগ্রহণের অনুরোধ করছি, বিশেষ করে অবস্থাসম্পন্ন আহমদী বন্ধুদেরকে অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের অবস্থার সাথে সংগতি রেখে এ ফান্ডে অংশ নেন।

সমস্ত জামাতের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন সত্বর এ তাহ্রীকে অংশ গ্রহণকারীদের ওয়াদা এবং আদায়কৃত চাঁদার তালিকা আগামী ৩১ মে-এর মধ্যে খাকসারের নিকট প্রেরণ করেন। মুরব্বী / মোয়াল্লেম সাহেবান এ বিষয়ে তদারকী করবেন। উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ)-এর শেষ তাহ্রীকে অংশগ্রহণ করে তাঁর প্রতি আমাদের অকৃত্রিম ও গভীর ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারি। আল্লাহ্তাআলা আমাদের তৌফীক দান করুন।

খেলাফত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। নতুন, পুরনো আহমদী নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে পঞ্চম খলীফার হাতে অবশ্যই বয়াত করতে হবে। এ বয়াতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর নির্দেশানুযায়ী আমরা সবাই আন্তরিকভাবে বয়াত করে আমাদের বয়াতের রিপোর্ট হুযূরের কাছে পাঠাবো।

এ পত্রের সাথে একটি নমুনা বয়াত ফরম পাঠানো হলো। আপনারা দয়া করে এ ফরম অনুযায়ী প্রথমে আন্তরিকভাবে সবাই মৌখিক বয়াত করে নিবেন। আমীর / মুরব্বী/ প্রেসিডেন্ট/ মোয়াল্লেম সাহেবান বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। যেখানে জামাতে একান্ত অপারগতা রয়েছে সেখানে উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কথামত জামাতের প্রবীণ কোন বুযুর্গও বয়াত অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারবেন।

আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এ সমস্ত কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে শেষ করতে হবে। মনে রাখবেন কোন আহমদী যেন বয়াতের গন্ডির বাইরে না থাকে। প্রত্যেক পরিবারের জন্যে একটি বয়াত ফরম ব্যবহার করলে ভাল হয়। কেন্দ্র থেকে নির্ধারিত ফরম পাওয়ার পরে স্থানীয় জামাত যথাযথ ব্যবস্থা নিবে।

বয়াত ফরমগুলো আমীর / প্রেসিডেন্ট-এর সত্যায়নসহ আমার নিকট দ্রুত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এর গুরুত্ব বুঝে আমল করার তৌফীক দিন।

ওয়াস্সালাম

খাকসার

মোবাশ্শের উর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

বয়াত ফরমের নমুনা

বয়াত নবায়নের ঘোষণা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ), اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

আমি যথারীতি পূরণকৃত ও স্বাক্ষরকৃত আমার বয়াতের ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। হুযূর আমার জন্য দোয়া করবেন।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি আজ(হযরত মির্যা) মাসরূর আহমদ (আইয়্যাদাহুল্লাহুতাআলা বিনাসরিহিল আযীয)-এর হাতে বয়াত ক'রে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হলেন 'খাতামান্নাবীঈন' অর্থাৎ নবীগণের সীল মোহর। আমি আরও বিশ্বাস করি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়েহিস সালামই হলেন সেই ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ যাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন।

আমি অঙ্গীকার করছিঃ

আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম কর্তৃক নির্ধারিত বয়াতের দশটি শর্ত সর্বদা পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আমি আমার ধর্মকে সকল পার্থিব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিব।

আমি সব সময় নেযামে জামাতের প্রতি অনুগত থাকবো আর খলীফাতুল মসীহরূপে আপনি আমাকে যেসব সৎকর্মের নির্দেশ দিবেন, ইনশাআল্লাহ্ তা আমি পালন করবো।

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ○

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু- প্রতিপালক আল্লাহ্তাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হ'তে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থঃ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার প্রাণের ওপর যুলুম করেছি আমি আমার সকল গুনাহ্ স্বীকার করছি। তুমি আমার সব গুনাহ ক্ষমা কর, কারণ তুমি ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নেই, আমীন।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর .....

বয়াতের তারিখ .....জামাতের নাম ঃ .....

ক্রমিক নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				
৬.				
৭.				

বিঃদ্রঃ

১. প্রত্যেক পরিবারের জন্যে একটি ফরম ব্যবহার করতে হবে।

২. যেখানে জামাত নেই সেখানকার আহমদী ব্যক্তিগতভাবে বয়াত ফরম পূরণ করে পাঠাবেন।

৩. প্রয়োজনে আলাদা সীট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩য় আঞ্চলিক সালানা জলসা ২০০৩ কুকুয়া জামাতে অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৩য় সালানা জলসা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কুকুয়া মসজিদুল বারী প্রাঙ্গণে ১৫ এপ্রিল, ২রা বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত এ জলসা বিকেল ৪.৩০ মিনিটে বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ফাইন্যান্স মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন জনাব মাওলানা বশীর আহমদ, বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব সাইদুল হক মৃধা, দেহাতি মোয়াল্লেম। সভাপতি সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে এ সভার মূল-পর্ব শুরু হয়।

বক্তৃতা পর্বে প্রথম বক্তা মৌঃ শাহ আলম খান, নামায ও দোয়া ইসলামের মূল কথা, এ বিষয়ে বর্ক্তৃতা দেন।

যথাসময়ে নামায মাগরিব ও এশা জমার পর জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। জনাব জালাল আহমদ মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ শাহ আলম খান, নযম পাঠ করেন ঢাকা থেকে আগত জনাব পানা উল্লাহ্ সাহেব।

বর্ক্তৃতা পর্বে জনাব মৌঃ সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন, এ বিষয়ে বর্ক্তৃতা করেন।

আমি কেন আহমদী হলাম, এ বিষয়ে নিজের বাস্তব ঘটনা খুবই সুনিপুনভাবে তুলে ধরেন জনাব মাওলানা বশীর আহমদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী পিতা-মাতা ও সন্তানদের উত্তম তরবিয়তের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন মৌঃ শাহ্ আলম খান।

আহমদীয়তের পয়গাম এ বিষয়ে ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ আল্‌হাজ্জ জনাব ফয়েজুল্লাহ্ সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় দৃঢ়তার সাথে খলীফা সানী (রাঃ)-এর লেখা হতে পড়ে শুনান।

এ পর্যায়ে জনাব পানাউল্লাহ্ সাহেব 'জীবন মরণ করিয়া স্মরণ' নযমটিই উপস্থাপন করে দর্শক শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করেন।

'ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এলাকার অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আলী আহমদ মাষ্টার।

সবশেষে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বক্তব্য প্রদান করেন। খেলাফত একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ে রাত সাড়ে ১০টায় তবলীগী প্রশ্নোত্তর এর আলোচনা শুরু হয়। পরে বয়াত অনুষ্ঠান হয়।

সবশেষে পটুয়াখালী বরগুনা অঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব মরহুম আব্দুল বারী তালুকদার (ছোট সাহেব)-এর দাফন-কাফন সম্বলিত ক্যাসেট প্রদর্শন। গভীর রাতেও এ ক্যাসেট দেখার জন্য জনতার উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করেছি। মহিলাদের প্যান্ডেলেও একই অবস্থা ছিল।

কুকুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জলসা কমিটি জনাব শফিকুল ইসলাম বুলবুল সাহেব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক লিখিত বক্তব্য পড়ে শুনান সভাপতি সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

- শাহ আলম খান
মোয়াল্লেম

কৃতী-ছাত্র-ছাত্রী

❑ বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব এ, কে, এম জাকারিয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে সম্প্রতি পিএইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এম আলী আসগর এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক, ভৌত বিজ্ঞান ডঃ ফরিদ উদ্দিন আহমদ-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে ডঃ এ, কে,এম, জাকারিয়া তাঁর পিএইচ, ডি, গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছেন। ডঃ জাকারিয়া পিএইচ, ডি, থিসিস-এর শিরোনাম ছিল "Structures by Neutron Diffraction and Investigation of other Magnetic Effects in some Spinel Ferrites"। ডঃ জাকারিয়া তাঁর গবেষণা কাজের একটি বড় অংশ Uppsala University-এর International Program in Physical Sciences (IPPS)-এর ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় সুইডেনের Uppsala University-এর Studsvik Neutron Research Laboratory-তে সম্পন্ন করেছেন। তাপমাত্রা ও রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তনের ফলে চৌম্বক মিথষ্ক্রিয়া ও চৌম্বক বিন্যাস পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এতে উদ্ঘাটিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। নতুন ফেরিচুম্বক বস্তুত উদ্ভাবন ও প্রয়োগে এ গবেষণার ফল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ গবেষণার ফল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ এ, কে, এম, জাকারিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর গ্রামের (আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শাহবাজপুর) মরহুম জনাব আব্দুস সামাদ ও বেগম হাজেরা খাতুনের পুত্র।

আমরা তাঁর পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

- আবুল খায়ের
ন্যাশনাল অডিটর

❑ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কাওসার আহমদ গত ২০০২ইং সনের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী জেলা হাই স্কুল হতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করেছে, আল্ হামদুলিল্লাহ্। সে সকলের নিকট সকল দিক দিয়ে উচ্চ হতে উচ্চতর উন্নতির জন্য খাস্ দোয়া প্রার্থী।

- মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

ফজলে ওমর দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার উদ্যোগে গত ২৩শে মার্চ রোজ রোববার ফযলে ওমর দাতব্য চিকিৎসালয় পুনরায় চালু হয়েছে। দোয়ার মাধ্যমে সকাল ৮.০০ ঘটিকায় এটা উদ্বোধন করেন ঢাকার আমীর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব আব্দুল হান্নান সাহেব। চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর-২য় হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুর।

- মীর ওয়াজেদ আলী, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুর

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆20th Issue
Fortnightly

The AHMADI

April 30, 2003 ◆Tk. 10.00
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

চেয়ারে বসা বাম থেকে - হযরত পীর মনজুর আহমদ, হযরত মৌলবী আব্দুল করীম, হযরত মৌলবী নূর-উদ্ দীন, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ) এবং তাঁর কোলে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ, হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, হযরত মির্যা বশীর আহমদ, হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর পাঁচ সন্তান। ডান দিক থেকে - সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ, সাহেবযাদী নওয়াব মোবারেকা বেগম ও সাহেবযাদী নওয়াব আমাতুল হাফিয।

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com